NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ সংবিধান দিবসে নির্বাচন কমিশনের নিরাপত্তা নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু

এসআইআর প্রক্রিয়ায় একগুচ্ছ অনিয়মের অভিযোগ বিজেপির ৩

কলকাতা ২৭ নভেম্বর ২০২৫ ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ১৬৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.11.2025, Vol.19, Issue No. 166, 8 Pages, Price 3.00

একযোগে বাতিল ২ কোটি আধার

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: দেশে সক্রিয় বহু অস্তিত্বহীন ব্যক্তির আধার কার্ড। যার ফলে বহুবিধ সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে। সেই সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল ইউআইডিএআই। একবারে বাতিল করে দেওয়া হল ২ কোটির বেশি আধার। বুধবার কেন্দ্র জানিয়েছে, সরকারের হাতে মজুত তথ্যে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে ২ কোটির বেশি আধার নম্বর বাতিল করা হয়েছে।

যে দু'কোটির বেশি আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে, সকলেই মৃত। কেন্দ্রের রেজিস্ট্রার জেনারেল, রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে প্রাপ্ত মৃতদের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে মৃতদের ওই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই তালিকা মিলিয়েই ২ কোটি আধার কার্ড বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, এখন যে সব আধার সক্রিয় রয়েছে তাঁদের মধ্যে কাদের মৃত্যু হয়েছে এবং মৃত্যুর পরও কাদের আধার কার্ড এখনও চালু রয়েছে, সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য মাই আধার অ্যাপের মাধ্যমে ইউআইডিএআই-কে জানানোর জন্য সাধারণ নাগরিকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ মৃত ব্যক্তির আধার সক্রিয় থাকলে সেটার অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে।

তবে দু'কোটি আধার নম্বর বাতিল হলেও এখনও বহু মৃত ব্যক্তির আধার সক্রিয়। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের করা আরটিআইয়ের জবাবে ইউআইডিএআই জানিয়েছে, ২০১১ সালের পর থেকে গত ১১ বছরে মাত্র ১.১৫ কোটি আধার নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। এবার কেন্দ্র জানাল বাতিল আধারের সংখ্যাটা ২ কোটির কাছাকাছি।

গণতন্ত্র রক্ষার আহ্বান, কেন্দ্রকে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানে বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার রেড রোডে ড. বিআর আম্বেদকরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলা আম্বেদকর ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেখানো পথেই চলবে। বিজেপির কোনও নির্দেশিকা মানবে না বাংলা।

মমতার অভিযোগ, দেশে আজ নিরপেক্ষতার অভাব প্রবল। তাঁর কথায়, 'এক পক্ষই চলছে। সেই পক্ষ আবার পক্ষপাতদুষ্ট। ২০২৯-এ কোনও ভাবেই বিজেপি ক্ষমতায় আসবে না, তার আগেও সরকার পড়ে যেতে পারে।'

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, আজ দেশের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন। স্বাধীনতার এত বছর পরেও মানুষের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। মানুষকে বারবার প্রমাণ দিতে হচ্ছে তাঁরা দেশের নাগরিক কি না।

আম্বেদকর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর শপথ- যে কোনও মূল্যে দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কেন্দ্রের দয়া নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাঁদের বড় অংশই ছিলেন বাঙালি। তাই বাংলা তাঁদের পথেই চলবে।

ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার 'কুটিল ষড়যন্ত্র' চলছে বলে অভিযোগ তুলে আসছেন বিরোধীরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একইভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে এই ইস্যুতে তীব্র নিশানা করছেন দীর্ঘদিন ধরে। বিজেপির আমলে ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন, সেই কথাও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। সংবিধান দিবসে আরও একবার বিজেপিকে নিশানা করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'এই মুহূর্তে গণতন্ত্র বিপন্ন। ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বুলডোজার চলছে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'যখন ফেডারেলিজমকে ধ্বংস করা হচ্ছে, এই সংকটময় সময়ে, আমাদের সংবিধান যে মূল্যবান নির্দেশনা প্রদান করে তা রক্ষা করতে হবে।' এদিন সংবিধান দিবসে রেড রোডে যান মুখ্যমন্ত্রী। আম্বেদকরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পরও কেন্দ্রকে নিশানা করলেন তিনি। 'যে কোনও মূল্যে সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে। দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ হচ্ছে। ভোটাধিকার হরণ করা হচ্ছে। যারা ক্ষমতা আছেন, তাঁরা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেননি।' সেই কথাও বলেছেন মমতা। 'দেশে নিরপেক্ষতা নেই, একপক্ষ নেওয়া হচ্ছে। রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করা হচ্ছে।' সেই কথাও বলেন তিনি।

'বন্দেমাতরম' প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যসভায় 'বন্দেমাতরম' বা 'জয়হিন্দ' স্লোগান নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এমন খবরের প্রতিক্রিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র আপত্তি তুললেন। তিনি বলেন, 'বন্দেমাতরম তো ন্যাশনাল সং। যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলন করেছিলেন তাঁদের স্লোগান ছিল বন্দেমাতরম। বাংলার আইডেন্টিটি এঁরা নষ্ট করতে চাইছে। এটা ভুলে যাচ্ছে, বাংলা ভারতের বাইরে নয়।'

'অমানবিক' কমিশন, বিএলওদের পাশে দিদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর ইস্যুতে বিএলওদের পাশে দাঁড়িয়ে ফের একবার বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে তোপ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর কথায়, বিএলওদের দাবি ন্যায্য এবং সংযত। এরপরেও কেন কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে বিএলওদের ৪৮ ঘণ্টা বসে থাকতে হল তা নিয়ে সুর চড়ান প্রশাসনিক প্রধান। পাশাপাশি যেভাবে বাংলা-সহ দেশের একাধিক রাজ্যে বিএলওরা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নির্বাচন কমিশনকে 'অমানবিক' বলেও তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী।

সংবিধান দিবস উপলক্ষে বুধবার রেড রোডে ডাঃ আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই একেবারে সংবিধান হাতে নিয়ে একাধিক ইস্যুতে একযোগে কমিশন এবং বিজেপিকে তোপ দাগেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, বাংলা-সহ একাধিক রাজ্যে একের পর এক বিএলওর মৃত্যু হয়েছে। বিএলওদের দাবিকে আমি ন্যায্য এবং সংযত বলে মনে করি।' এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কলকাতা নির্বাচন কমিশনের সামনে বিএলওদের ধর্নার প্রসঙ্গও তোলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দাবি জানাতে বিএলওদের ৪৮ ঘণ্টা বসে থাকতে হল। এতটা অমানবিক।'

শুধু তাই নয়, মঙ্গলবার ঠাকুরনগর থেকে ফেরার পথে বিক্ষোভ দেখে থমকে যায় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘটনার কথাও এদিন তুলে ধরেন তিনি। বলেন, 'আমি কাল গাড়িতে আসার সময় কিছু লোক কথা বলতে চাইছিলেন। আমি তা শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে যা যা প্রয়োজন সব করে দিলাম।' কিন্তু বিএলওদের কথা শুনতে ৪৮ ঘণ্টা সময় লেগে গেল? তাঁরা তাঁদের সমস্যার কথা জানাবেন না? প্রশ্ন প্রশাসনিক প্রধানের।

সংবিধান দিবসে দেশকে খোলা চিঠি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: সংবিধান দিবসে সাংবিধানিক মূল্যবোধ জোরদার করার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৬ নভেম্বর দিনটি দেশে সংবিধান দিবস হিসাবে পালিত হয়। ১৯৪৯ সালে এই দিনেই গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। তা কার্যকর হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি, যে দিনটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালিত হয়।

সংবিধান দিবস উপলক্ষে বুধবার সকালেই সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। সংবিধান রচয়িতাদের শ্রদ্ধা জানান। তিনি লেখেন, 'সংবিধান আমাদের অধিকার দিয়েছে। আবার নাগরিক হিসাবে দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমাদের সর্বদা মেনে চলা উচিত। এই দায়িত্ব একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রের বুনিয়াদ।'

৭৬তম সংবিধান দিবসে দেশের উদ্দেশে চিঠি লিখে নাগরিকদের কর্তব্যবোধে প্রাধান্য দেওয়ার বার্তাও দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই বার্তায় তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন - দেশকে 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্তব্যের প্রতি অটল থাকতে হবে। ভোটদান থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণ - গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে এই দায়বোধের প্রয়োজনীয়তার কথাই তুলে ধরেছেন তিনি।

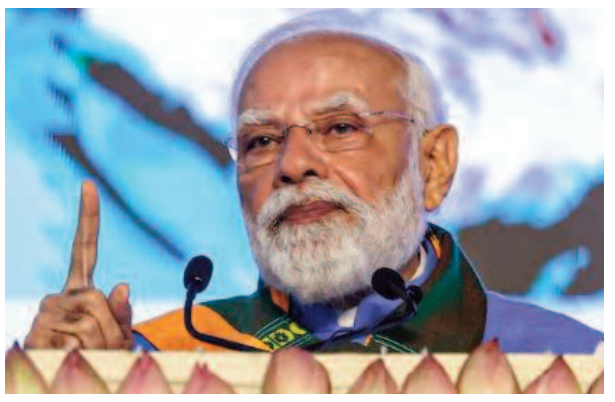

দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে ভোটদানের দায়িত্বকে সর্বোচ্চ বলে চিহ্নিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'একজন নাগরিক হিসেবে কখনও ভোট দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না।' স্কুল-কলেজে প্রতি ২৬ নভেম্বর নবীন ভোটারদের সম্মান জানিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান করারও প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।

চিঠিতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও স্মরণ করেছেন মোদী। সংসদের সিঁড়িতে ২০১৪ সালে প্রণাম করা থেকে ২০১৯ সালে সংবিধান মাথায় তোলার মুহূর্ত - এসবই তাঁর কাছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রতীক। একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, সংবিধানের ক্ষমতাই একজন সাধারণ, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের সন্তানকে দেশের সরকারপ্রধান হতে সাহায্য করেছে।

সংবিধান রচনার নেপথ্যে থাকা নায়কদেরও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, ড. বিআর আম্বেদকর এবং গণপরিষদের বিশিষ্ট নারী সদস্যদের অবদান বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন তিনি।

এই বছরের সংবিধান দিবসকে অতিরিক্ত তাৎপর্যময় বলেও উল্লেখ করেন মোদী। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও বীরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী, 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর এবং গুরু তেগ বাহাদুরের ৩৫০তম শহিদ দিবস - এই সব ঐতিহাসিক মুহূর্ত একযোগে কর্তব্যের গুরুত্বই নতুন করে স্মরণ করায় বলে মনে করান তিনি।

চিঠির শেষে তিনি স্পষ্ট করে দেন - আজকের দায়িত্ববোধই আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করবে।

এসএসসির নতুন নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত সব মামলা শুনবে হাইকোর্ট

'কোনও দাগি প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া যাবে না'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নতুন নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত সব মামলা শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টে। বুধবার এমনই নির্দেশ বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চের। একইসঙ্গে তাঁদের পর্যবেক্ষণ, এসএসসি নিজেই অযথা জটিলতা তৈরি করেছে, আদালত কোনও নতুন নিয়ম বানাতে বলেনি। এই প্রসঙ্গে মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এসএসসি কোনও দাগি প্রার্থীকে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চাকরি দিতে পারবে না। এসএসসি যে বিশেষ ভাবে সক্ষম দাগি প্রার্থীকে পরীক্ষায় স্থান দিয়েছিল, কলকাতা হাইকোর্ট আগেই তা বাতিল করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানিয়েছে, কোনও অযোগ্য প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া যাবে না।'

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিল হওয়ার পর সেপ্টেম্বরে নতুন পরীক্ষা নেওয়া হয়। কিন্তু পরীক্ষার আগে থেকেই

শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। পাশাপাশি, দাগি প্রার্থীদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এদিকে এই একই ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্টে ইতিমধ্যেই একাধিক মামলা বিচারাধীন। শুধু তাই নয়, বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে ২৮ নভেম্বর শুনানি হওয়ারও কথা। ফলে সুপ্রিম কোর্টের নতুন নির্দেশে মামলার জটিলতা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা আইনজীবীদের।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট ২৫,৭৫২ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল করে। রায়ে বলা হয়, নিয়োগ প্রক্রিয়া কলঙ্কিত ও কারচুপিপূর্ণ। এরপর যোগ্য প্রার্থীদের ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরিতে বহাল রাখা হলেও গ্রুপ-সি ও ডি পদে চাকরি সম্পূর্ণ বাতিল হয়। এরপর আদালত এও নির্দেশ দেয় ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন নিয়োগ পরীক্ষা শেষ করতে হবে এবং শুধু যোগ্য প্রার্থীরাই অংশ নিতে পারবেন। আর এই পরীক্ষায় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য দেওয়া অতিরিক্ত ১০ নম্বরকে কেন্দ্র করে দায়ের হয় মামলা। একইসঙ্গে আদালতের তরফ থেকে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়, কোনও অযোগ্য বা দাগি প্রার্থী যেন নতুন পরীক্ষায় বসতে না পারে।

প্রয়োজনে খসড়া ভোটার তালিকার সময়সীমা বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: দরকারে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা বাড়ানোর নির্দেশ দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট। বাংলা-সহ একাধিক রাজ্যে এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত সাফ বলে দিলেন, 'যদি দরকার মনে করি, তাহলে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা আমরা বাড়ানোর নির্দেশ দিতেই পারি।' সুপ্রিম কোর্টের এই মন্তব্য নির্বাচন কমিশনের জন্য হুঁশিয়ারি বলেই মনে করা হচ্ছে। শীর্ষ আদালত এদিন বুঝিয়ে দিয়েছে, কমিশন যদি বাস্তব পরিস্থিতি না বুঝে তাড়াহুড়ো করে, তাহলে সুপ্রিম নজরে পড়তে পারে।

মূলত এসআইআর-এর প্রক্রিয়া

সুপ্রিম মন্তব্য

ও সময় নিয়ে আপত্তি জানিয়েই দায়ের হয়েছে বহু মামলা। অধিকাংশ মামলাকারীরই বক্তব্য, এসআইআর প্রক্রিয়া বড্ড তাড়াহুড়ো করে করার চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই বাংলা, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্য ও রাজনৈতিক দল এসআইআর -এর বিরোধিতা করে দ্বারস্থ হয়েছে শীর্ষ আদালতের। একে একে আদালতে এসেছে কেরল, সেই রাজ্যের সিপিএম-সহ অন্যান্য আরও বেশ কয়েকটি পক্ষ।

এই মামলাগুলিরই শুনানি ছিল বুধবার। এদিন প্রধান বিচারপতি বাংলা সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানি ৯ তারিখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেন। তামিলনাড়ুর মামলাগুলি পিছিয়ে দেন ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। একই সঙ্গে মন্তব্য করেন, 'যদি মামলাকারীরা প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পারেন, তাহলে আমরা খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা পিছিয়ে দিতেই পারি।'

এদিন মামলার সওয়াল জবাবের সময় বিএলও-দের অস্বাভাবিক চাপের প্রসঙ্গ উঠে আসে। উঠে আসে বাংলার বিএলও-দের আত্মহত্যার প্রসঙ্গও। আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ এজলাসে বলেন, যে সময়সীমার মধ্যে এসআইআর করা হচ্ছে, তাতে বিএলওদের উপর প্রচুর চাপ তৈরি করছে। পশ্চিমবঙ্গের একজন বিএলও কাজের চাপ সামলাতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন বলেও জানান তিনি।

সিইও অফিসে বিক্ষোভ, সিপির কাছে নিরাপত্তা রিপোর্ট তলব করল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের সচিব পর্যায়ের এক আধিকারিকের পাঠানো চিঠিতে স্পষ্ট নির্দেশ-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনারকে।

চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে। চিঠিতে জানানো হয়েছে, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের নিরাপত্তা যেন কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে অবিলম্বে। একই সঙ্গে ওই দপ্তরের নিরাপত্তা বাড়ানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কমিশন সূত্রের দাবি, তৃণমূলপন্থী সরকারি কর্মচারীদের একাংশের বিক্ষোভ ও ধর্নার জেরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে উদ্বেগজনক। দপ্তরের বাইরে এমন অশান্তি ও চাপ সৃষ্টির ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেই কারণেই

জরুরি ভিত্তিতে এই চিঠি এবং দ্রুত রিপোর্ট চাওয়া-এমনটাই কমিশনের অবস্থান।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ, বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সংশোধন জরুরি এবং দপ্তরের ভিতরে-বাইরে যাতায়াতকারী সব কর্মীর নিরাপত্তায় অবিলম্বে বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হবে। চিঠিতে কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, কলকাতা পুলিশকে দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে। সিইও দপ্তর, সংশ্লিষ্ট অফিসারদের আবাসন এবং তাঁদের যাতায়াত সব ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা জোরদার হয়।

এর পাশাপাশি কমিশন জানিয়েছে, যে কোনও ধরনের সংবেদনশীল নথি বা তথ্য যাতে ভুল হাতে না যায়, সে বিষয়েও সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ করতে হবে। কমিশন আরও বলেছে, কোনও পরিস্থিতিতেই ভবিষ্যতে এমন ঘটনা পুনরাবৃত্তি হওয়া চলবে না। রাজ্যে যে কোনও আসন্ন নির্বাচনের আগে এ ধরনের নিরাপত্তা ভাঙন উদ্বেগ তৈরি করতে পারে, এবং তাই পুলিশকে সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তারা।

অতিরিক্ত কাজের চাপের প্রতিবাদে সিইও অফিস চত্বরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বিএলও-রা। তবে মঙ্গলবার রাতে অফিসের ভিতরে অবস্থানে বসা বিএলও-দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। এই সাক্ষাতের পরই সিইও অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন বিক্ষোভরত বিএলও-রা। তবে অফিসের বাইরে যে অবস্থান চলছিল, সেটি এখনও বহাল।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক দপ্তরের বাইরে এমন বিক্ষোভ এবং তা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা কমিশনের কড়া নজরে এসেছে। ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও যাতে উত্তপ্ত না হয়, তাই আগাম সতর্কতা নিতে চাইছে আয়োজক সংস্থা। যদিও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের সামনে কি ভাবে জমায়েত করে বিক্ষোভ সংগঠিত হল, তাই নিয়েও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহলে।

বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে দেশে দ্বিতীয় বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে ফের বড়সড় সাফল্য পেল পশ্চিমবঙ্গ। বিদেশি পর্যটক টানার নিরিখে গোটা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল রাজ্য। বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে এই সুখবর জানালেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টকে উদ্ধৃত করে তিনি জানান, বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের পছন্দের গন্তব্য হিসেবে বাংলা আজ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন 'ইন্ডিয়া টুরিজম ডেটা কম্পেন্ডিয়াম ২০২৫'-এর পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, 'আমি গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, পশ্চিমবঙ্গ আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে অন্যতম পছন্দের গন্তব্য হিসেবে উঠে এসেছে এবং আরও একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে। ভারত সরকারের পর্যটন

মন্ত্রকের প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি পর্যটকদের আগমনের সংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।'

কোভিড-পরবর্তী সময়ে বিশ্বজুড়েই পর্যটন শিল্প বড় ধাক্কা খেয়েছিল। কিন্তু সেই কঠিন সময় পেরিয়ে বাংলা যে ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তাকেই কুর্নিশ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, এই সাফল্য হঠাৎ করে আসেনি, বরং এটি রাজ্য সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই ফসল। তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্যের পর্যটন দপ্তর গত কয়েক বছরে বেশ কিছু নতুন ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এর মধ্যে উৎসব পর্যটন, ধর্মীয় পর্যটন এবং মাইস - (মিটিং, ইনসেনটিভ, কনফারেন্স ও এক্সিবিশন) ট্যুরিজম অন্যতম। দুর্গাপুজোর ইউনেস্কো স্বীকৃতি থেকে শুরু করে জঙ্গলমহল ও পাহাড়ের পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়ন-সব মিলিয়েই বিদেশি পর্যটকদের কাছে রাজ্যের আকর্ষণ বেড়েছে।

বাংলার এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী দেশ ও বিদেশের সমস্ত পর্যটককে রাজ্যে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, ''আমি দেশি ও বিদেশি সমস্ত পর্যটককে 'ভারতের মিষ্টিতম অংশ' এই পশ্চিমবঙ্গে আসার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা আসুন এবং বাংলার সৌন্দর্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাক্ষী থাকুন।''

একইসঙ্গে, এই সাফল্যের পিছনে যাদের অবদান রয়েছে, সেই সমস্ত পর্যটন ব্যবসায়ী, কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটের আগে এবং বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে পর্যটনের এই পরিসংখ্যান রাজ্যের ভাবমূর্তিকে জাতীয় স্তরে আরও উজ্জ্বল করবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৯৭ নং এফিডেভিট বলে Prabhat Nath S/o. Brindabon Nath ও Provat Nath S/o. B. Nath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, NITA, aged 51 years, daughter of Late Dhanuk Ram, resident of Kamala Cabin, Ingit Club, P.O.- Inda, P.S.- Kharagpur (Town), Dist- Paschim Medinipur, Pin-721305 (W.B.), In my PAN card being no. KLTPS4646Q, my full name is wrongly recorded as SWETA SINGH instead of NITA. Vide Affidavit no. 14099 dt. 24/11/2025, Before the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st class, Kharagpur, I do hereby solemnly affirm and declare that I, NITA and SWETA SINGH, D.O.B. 16.01.1974, daughter of Late Dhanuk Ram is same, single and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Md Hasan Sahabazuddin পিতা- Md Jiarul Haque মাতা- Farida Banu ঠিকানা- গ্রাম- Jhikra পোঃ- Aziznagar থানা- Deganga জেলা - 24 Pgs. (N) পিন-৭৪৩৪২৫ আমার জন্ম শংসাপত্র (রেজিঃ নং -১৯৩৮, তারিখ -২৬/১১/১৯৯৪) এ আমার পিতা ও মাতার নাম ভুলবশত লেখা আছে Hasan Sahabajoddin পিতা- Jiarul Haque মাতা- Forida Bibi 24/11/25 তারিখে Learned Judicial Magistrate 1st Class Barasat Court Affidavit বলে Hasan Sahabajoddin পিতা-Jiarul Haque মাতা- Forida Bibi ও Md Hasan Sahabazuddin পিতা- Md Jiarul Haque মাতা- Farida Banu এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৯৮ নং এফিডেভিট বলে Sougata Halder W/o. Chinmay Halder ও Sougata Biswas D/o. R. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Mita Das, স্বামী Anup Kumar Das, নিবাস-4/24, Netaji Nagar, Kolkata-40, বিবাহ পূর্বে আমার নাম ছিল Rita Banik পিতা Tulsi Ram Banik. গত 25/11/2025 তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতা কোর্টের এফিডেভিট (1546) সর্বত্র Mita Das নামে পরিচিত হলাম। Mita Das ও Rita Banik এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি Mamataj Bibi স্বামী- Matiar Rahaman Mandal পিতা- Omar Ali Molla ঠিকানা গ্রাম- Chatkabaria পোঃ- Ajijnagar থানা-Deganga জেলা-24 Pgs. (N) আমার Aadhar Card (নং -453589409726) ও Pan Card (নং- GRIPB9890N) এ আমার পিতার নাম লেখা আছে Omar Ali 18/11/25 তারিখে Ld. Judicial Magistrate 1st Class Basirhat Court Affidavit বলে আমার পিতা Omar Ali Molla ও Omar Ali এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলো।

CORRIGENDUM

In the advertisement notice published in this newspaper on 22.10.2025 by my client, SHRI JOYANTA SEN (ALIAS SHRI JAYANTA SEN), please note that R.S. Dag No. 1690 should be read in place of R.S. Dag No. 3291. All other particulars remain unaltered. We regret the printing error.
Kaunish Ghosh (Advocate)

নাম-পদবী

গত ১৮/১১/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৫১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sandhya Malik ঘোষণা করিয়াছি যে, Sekh Nurel Islam মহাশয়ের সহিত বিবাহের পর নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া আমি সর্বত্র Rijiya Begam নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম। Rijiya Begam & Sandhya Malik, W/o. Sekh Nurel Islam, D/o. Sudip সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, **Moni Kumar Tamang** S/o Man Bahadur Tamang, resident at - EFR 1st Battalian, New Building, Block No- 4, Qtr No.- 7, Salua, P.O.- Salua, P.S.-KGP(L), Dist- Paschim Medinipur - 721145 shall hencefor th be known as **Mani Kumar Tamang** S/o Man Bahadur Tamang vide affidavit no.- 11120, Dated 09/09/2025 In the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Kharagpur. **Moni Kumar Tamang** and **Mani Kumar Tamang** is one & same identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Abdul Bari**, S/o **Late Madar Ali**, residing at Chalk Kanthalia Dakshin Para, P.O- Sewli Telinipara, P.S- Mohanpur, Pin- 700121, District- North 24 Parganas, do hereby declare that in some papers and documents including Bank account, Pension accounts etc wherein my name written as **"Abdul Barik"** in place of my actual name **"Abdul Bari"** and in my daughter NAZIRA KHATUN'S PAN card, Voter ID card and Aadhaar Card and her all educational documents and her service record wherein my name is written as **"ABDUL BARIK" "Abdul Barik"** and **"Abdul Barik"** both are the same and one identical person through Judicial Magistrate, 1st Class, at Barrackpore, North 24 Parganas, dt. 11.11.2025

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, কবিতা রহমান, স্বামী- আজিবর রহমান, সাং- ৮৬ কবি কিরনধর রোড, পোঃ- ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, গত ০৫/০৩/২০০৪ তারিখে শ্রীরামপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00265 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ... ইসলাম, সাং- ৮৬ কবি কিরনধর রোড ... I-3007/24 নং, I-3008/24 নং, I-3009/24 নং, I-3010/24 নং দলিল বলে ... [illegible] ... কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পূর্বস্থলী B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আমি মোক্তারের কর্ম হইবে।

NOTICE

"Notice is given to all that Sri Bama Prasanna Roy Chowdhury, Swapna Howladar, Ratna Ray, Krishna Halder, Rina Mukherjee, Jharna Roychowdhury, Sohan Roychowdhury, Basabi Roychowdhury and Smt. Sumita Mukherjee are the joint owners of land measuring 0.024 Acre equivalent to 2.4 Decimals together with two storied building, Mouza-Konnagar, J.L.No.7, R.S. Khatian No. 2281, L.R. Khatian no. 9689 under R.S. Dag No. 5186, L.R. Dag no. 9787, Holding No. 6, S.C. Mukherjee Street under P.S. Konnagar, Ward no. 1 within Konnagar Municipality, District Hooghly. The Deed being No. 3297 for the year 1947 is lost / misplaced from the present owners General Diary was lodged with Serampore Police Station, vide G.D.E. No. 1136 dated 15-11-2025. Any person having any objection/claim in the above property please contact the undersigned within 10 days strictly as advised. Biman Kumar Das & Associates,Advocates,12/2, Old Post Office Street,Kolkata-700001.
Ph.033-4003-8952,M:9830238836"

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭শে নভেম্বর, ১০ই অগ্রহায়ণ। বৃহস্পতি বার। সপ্তমী তিথি, জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু র ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হবে। প্রেমিকের বাড়ির সম্বন্ধের কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দুর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি ও বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ আদ্যাস্তোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা ভদ্রত। আনন্দ। বিদ্যাভ্যাও শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রদিন, শুভাশুভ মিশ্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য। কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

সুন্দরবনে শুরু হচ্ছে বাঘের নতুন সুমারি, পর্যটনে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুন্দরবন: সুন্দরবনের অরণ্যে রাজা বাঘের সঠিক উপস্থিতি নির্ণয়ে ফের শুরু হয়েছে নতুন করে গণনার প্রস্তুতি। এই উদ্দেশ্যে বনদপ্তর অত্যাধুনিক ইনফ্রা-রে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু করেছে, যার কারণে শীতের ব্যস্ত পর্যটন ঋতুতেই সাময়িকভাবে বন্ধ থাকছে অভয়ারণ্য। নভেম্বরের ৩০ তারিখ পর্যন্ত পর্যটকদের প্রবেশ সীমিত থাকবে; কারণ ততদিন চলবে ক্যামেরা স্থাপনের কাজ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের অধীন বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলে ঘন জঙ্গলের ভেতরে মোট ৩২০টি ইনফ্রা-রে ক্যামেরা স্থাপন করা হচ্ছে। এর মধ্যে মাতলা রেঞ্জে ৪০টি, রায়দিঘি রেঞ্জে ১৪০টি এবং রামগঙ্গা রেঞ্জে আরও ১৪০টি ক্যামেরা বসানো হবে। পৃথক চারটি বিশেষ দল ইতিমধ্যেই তিন রেঞ্জে কাজ শুরু করেছে। প্রায় ৪,১০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে ছড়ানো দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অংশে এই ক্যামেরাগুলির ফুটেজ থেকেই বাঘের অবস্থান, সংখ্যা এবং চলাচলের পথ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য মিলবে। ক্যামেরা বসানোর পর টানা ৪৫ দিন ধরে চলবে ভিডিও ধারণের প্রক্রিয়া। এরপর ক্যামেরা ফিরিয়ে এনে বিশেষজ্ঞরা প্রতিটি বাঘের গায়ের ডোরার অনন্য নকশা মিলিয়ে বাঘের হিসেব নির্ধারণ করবেন। শুধু সংখ্যা যাচাই নয়; এবারের সুমারিতে বাঘের আচরণ, শিকার ধরার কৌশল, শাবকদের প্রতিপালনসহ নানা দিকের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো বাঘেদের খাদ্য সরবরাহ পর্যাপ্ত আছে কি না, তাও বিশ্লেষণ করা হবে। হরিণ, বুনো শুকর-সহ তৃণভোজীদের উপস্থিতি-সংক্রান্ত তথ্যও এই ক্যামেরাগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে। পুরো প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে বন দপ্তর একটি বিশেষ অ্যাপও ব্যবহার করছে। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বনে বাঘের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত রয়েছে কি না, তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই তথ্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নির্ধারণে সাহায্য করবে। একই সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা আঞ্চলিক বন বিভাগ এবং সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প উভয়েই যৌথভাবে এই সুমারি পরিচালনা করছে।

এই অভিযানের জন্য প্রায় আড়াইশো বনকর্মীকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। বনকর্তার মতে, আগের সুমারিতে বাঘের শিকার ধরার মুহূর্ত, চলাফেরা, মা-বাঘের সঙ্গে শাবকের আচরণ অনেক মূল্যবান তথ্য ধরা পড়েছিল। আশা করা হচ্ছে, এবারের ফুটেজও নতুন বহু তথ্য যোগ করবে গবেষণায়। দুই বছর আগে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ছিল ৯৬; বন দপ্তর মনে করছে, বর্তমানে এই বাদাবনে বাঘের সংখ্যা ১০০-এর বেশি। এই সুমারি সুন্দরবনের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নির্ধারণ; দু'দিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

রাজভবনের চিঠি ঘিরে বিতর্ক, প্রয়াত বিধায়কের দীর্ঘায়ু কামনা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত বিধায়কের দীর্ঘায়ু কামনা করে চিঠি; রাজভবনের সেই 'ভুল'-কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কার্যকালের তিন বছর পূর্তি ও চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে যে শুভেচ্ছাপত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং সকল বিধায়কদের পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যেই ছিল দুটি বিতর্কিত চিঠি। একটি পাঠানো হয় তেহট্টের প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার নামে, যিনি চলতি বছরের ১৫ মে প্রয়াত হয়েছেন। অন্যটি যায় সদ্য আদালতের রায়ে বিধায়ক পদ খারিজ হওয়া মুকুল রায়ের ঠিকানায়। দু'জনেরই বর্তমান অবস্থান বিধানসভার রেকর্ডে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও রাজভবনের তরফে কী ভাবে এমন ভুল হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সচিবালয়ে। বিধানসভার একাংশের বক্তব্য, রাজভবন ও বিধানসভার মধ্যে নিয়মিত সাংবিধানিক যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও এই ত্রুটি অত্যন্ত অনভিপ্রেত।

তৃণমূলেরও প্রশ্ন, দেশের প্রাক্তন রেলমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মুকুল রায়ের বর্তমান অবস্থান কি সত্যিই অজানা ছিল রাজভবনের কাছে? তিনি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি; এ খবর কারও অজানা নয়। অন্যদিকে তাপস সাহার মৃত্যু নিয়ে শোকসভা পর্যন্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সেই নামেই যখন চিঠি যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

বিতর্ক বাড়তেই রাজ্যপালের ওএসডি সন্দীপ রাজপুত জানিয়েছেন, এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল। কেউ চাইছে রাজ্যপালের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে। আগেও এমন ঘটেছে। চিফ অফ স্টাফ এস কে পট্টনায়েকের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। দায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

সংবিধান দিবসে রাজনৈতিক মোকাবিলা; তৃণমূল, বিজেপির পাল্টাপাল্টি অভিযোগে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সংবিধান দিবসে দেশের গণতান্ত্রিক চেতনা ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ স্মরণ করেই যেখানে রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য প্রত্যাশিত, ঠিক সেখানেই পশ্চিমবঙ্গে দিনটি পরিণত হল তৃণমূল ও বিজেপির তীব্র বাকযুদ্ধে। রবিবার দুই পক্ষই সংবিধান দিবসকে কেন্দ্র করে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলে।

সংবিধান দিবস উপলক্ষে করা এক বিবৃতিতে তৃণমূল কংগ্রেস সংবিধান-প্রণেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখে, আজকের দিনে আমরা তাঁদের প্রতি নতমস্তক, যাঁরা ভারতের নৈতিক দিশা ও গণতান্ত্রিক আত্মা নির্মাণ করেছিলেন। তবে বার্তায় রাজনৈতিক তাৎপর্যও স্পষ্ট। দলের বক্তব্য, ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে মূল্যবোধ সংবিধান আমাদের দিয়েছে, তা রক্ষা করাই আজ আমাদের প্রধান দায়িত্ব। ভয় বা পক্ষপাত এড়িয়ে নাগরিকের অধিকার রক্ষাই আমাদের সংকল্প। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তৃণমূলের এই বার্তা বিজেপির বিরুদ্ধে পরোক্ষ আক্রমণ, যেখানে দলটি রাজ্যে সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষার প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে চেয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ, রাজ্যে গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার নীরবতার রাজনীতি চাপিয়ে দিচ্ছে। বিজেপির বক্তব্যে উঠে আসে একাধিক পুরনো ঘটনার উল্লেখ, কামদুনি ধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদ হোক, বেলপাহাড়ির চাষি শিলাদিত্যর ক্ষোভ হোক, খিদিরপুরের আগুনে সর্বস্বান্ত ব্যবসায়ীরা হোক কিংবা বারাসাত মেডিক্যাল কলেজে মৃতদেহের চোখ চুরির মতো ভয়াবহ ঘটনা; মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সব কিছুর একটাই ওষুধ নীরবতা।

দলের অভিযোগ, এ রাজ্যে যেন সবাইকে বলা হয়; কথা বোলো না, প্রশ্ন কোরো না। কারণ গণতন্ত্র নাকি চলছে! তাই চুপ করে থাকাই পরামর্শ। বিজেপি আরও দাবি করেছে, সংবিধান দিবসের প্রাক্কালে রাজ্যের মানুষকে অঙ্গীকার করতে হবে, বাংলায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে। একদিকে তৃণমূল যেখানে সংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে, অন্যদিকে বিজেপি সেই সংবিধানই রক্ষার নামে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছে। এই পাল্টাপাল্টি বার্তা রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। সংবিধান দিবস; যা মূলত সমতা, ন্যায় ও গণতন্ত্র রক্ষার প্রতীক; সেই দিনেই দুই প্রধান রাজনৈতিক দল পরস্পরকে নিশানা করায় বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে।

সংবিধান দিবস পালন করল কলকাতা মেট্রো রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা সংবিধান দিবস উপলক্ষে বুধবার মেট্রো রেল বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপন করল। প্রতি বছর ২৬ নভেম্বর 'সংবিধান দিবস' হিসেবে পালিত হয়। ১৯৪৯ সালের এই দিনে গণপরিষদ ভারতের সংবিধান গ্রহণ

করে, যা ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে কার্যকর হয়।

দিনটি উপলক্ষে মেট্রো রেল ভবনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। সেখানে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার সুব্রাংশু এস. মিশ্র ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন। পরে উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মীরা তাঁকে অনুসরণ করে সমস্বরে প্রস্তাবনা পুনরাবৃত্তি করেন। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সংবিধানের মূল আদর্শ; ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ;সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এই কর্মসূচি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে আজ নবান্নে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরে প্রশাসনিক প্রস্তুতি পর্যালোচনায় বৃহস্পতিবার নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব ছাড়াও একাধিক দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকেরা বৈঠকে যোগ দেবেন। আগামী ৬ ও ৭ জানুয়ারি শুরু হতে চলা মেলাকে সফল করতে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

প্রতি বছর ডিসেম্বরের শেষ বা জানুয়ারির শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি পর্যালোচনায় যান। এ বছর তাঁর উপস্থিতিতেই গঙ্গাসাগর সেতুর নির্মাণকাজ শুরুর দিন ঘোষণা হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলের অনুমান। তার আগে অর্থদপ্তরের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রও সম্পন্ন করা হবে বলেই খবর।

এক রাজ্য আধিকারিক জানান, প্রস্তাবিত সেতুটি হবে চার কিলোমিটার দীর্ঘ 'ওভারডোজড কেবল স্টেইড' কাঠামো, যা দাঁড়াবে ২১টি পিলারের উপর; এর মধ্যে ১৯টি নির্মিত হবে মুড়িগঙ্গার উপর। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞদের মতে, এশিয়ায় এই ধরনের স্থাপত্য এক

নজির তৈরি করবে। সেতু তৈরি হলে সাগরদ্বীপে পৌঁছতে আর স্টিমার বা ভেসেলের উপর নির্ভর করতে হবে না। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সরাসরি সড়ক সংযোগ তৈরি হবে, গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে সাগরদ্বীপে। প্রতি বছর গঙ্গাসাগর মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে আসা লক্ষাধিক পুণ্যার্থী এর সুবিধা পাবেন। নির্মাণ শেষ হতে সময় লাগবে অন্তত চার বছর। যাতায়াতের সুবিধার পাশাপাশি স্থানীয় উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা এলাকার মানুষের।

বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নয়ন করতে ৪টি রপ্তানি হাব গড়ার ভাবনা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৈদেশিক বাণিজ্যে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার শীঘ্রই চারটি রপ্তানি হাব গড়ে তুলতে চলেছে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গে একটি হাব তৈরি করা হবে। যা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর-সহ মোট ছয়টি জেলা নিয়ে গঠন করা হবে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের কৃষিজ পণ্য, হস্তশিল্প, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগগুলির রপ্তানি সম্ভাবনা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি রায়গঞ্জে এই প্রকল্পের প্রথম পর্যালোচনা বৈঠক হয়। সেখানে রপ্তানি ব্যবসায় যুক্ত বিভিন্ন ব্যবসায়ী, পাশাপাশি যাঁরা এই খাতে নতুন করে যুক্ত হতে চান এমন উৎপাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন সরকারি আধিকারিকরা। উত্তরবঙ্গের কোন কোন পণ্য আরও বড় বাজার পেতে পারে, কীভাবে রপ্তানির প্রক্রিয়া সহজ করা যায় এবং পরিবহণের সুযোগ বাড়ানো যায়; এসব বিষয় নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। রপ্তানি বাড়াতে কী ধরনের পরিকাঠামো, সহায়তা ও নীতি প্রয়োজন, সে বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে একাধিক প্রস্তাব জমা পড়ে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখে দ্রুতই উত্তরবঙ্গ রপ্তানি হাবের পরিকাঠামো ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে।

গণবিজ্ঞপ্তি

জানানো জানাইতেছে যে, আমার মক্কেল দ্বয় **১) শ্রী চরণ কমল সিং ওবেরায় এবং ২) শ্রী বলপ্রীত সিং ওবেরায়,** উভয়ের পিতা - স্বর্গীয় মনজিৎ সিং ওবেরায়, উভয়ের সাকিন - ৩/৪, কাশীনাথ চ্যাটার্জ্জী লেন, থানা - শিবপুর, জেলা - হাওড়া এবং পিন কোড - ৭১১১০২ নিবাসী নিম্নের তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত স্বসাজ সম্পত্তি শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাস, পিতা - স্বর্গীয় প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস, সাকিন- ০৭, নন্দলাল মুখার্জ্জী লেন, থানা - চ্যাটার্জ্জীহাট (সাবেক থানা - শিবপুর), জেলা - হাওড়া এবং পিন কোড - ৭১১১০৪, নিবাসীর নিকট হইতে খরিদ করিবার মনস্থ করিয়াছেন। উক্ত শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাস মহাশয় নিম্নের তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত স্বসাজ সম্পত্তি তাহার পিতার এবং মাতার ওয়ারিশ সূত্রে এবং একটি দানপত্র দলিল মূলে নিম্নের তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত স্বসাজ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ষোল আনা মালিক হইয়া অন্যের বিনা বাধায়, বিনাপত্তিতে এজমালিতে নিব্যূঢ় স্বত্বে খাসে ভোগবান, স্বত্ববান, দখলীকার রহিয়াছেন।

নিম্নের তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত স্বসাজ সম্পত্তি লইয়া কাহারো কোনো আপত্তি, দাবি, স্বার্থ, বিবাদ থাকিলে তাহা হইলে তিনি তাহার বা তাহারা তাহাদের আপত্তি/দাবি/বিবাদের বিশদ উল্লিখিত প্রমাণক কাগজপত্রাদি সহ প্রকাশনার তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের অন্দরে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন, উল্লিখিত ১৫ (পনেরো) দিন অতিক্রান্ত হইবার পরেই আমার মক্কেল নিম্নের তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত স্বসাজ সম্পত্তি খরিদ করিবার জন্য খরিদ কৃত দলিলাদির সম্পাদন সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইবেন উপরের উল্লিখিত মালিকের সহিত, যেহেতু উল্লিখিত ১৫ (পনেরো) দিনের অন্দরে তৃতীয় কোন ব্যক্তির কোন দাবী/আপত্তি/বিবাদ না থাকার কারণে নিম্নের তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত স্বসাজ সম্পত্তির বিষয়ে পরবর্তীকালে আর কাহারো কোন দাবী/আপত্তি/বিবাদ গ্রাহ্য করা হইবে না এবং এক্ষেত্রে ঐ তৃতীয় ব্যক্তি কোন প্রকার আইনের আশ্রয় লইতে পারিব না এবং তাহা সর্ব্ব আদালতে সর্ব্বতো ভাবে বাতিল এবং না মঞ্জুর হইবে।

তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত সম্পত্তির পরিচয়

হাওড়া জেলার অন্তর্গত, বর্তমানে চ্যাটার্জ্জীহাট থানার অধীন (সাবেক শিবপুর থানার অধীন), হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশানের ৪২ নং ওয়ার্ডের অধীন, বর্তমানে ০৭ নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন (সাবেক ০৭, কাজী বাগান লেন এবং পরবর্তীকালে সাবেক ০৭, নন্দলাল মুখার্জ্জী লেন) হোল্ডিং ভুক্ত, শিবপুর মৌজার অধীন ৪২ নং শীটের অন্তর্গত, সেটেলমেন্টের এল. আর. ১ নং জে এল ভূক্ত, সেটেলমেন্টের এল. আর. ২৬৩, ২৬৭ এবং ২৮৭ নং খতিয়ানে লিপিবদ্ধ সেটেলমেন্টের আর. এস ১৬২ নং দাগ হইতে আগত সেটেলমেন্টের এল আর ২০৬ নং দাগের মোট সম্পত্তি সহ উক্ত শিবপুর মৌজার অধীন ৫৫ নং শীটের অন্তর্গত, সেটেলমেন্টের এল. আর. ১ নং জে এল ভূক্ত, সেটেলমেন্টের এল. আর. ৮২৬ নং খতিয়ানে লিপিবদ্ধ সেটেলমেন্টের আর. এস ২৮৫ নং দাগ হইতে আগত সেটেলমেন্টের এল আর ২১২ নং দাগের মোট সম্পত্তি এক্ষুণে একবন্দে কমবেশী ০৪ (চার) কাঠা ০৬ (ছয়) ছটাক বাস্তু জমি এবং তদুপরিস্থিত দ্বিতল পাকা গৃহাদির অন্দরে ভূতলে অর্থাৎ গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি শয়ন কক্ষ, একটি ড্রয়িং কক্ষ, একটি ডাইনিং স্পেশ, একটি রন্ধন কক্ষ একটি স্টোর রুম, একটি বারান্দা, একটি বাথরুম এবং পায়খানা, ভূতল অর্থাৎ গ্রাউন্ড ফ্লোর হইতে একতল অর্থাৎ ফার্স্ট ফ্লোরে উঠিবার সিঁড়ি সহ গাড়ি গ্যারেজ পরিমাপে ১৩৯৫ বর্গফুট এরিয়া সহ একতল অর্থাৎ ফাস্ট ফ্লোরে একটি শয়ন কক্ষ, একটি ড্রয়িং কক্ষ, একটি ডাইনিং স্পেশ, একটি রন্ধন কক্ষ একটি স্টোর রুম, একটি বারান্দা, একটি বাথরুম এবং পায়খানা, একতল অর্থাৎ ফার্স্ট ফ্লোর হইতে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি পরিমাপে ১২০০ বর্গফুট এরিয়া সহ সম্পত্তি সংলগ্ন উত্তর দিকে ১৪ (চৌদ্দ) ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ সহ পূর্বদিকে ০৬ (ছয়) ফুট চওড়া কমন প্যাসেজের উপর দিয়া সর্ব্ব প্রকারের যাতায়াতের এবং ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার সহ উক্ত কমন প্যাসেজের তলদেশ দিয়াও সর্ব্ব প্রকারের ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ স্বসাজ সম্পত্তি বিক্রি কৃত সম্পত্তি হইতেছে। **মোট সম্পত্তির চৌহদ্দী :** উত্তর দিকে - ১৪ (চৌদ্দ) ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; দক্ষিণ দিকে - স্বর্গীয় হাবুল চন্দ্র দাসের সম্পত্তি; পূর্ব দিকে - পূর্বদিকে ০৬ (ছয়) ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; পশ্চিম দিকে - স্বর্গীয় তারপদ ঘোষের সম্পত্তি।

স্বা/-
সৌম্যজিৎ মেউর, আইনজীবী
হাওড়া জজ কোর্ট
ভ্রাম্যভাষ নং - ৭৯৮০৫৬৪২৪৮, ৮০১৭১৫১২৬৫

রাজ্যজুড়ে বাড়ছে শীতের দাপট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে শীতের দাপট বাড়ছে ধীরে ধীরে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এখনও বিশেষ কোনও নতুন আবহাওয়া ব্যবস্থা তৈরি না হলেও, কার্যত শুষ্ক আবহাওয়ার প্রভাবেই রাতের দিকে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাচ্ছে। তবে আগামী দু'দিন দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। শুক্রবার থেকে রাতের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই শুষ্ক পরিবেশ বজায় থাকবে এবং বেশ কয়েকটি জেলায় তাপমাত্রা নেমে যাচ্ছে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই নিচে। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে কোথাও ঝড়-বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও পরবর্তী তিন-চার দিনে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে।

অন্যদিকে মালাক্কা প্রণালীতে তৈরি নিম্নচাপ এখন গভীর নিম্নচাপে পরিণত। এটি ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। বুধবার সিস্টেমটি দক্ষিণ আন্দামান সাগরে অতি গভীর নিম্নচাপে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা। গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে পশ্চিম ও

উত্তর পশ্চিম দিকে সরে আরও শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে এই সিস্টেম ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন।

অন্যদিকে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং শ্রীলঙ্কা উপকূলে নতুন করে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। এটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হতে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে। এই সিস্টেম ও শক্তিশালী হওয়া সম্ভাবনা। ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে তার নাম হবে 'সেনিয়ার'। এর নাম দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। যার অর্থ সিংহ। এটি ক্রমশ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে অভিমুখ। নভেম্বর মাসের শেষে অথবা ডিসেম্বরের শুরুতে বিশাখাপত্তনমের কাছাকাছি ল্যান্ডফল হওয়ার সম্ভাবনা।

তবে এদিকে দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে বীরভূমে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা মরসুমের অন্যতম কম তাপমাত্রা। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাতেও শীতের আমেজ স্পষ্ট। আর কলকাতার বর্তমান সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৬ ডিগ্রি, যেখানে এই সময় সাধারণত ১৮ ডিগ্রির আশপাশে থাকার কথা। অর্থাৎ, শহরেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা কম। পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে ১২ ডিগ্রির কাছাকাছি, আর পুরুলিয়ায় তা রয়েছে ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে। ফলে কলকাতার তুলনায় পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা প্রায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি কম অনুভূত হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তন হবে না।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

কলকাতায় কমিশনের ৩ কর্মকর্তা

■ পশ্চিমবঙ্গজুড়ে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর কার্যক্রম চলাকালীন আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এনুমারেশন ফর্ম জমা নেওয়া হবে। সেই সময়সীমা ঘনিয়ে আসার আগে রাজ্যের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে দিল্লি থেকে তিনজন কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাকে কলকাতায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। তাঁরা এসআইআর সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরেই দায়িত্ব পালন করবেন। এই তিন আধিকারিক প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বিসি পাত্র, সেক্রেটারি সৌমজিৎ ঘোষ এবং আন্ডার সেক্রেটারি বৈভব আগরওয়াল; নির্বাচন সদনের বিভিন্ন শাখায় পূর্বে দায়িত্বে ছিলেন। এখন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের সিইও মনোজ আগরওয়ালের অধীনেই সংশোধনমূলক সমস্ত কাজে নজরদারি চালাবেন।

ইতিমধ্যেই এসআইআর ঘিরে নানা সমালোচনা ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অতিরিক্ত কাজের চাপের অভিযোগ এনে রাজ্যের একাংশ বিএলও কয়েকদিন ধরে সিইও দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে বসেন। দপ্তরের ভিতরেও কিছু কর্মী অবস্থান করলেও মঙ্গলবার সিইও-র সঙ্গে আলোচনার পর তাঁরা বাইরে বেরিয়ে আসেন। পরিস্থিতি নিয়ে পূর্বেই উদ্বেগ জানিয়ে ছিল নির্বাচন কমিশন। এসবের মধ্যেই প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের রাজ্যে পাঠানোকে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে।

বয়সসীমায় ছাড়ে ‘না’

■ ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সসীমায় ছাড় দিয়ে ২০২৫ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে ‘না’ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণরা বয়সে ছাড় চেয়ে নতুন নিয়োগে অংশ নিতে চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন জানায়। আদালত সূত্রে খবর, আবেদনকারীদের আইনজীবীর যুক্তি ছিল, ২০১৭ সালে আদালত এই ধরনের একটি মামলায় ২০১৭ সালের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছিল। প্রাথমিক বোর্ডের যুক্তি, ২০১৬ সালের রুল চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। ওই রুলে কোনও ভাবেই হস্তক্ষেপ করা যায় না। এই মামলায় বিচারপতি বসু পর্যবেক্ষণ, তৎকালীন একক বেঞ্চে পর্ষদের যুক্তি আলাদা ছিল। এই সকল আবেদনকারীরা ২০২২ সালের শেষ দিকে টেট পাশ করেছেন। তবে প্রাথমিকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি না হওয়ার জন্য অনেকেরই বয়সসীমা পেরিয়ে গিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ১৩ হাজারের বেশি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। কিন্তু অনেকদিন কেটে গিয়েছে। এরপরও নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু না হওয়ার কারণে জটিলতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এরপরই পর্ষদের তরফ থেকে জানানো হয়, চলতি মাসে সেই নিয়োগ হবে বলেও। তবে বয়সের ছাড় না থাকায় কোর্টের দ্বারস্থ হন চাকরিপ্রার্থীরা। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু সেই মামলাই নাকচ করেন।

বাসের চাকায় পিষ্ট মা

■ মাস দুয়েক ধরে বাড়ি ফিরছিলেন না ছেলে। তাই বৃদ্ধ দম্পতি তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্রে এসেছিলেন ছেলের খোঁজে। পথেই বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মায়ের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আরতি দাস। বুধবার অফিস টাইমে কলেজ মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২১৫ নম্বর রুটের একটি বাস হাওড়া থেকে মহিষবাথানের দিকে যাচ্ছিল। সে সময়ে সেক্টর ফাইভের কলেজ মোড়ের সামনে বামদিকে মোড় নেওয়ার সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধাকে ধাক্কা মারে। আরতিদেবী সে সময়ে রাস্তা পার হওয়ার জন্য সাইডে দাঁড়িয়েছিলেন। পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর স্বামী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় একগুচ্ছ অনিয়মের অভিযোগ বিজেপির

দিল্লিতে স্মারকলিপি পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অনিয়ম, প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং প্রশাসনিক ঘাটতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে বিস্তারিত অভিযোগ ও সুপারিশ জমা দিল বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল। স্মারকলিপিতে দল দাবি করেছে, মৃত ভোটার, অনুপ্রবেশকারী, স্থানান্তরিত ও ডুপ্লিকেট এন্ট্রি, এসব সমস্যা সমাধান না হলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। বিজেপির অভিযোগ, মতুয়া সম্প্রদায়-সহ অনুরূপ হিন্দু উদ্বাস্তু গোষ্ঠীর মধ্যে নথি যাচাই ও নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা বাড়ছে। দলটি জানিয়েছে, পর্যাপ্ত যোগাযোগ না থাকায় অসন্তোষ বাড়ছে এবং প্রশাসনিক সহযোগিতা না পেলে হতাশা আরও গভীর হবে। তাই টার্গেটেড কমিউনিকেশন, সচেতনতা প্রচার এবং বিশেষ প্রশাসনিক সাপোর্ট জরুরি বলে জানিয়েছে তাঁরা। সার্ভার ক্র্যাশ ও ডাটা আপলোডের বিলম্বে মন্থর হচ্ছে এসআইআর প্রক্রিয়া। রাজ্যের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা নিয়মিত জানাচ্ছেন, সকাল ৯-১০টার পর থেকেই সার্ভার ধীর হয়ে যায়; ফলে ফর্ম আপলোড, যাচাই ও ডিজিটাল প্রসেসিং বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিজেপি বলেছে, এটি পুরো এসআইআর কর্মপ্রবাহ ব্যাহত করছে এবং সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব ঘটাচ্ছে। তাই সার্ভার অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ লোডবহন ক্ষমতা নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছে দলটি। বিজেপির দাবি, ২০০২-২০২৫ সময়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮৮ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্কের মৃত্যু হওয়ার পরও তাদের বড় অংশ এখনও ভোটার তালিকায় রয়ে গিয়েছে। জন্ম-মৃত্যু তথ্য পোর্টালের সঙ্গে ভোটার ডেটাবেস যুক্ত করে এআই ভিত্তিক মিলিয়ে দেখলে এই সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব; তবে চিহ্নিত নামগুলিকে পরে মাঠপর্যায়ের যাচাইয়ের আওতায় আনতে হবে। আধার ডেটা ব্যবহার করলে বহু ডুপ্লিকেট, স্থানান্তরিত বা মৃত ভোটারকে শনাক্ত করা সম্ভব বলে দাবি বিজেপির। বিশেষত অন্য রাজ্যে বসবাসকারী অন্তত ২২.৪০ লক্ষ ভোটারের বিষয়ে দ্রুত যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তার কথাও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুপ্রবেশকারী ও জাল নথি ইস্যুতে কঠোরতা দাবি করা হয় ওই স্মারকলিপিতে।

‘ভাড়াটে বাবা-মা’ ধরনের জাল লিঙ্কেজের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। মাঠপর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে বিজেপির দাবি, ভোটার তালিকায় অনিয়ম ঢাকতে মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের বাবা-মা বা আত্মীয় হিসেবে দেখিয়ে নতুন নাম যুক্ত করার চেষ্টা চলছে; যা একটি সংগঠিত জাল নেটওয়ার্কের ইঙ্গিত দেয়। এসআইআর প্রক্রিয়ার মূল দায়িত্বে থাকা বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) ওপর রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে এবং ১৮,০০০ টাকার সম্মানী বকেয়া পড়ে রয়েছে এমন অভিযোগও স্মারকলিপিতে জানানো হয়। বিজেপির মতে, পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে সিইও দপ্তর রাজ্যের গৃহদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে; যা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলে। তাই দ্রুত প্রশাসনিক স্বাধীনতা ও স্বাধীন ইলেক্টোরাল রোল অবজারভার নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

সংবিধান দিবসে নির্বাচন কমিশনের নিরাপত্তা নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সংবিধান দিবসেই পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার তিনি অভিযোগ করেন, বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া ঘিরে সিইও দপ্তরে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, তা গণতন্ত্রের প্রতি চরম অবমাননা এবং সংবিধানের অপমান। ঘটনার সূত্রপাত সোমবার। সেদিন সিইও দপ্তরে বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে বিশৃঙ্খলা ছড়ায়। শুভেন্দুর অভিযোগ, তৃণমূল-সমর্থিত একদল ব্যক্তি অফিসে ঢুকে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে এবং কর্মীদের কাজে বাধা দেয়। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন কলকাতা পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি পাঠাতে বাধ্য হয়।

এই ঘটনাকেই নিশানা করে শুভেন্দুর কটাক্ষ,সংবিধান দিবসে যখন আমরা গণতন্ত্রের আত্মাকে রক্ষার শপথ নিই, ঠিক তখনই পশ্চিমবঙ্গে সংবিধানের ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত নেমে এল। নির্বাচন কমিশন, যারা দেশের ভোট পরিচালনার সর্বোচ্চ রক্ষক; তারাই আজ নিরাপত্তার জন্য আবেদন করছে! এই চিত্র অত্যন্ত লজ্জাজনক।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কার্যত অচল, কারণ প্রশাসন শাসক দলের রাজনৈতিক চাপে পঙ্গু হয়ে গেছে। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুন্ডারা সিইও অফিসে ঢুকে বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে। আর রাজ্য সরকার তা ঠেকাতে ব্যর্থ। নির্বাচন কমিশনের মতো সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তাই যদি নিশ্চিত না হয়, তাহলে সাধারণ ভোটারের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত হবে?

তিনি মনে করিয়ে দেন, সংবিধানের ৩২৪ থেকে ৩২৯ অনুচ্ছেদ নির্বাচন কমিশনকে ভোটের স্বাধীনতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই সংবিধানিক কর্তৃত্বই আজ প্রশ্নের মুখে; এমনটাই দাবি তাঁর। সংবিধান দিবসে এমন পরিস্থিতি তৈরির প্রতীকী গুরুত্বও তুলে ধরেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, এটা শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়। এটি মুক্ত ও নির্ভীক নির্বাচনের ধারনার ওপর আঘাত।

রাজ্য সরকার এই অভিযোগ সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। নির্বাচন কমিশন পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেয়, সেদিকে এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংক কবজা করতে বাবরি মসজিদ তৈরি করা হচ্ছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ঘোষণা করেছেন, আগামী ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। আর মসজিদ তৈরির কাজ সম্পন্ন হতে তিন বছর সময় লাগবে। বুধবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোকে তীব্র নিশানা করেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংক কব্জায় রাখতে মমতা ব্যানার্জি এসব খেলা খেলছেন। তাঁর কথায়, মসজিদ তৈরি করাটা অন্যায় নয়। কিন্তু মোঘল আমলে যিনি ভারতবর্ষকে লুঠ করেছিলেন। যিনি রামমন্দির ভেঙে মসজিদ করেছিলেন। দেশের কোথাও তাঁর নামাঙ্কিত মসজিদ তৈরি করা যাবে না। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতার দাবি, আসলে মমতা ব্যানার্জি ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করছেন। বাবরি নামে মসজিদ গড়া মানে হিন্দুদের ওপর আঘাত হানা। তাঁর হুঁশিয়ারি, সনাতনীরা যেভাবে বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, তেমনি এই মসজিদও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে তুলোধনা করে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, বাবর ছিলেন একজন ডাকাত এবং লুটেরা। ওনার নামে দেশে মসজিদ তৈরি করা যায় নাকি। ওদের কোনও ধর্মগুরুর নামে মসজিদ গড়া হোক। তাঁর বক্তব্য, আগামীদিনে ভারত হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে দেশের কোথাও বাবরের চিহ্ন থাকবে না। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদের অভিযোগ, মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় বাংলায় দেশবিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে। মমতা ব্যানার্জির ইশারায় মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ করা হচ্ছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, মসজিদের শিলান্যাস হবে। কিন্তু দেশের সনাতনীরা বাবরের নামাঙ্কিত মসজিদের অস্তিত্ব রাখতে দেবে না। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বনগাঁর জনসভা থেকে একযোগে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে বিঁধেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আশঙ্কা, এ-আইকে হাতিয়ার করে কারচুপি করবে কমিশন। বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বাংলায় গণতন্ত্র বিপন্ন। বাংলায় পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট লুঠ হয়। আর এই গণতন্ত্র হত্যার অন্যতম কাণ্ডারী তো মমতা ব্যানার্জি। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, বাংলাকে উনি যে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। সেখান থেকে বাংলায় সুদিন ফেরাতে তৃণমূল সরকারকে বিদায় করতেই হবে। প্রসঙ্গত, বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে মৃত যুবকের চোখ উধাও হওয়ার ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সামাজিক মাধ্যমে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং লিখেছেন, ‘কয়লা-বালি-গরু নয়, এবার মৃতদেহের চোখ চুরি! মমতা সরকারের চরম ব্যর্থতা! কয়লা চুরি, বালি চুরি, গরু চুরি করেও সন্তুষ্ট নয় মমতা সরকার। এবার চুরি করল বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে মৃতদেহের চোখ! এর চেয়ে বড় লজ্জা ও ব্যর্থতা আর কী হতে পারে? এমনই প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন সাংসদ। সামাজিক পোস্টে তাঁর সংযোজন, ‘জনগণ বাধ্য হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আটকে প্রতিবাদ জানাতে। বিচার চাওয়ার জন্য কনভয় থামানোর এই দৃশ্যই প্রমাণ করে, এই রাজ্যে ন্যায় পাওয়ার পথ কতটা কঠিন।’ এপ্রসঙ্গে অর্জুন সিং সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, আরজি কর হাসপাতালে চুরির প্রতিবাদ করতে গিয়েই অভয়াকে খুন হতে হল। অভয়া জানতে পেরেছিল, আরজি কর দুর্নীতির আঁতুর ঘর হয়ে উঠেছে। তাঁর অভিযোগ, বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে মৃতদেহের চোখ চুরি করে বিক্রি করা হয়েছে।

এক লক্ষ ডবল এন্ট্রি!

বাংলার এসআইআর প্রক্রিয়ায় কমিশনের কড়া নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে ফের আরও কঠোর অবস্থান নিল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। কলকাতা জুড়ে প্রায় এক লক্ষ ডবল এন্ট্রি ধরা পড়তেই নড়েচড়ে বসল কমিশন। এই বিশাল সংখ্যক পুনরাবৃত্ত নামের কারণে ভোটার তালিকার সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, আর তাই পুরো এসআইআর প্রক্রিয়া এবার কমিশনের সরাসরি নজরদারির অধীনেই শেষ করতে চাইছে কমিশন।

ডবল এন্ট্রির পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপুল সংখ্যক অসংগৃহীত বা ‘আনকালেক্টেবল’ ফর্ম। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই প্রায় ২০ লক্ষ ফর্ম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ফর্ম পাওয়া না গেলে ভোটারের ঠিকানা, তথ্য বা উপস্থিতির সত্যতা যাচাই করা যায় না; এটাই এখন রাজ্যের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির একটি। এসআইআর শেষ হওয়ার আগে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ, যাচাই, মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ, খসড়া তালিকা প্রকাশ; প্রতিটি ধাপেই ইতিমধ্যেই কমিশন বেশ কয়েকবার নির্দেশিকা বদল করেছে, সতর্কতা জারি করেছে। রাজ্যের পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান জটিলতায় এবার তারা চায়, শেষ পর্যন্ত পুরো সংশোধন প্রক্রিয়া তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলুক, যাতে কোনও অনিয়মের জায়গা না থাকে। ডবল এন্ট্রির বিপুল সংখ্যা এবং অসংগৃহীত ফর্ম; দুটো মিলে বাংলার ভোটার তালিকা সংশোধন এখন চরম নজরদারির পর্যায়ে পৌঁছেছে।

হাজিরা এড়িয়ে বিতর্কে পার্থ, জামিন বাতিলের হুঁশিয়ারি বিচারকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিনে মুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল ব্যাংকশাল আদালতে। কিন্তু তিনি আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় বিচারক শুভেন্দু সাহা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিচারকের প্রশ্ন, চিকিৎসক তাঁকে বেড রেস্টের পরামর্শ দেননি, তবুও কেন গরহাজির রইলেন তিনি। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, পার্থর আইনজীবীরা অসুস্থতার কারণ দেখালেও বিচারক স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কনফার্ম করা জামিনও তিনি বাতিল করতে পারেন। আইনজীবীরা আদালতে আশ্বাস দেন, পরবর্তী তারিখে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সশরীরে হাজিরা দেবেন। বুধবার ব্যাংকশাল আদালতে হাজিরা না দেওয়ায় বিচারক শুভেন্দু সাহা স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন, উচ্চ আদালত থেকে পাওয়া জামিন নিম্ন আদালতে কনফার্ম করতে হয়, আর সেই প্রক্রিয়ায় হাজিরা দেওয়া বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ, জামিন মানে নিছক মুক্তি নয়, বরং আদালতের শর্ত মেনে চলার প্রতিশ্রুতি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবীরা অসুস্থতার কারণ দেখালেও বিচারক প্রশ্ন তোলেন, চিকিৎসক তো তাঁকে বেড রেস্টের পরামর্শ দেননি। এই অবস্থান আদালতের বার্তা স্পষ্ট করে; জামিনের সুযোগকে অবহেলা করলে তা বাতিল হতে পারে। সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় হাজিরা না দেওয়ায় বিচারকের মন্তব্য, ‘পচা শামুকে পা কাটবেন না।’

প্রসঙ্গত, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা চলছিল। নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত তাঁকে জামিন দিয়েছিল। প্রাথমিক নিয়োগ মামলায়ও হাইকোর্ট জামিন মঞ্জুর করে। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জামিন দিয়েছে ইডির মামলায়। তবে শর্ত দেওয়া হয়েছে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিম্ন আদালতকে অভিযোগ গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, জামিনের সঙ্গে একাধিক শর্ত মানতে হবে তাঁকে। এদিকে এর পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, ডিসেম্বরের শেষের মধ্যে নিম্ন আদালতকে অভিযোগ গঠনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ আগামী কয়েক সপ্তাহ মামলার গতিপথ নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২২ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার নাকতলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ইডি অভিযান চালায়। একই দিনে তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের টালিগঞ্জ ও বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটে তল্লাশি হয়। বিপুল অর্থ উদ্ধার হয় এবং দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর দু’জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়।

বন্দুকবাজি... ময়দানে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

কলকাতা বিমানবন্দরে যাত্রী হেনস্তার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক মহিলা যাত্রীকে হেনস্তার অভিযোগ। দিল্লির বাসিন্দা অমৃতা সিং জানান, একটি বেসরকারি বিমান সংস্থার কর্মীরা তাঁকে বিমানে উঠতে দেননি এবং অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হয়েছে ওই বেসরকারি বিমান সংস্থার তরফ থেকে। বিষয়টি নিয়ে তিনি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, ডিজিসিএ এবং সিআইএসএফের কাছে অভিযোগও জানান তিনি। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতেও সরব হতেও দেখা গেছে তাঁকে।

ঘটনাটি ঘটে ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। অমৃতা সিং গুয়াহাটি থেকে দিল্লি যাওয়ার টিকিট করেছিলেন। নির্ধারিত সময়ে ফ্লাইট না পাওয়ায় তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে কলকাতা হয়ে দিল্লি যাওয়ার বিমানে ওঠেন। গুয়াহাটি থেকে কলকাতা আসার সময় তাঁর দুটি লাগেজে ক্যারি-অন ট্যাগ দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতা বিমানবন্দরে দিল্লি যাওয়ার জন্য বোর্ডিং গেট ১০৬ নম্বর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বিমান সংস্থার কর্মীরা যাত্রীদের ব্যাগের ওজন পরীক্ষা করছিলেন। অমৃতার ব্যাগের ওজন নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি দেখানো হয় এবং তাঁকে জানানো হয়, অতিরিক্ত ১,৫০০ টাকা না দিলে বিমানে উঠতে দেওয়া হবে না।

এরপরই অমৃতা জানান, গুয়াহাটিতে তাঁর ব্যাগের ওজন ছিল ৭ কেজি ৪০০ গ্রাম। কিন্তু কলকাতায় একই ব্যাগের ওজন দেখানো হয় ৯ কেজি ৫০০ গ্রাম। তিনি বিষয়টি নিয়ে সিআইএসএফ ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের যন্ত্রে ব্যাগের ওজন আবারও ৭ কেজি ৪০০ গ্রাম দেখায়। তবুও বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে বিমানে উঠতে দেওয়া হয়নি। এরপই দিল্লিগামী বিমানটি তাঁকে না নিয়েই রওনা দেয়। অমৃতা কলকাতায় রাত কাটিয়ে পরদিন অন্য বিমানে দিল্লি যান। দ্বিতীয় বিমানে চেকিংয়ের সময় আবারও তাঁর ব্যাগের ওজন ৭ কেজি ৪০০ গ্রাম পাওয়া যায়।

আর এখানেই অমৃতাদেবীর প্রশ্ন, একই বিমান সংস্থার দুটি বিমানবন্দরে ওজন যন্ত্রে এত পার্থক্য কেন তা নিয়ে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, এই ঘটনায় তিনি মানসিক যন্ত্রণার শিকার। তবে বিমান সংস্থার কলকাতার কর্মীরা এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। তাঁদের বক্তব্য, সমস্ত অভিযোগের জবাব হেডকোয়ার্টার থেকে দেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত সংস্থার তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।

ব্যারাকপুরে স্ত্রীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্ত্রীকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুর মোহনপুর থানার গ্রিন পার্ক এলাকায়। পুলিশ মৃতার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে। মৃতার নাম গীতা বিশ্বাস। ধৃত অভিযুক্ত সমীর কুমার বিশ্বাস প্রাক্তন সেনাকর্মী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা ছিল না। তাদের পুত্র ও কন্যা কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকে। প্রাক্তন সেনা কর্মী সমীর বাবু শিউলিতে থাকতেন। মাঝে-মধ্যে গ্রিন পার্কের বাড়িতে আসতেন। স্থানীয়রা জানান, এদিন সকালে দরজা জানালা বন্ধ করে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করছিলেন প্রাক্তন ওই সেনা কর্মী। গীতা দেবীর চিৎকার শুনে পড়শি মহিলারা ছুটে যান। দরজা ভেঙে তাঁরা ভেতরে ঢুকতেই দেখেন একতলার ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় গীতা দেবী লুটিয়ে পড়ে আছেন। আর তাঁর স্বামী দ্বিতলের একটি ঘরে মদ্যপান করছেন। অভিযোগ উঠেছে, এদিন সকালে বাড়িতে এসে মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে স্ত্রীকে খুন করেছেন ওই প্রাক্তন সেনা কর্মী। মোহনপুর থানার পুলিশ পৌঁছে ঘটনায় অভিযুক্ত সমীর কুমার বিশ্বাসকে পাকড়াও করেছে। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব এলাকাবাসী। ঘটনা নিয়ে মোহনপুর পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল কর জানান, গত দশ বছর যাবৎ বিশ্বাস পরিবারে অশান্তি চলছিল। গত পাঁচ বছরে তিনি সমস্যা মেটাতে চারবার বৈঠক করেছেন। তবুও দাম্পত্য কলহ মেটেনি। তাঁর অভিযোগ, কলেজ পল্লিতে এক মহিলার বাড়িতে প্রাক্তন সেনা কর্মী থাকেন। ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর অবৈধ প্রণয়ের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর দাবি, ওই মহিলার মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে। তিনি অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন।

সম্পাদকীয়

এসআইআর: স্ববিরোধিতায় ভরা তৃণমলের কৌশল

রাজ্য জুড়ে চলছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর। সংবিধান মেনে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। কাজের জন্য বুথ লেভেল অফিসার দিয়েছে রাজ্য। এমনকী কমিশনের গাইডলাইন মেনে বিএলএ ১ ও বিএলএ ২-ও দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে এসআইআরের বিরোধিতা করে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলনেত্রী এরই মধ্যে এসআইআর স্থগিত রাখার জন্য কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন, করেছেন পদযাত্রাও। কমিশন অবশ্য তাঁদের সিদ্ধান্তে অনড়। ফলে চালু আছে সংশোধনের কাজ। আপাতত যা প্রায় শেষের পথে। এই পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। কিন্তু কাজের চাপের অজুহাতে বিএলওদের একাংশকে সামনে রেখে শাসকদলের জঙ্গি আন্দোলন কোনও ভাবেই মানা যাচ্ছে না। বিএলও মঞ্চের ব্যানারে মিছিল ও অবস্থান, বিক্ষোভে উত্তাল হল শহরের রাজপথ। বিএলওদের নামে এই আন্দোলন যে আসলে বকলমে শাসক দলের মদতপুষ্ট কিছু ভাড়া করা লোকের তৈরি করা বিশৃঙ্খলা তা ধরা পড়ে গিয়েছে। এই আন্দোলনের পিছনে যারা মাথা ছিলেন, তাদের বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ও কথোপকথন থেকেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, এই আন্দোলনের পিছনে যতটা না বিএলওরা আছেন, তার থেকে অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন শাসক দলের কিছু নেতা, কর্মী। আন্দোলনের বিভিন্ন ছবি ও ভিডিয়োতে শাসক দলের একাধিক শাখা সংগঠনের নেতাদের দেখা গিয়েছে। অধিকাংশই তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সঙ্গে যুক্ত। তারাই ছিলেন বিএলওদের মিছিলে সর্বাগ্রে। সঙ্গে নাম কা ওয়াস্তে কয়েকজন বিএলও। সিইওর দফতরে তারা ৪৮ ঘন্টা ধরনা দেন। যদিও বুধবার ধরনা তুলে নেওয়া হয়েছে বলেই খবর। এভাবে চলতি এসআইআর প্রক্রিয়াকে বানচাল করার চেষ্টায় আপাতত দাঁড়ি পড়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক ভাবে কমিশনকে এসআইআর করতে সহযোগিতা করা, উল্টোদিকে রাজনৈতিক ভাবে ক্যাডার নামিয়ে কাজে বাধা সৃষ্টি করার এই দ্বিমুখী কৌশল যে খুব কাজে আসবে এটা পরিষ্কার। কারণ, মানুষ চাইছে ভোটার তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বাদ দেওয়া হোক। কমিশনও সেটা চায়। তাই এটাকে মেনে নিলেই মঙ্গল, হ্যাঁ সবারই।

আজকের দিন

■ **১৯৪৩** — ইরানে মিত্রশক্তির নেতা ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট, উইনস্টন চার্চিল এবং জোসেফ স্ট্যালিনের একটি সভা, তেহরান সম্মেলন শুরু হয়।

■ **১৯৪৪** — যুক্তরাজ্যের স্টাফোর্ডশায়ারে আরএএফ ফাউল্ড বিস্ফোরণে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের গোলাবারুদের একটি ডাম্পে ৭০ জন নিহত হন।

■ **১৯৭৫** — গিনেস বুক অফ রেকর্ডসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা রস ম্যাকওয়াইর্টারকে লন্ডনে আইআরএ বোমারুদের তথ্যের জন্য পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর গুলি করে হত্যা করা হয়।

■ **২০১৩** — ডিজনির অ্যানিমেটেড ছবি ফ্রোজেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পায়।

জন্মদিন

আজকের দিন

বাপ্পি লাহিড়ী

১৮৭৮. বিশিষ্ট কবি ও লেখক যতীন্দ্রমোহন বাগচির জন্মদিন।

১৯৩৩ বিশিষ্ট কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

১৯৫২ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার বাপ্পি লাহিড়ীর জন্মদিন।

‘এই ভাষাতেই বলব হরি, সাঙ্গ হলে...’

অশোক সেনগুপ্ত

আমরা প্রায় কেউ শুদ্ধ প্রাদেশিক ভাষায় কথা বলি না। বলি বাংরেজি বা হিংরেজিতে। তার প্রভাবটা সার্বিক জীবনে এত বেশি পড়েছে যে লেখাতেও প্রচলিত বাংলা শব্দের ব্যবহার না করে ইংরেজি কথা ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন লাঠিচার্জ, মাইকিং, গোডাউন থেকে শুরু করে হরেক শব্দ।

এবং এমন অবস্থা, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন বসু, অক্ষয়কুমার দত্তদের মত চিন্তাবিদরা বিজ্ঞানের যে সব ইংরেজি প্রতিশব্দ বার/ প্রচলন করেছিলেন, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করত যেগুলো, সেগুলোর সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের বাঙালিরা অনেকেই পরিচিত নয়। পরিচিত থাকলেও ব্যবহার করি না। প্রতিশব্দগুলো অনেকাংশে অবলুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে।

এই প্রজন্মের কেউ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়... শ্রেনিতে পড়ে না। পড়ে ক্লাশ ওয়ান, টু, থ্রি,...-তে। পদার্থবিদ্যার স্নাতক স্তরের পড়ুয়া কেউ আছে? এরকম পড়ুয়ারা সবাই ফিজিক্স অনার্সের স্টুডেন্ট। গণিত, রসায়ন, পরিসংখ্যান, হিসাবশাস্ত্র নিয়ে ক’জন পড়ে জানি না। বরং ম্যাথস, কেমিস্ট্রি, স্ট্যাটিসটিকস, অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে পড়ে। আইন/আইনশাস্ত্রর পড়ুয়ারা কজন আছে জানিনা, তারা সবাই ল পড়ে। ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ে কেউ পড়ে কি না, জানিনা। পড়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে।

এখনকার পড়ুয়ারা সংজ্ঞা ও চরিত্রর বদলে পড়ে ডেফিনিশন আর ক্যারেকটারিস্টিক।

আমার মাথায় গোবর আর স্টোনচিপস ভরা। কিন্তু অদম্য আগ্রহ ছিল পড়াশোনায়। তাই উতরে যেতাম। আমার সময়কালে আশপাশে, শহর ইংরেজি মাধ্যমের পড়ুয়া তুলনায় কম ছিল। আমাদের কাছে অতি পরিচিত শব্দ ছিল পদার্থবিদ্যার ত্বরণ, মন্দন, গতিজাড্য, স্থিতিজাড্য, উত্তল, অবতল,..। এখনকার পড়ুয়ারা ওইসব প্রতিশব্দ পড়ে কি? বরং তাদের কাছে বেশি পছন্দের অ্যাক্সেলারেশন, রিটারডেশন, কনভেক্স, কনক্লেভ, ইনারশিয়া অফ মোশন,..।

‘মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি’ আর ‘আলট্রাভায়োলেট রে’ যত সহজে আমরা বলতে বা বুঝতে পারি, অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ বা অতিবেগুনি রশ্মি তত স্বচ্ছন্দে বলতে বা লিখতে পারি না। এই ইংরেজি-নির্ভরতা কমিয়ে মাতৃভাষার ওপর জোর দিতে আন্তরিকভাবে সক্রিয় ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মত বিজ্ঞানপ্রেমীরা। আমরা হয়ত তাঁদের নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার মূল্যায়ণ করতে পারিনি।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর পড়ি। প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারে প্রবল অনীহা। আগে নানা সময় বহুবার বিষয়টা মুখে বলেছি, লিখেছি। শব্দচর্চা আমার অন্যতম নেশা হওয়ায় অভিধানে না পেলে পরিচয়ের সুবাদে এক আধ সময় দ্বারস্থ হই তিন দশকের ভাষাপ্রযুক্তিবিদ নীলাদ্রিশেখর দাসের। তিনি নিজে ইংরেজিতে স্নাতক, ভাষাবিজ্ঞানে (লিঙ্গুইটিক্সে) স্নাতকোত্তর, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে পিএইচডি।

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিট্যুট (আইএসআই)-এর হয়ে শব্দের ভারতীয়করণের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের দায়িত্বে আছেন নীলাদ্রিবাবু। ২০২০-’২১ এ ৮ জনের যে রাজ্যভিত্তিক কমিটি তৈরি হয়েছিল, তিনি ছিলেন তার আহ্বায়ক। তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম software-এর বাংলা কী হবে? তিনি জানিয়েছিলেন কম্রসূত্র। ‘কম্র’ মানে নমনীয়, সুন্দর, নরম।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্থানীয় ভাষার প্রচার ও প্রসারে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব পেয়ে একটি বিশেষ দিক নিয়ে কাজ করে চলেছে (আইএসআই)। সেটা হল দেশীয় পরিভাষা তৈরি। ‘ট্রান্সক্রিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল টার্মিনোলজি ফর ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস, চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপারচুনিটিস’; যৌথভাবে করছে ভারতীয় ভাষা সমিতি (বিবিএস) এবং আইএসআই-এর ভাষাবিজ্ঞান গবেষণা শাখা (লিঙ্গুইসটিক্স রিসার্চ ইউনিট)। তাদের একটি প্রকল্প শেষ হয়েছে ২০২৩-এর মে মাসে। আর একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে গত ১ সেপ্টেম্বর।

আইএসআই-এর সেই বিজ্ঞানীদল মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণের ভিত্তি ধরে বঙ্গীকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। Offline = প্রত্যক্ষ বা মুখোমুখি, online = পরোক্ষ, hardware = ভৌতসূত্র, artificial intelligence = কৃত্রিমবুদ্ধি বা মেধা। Digital = সাংখ্যি; এভাবেই অতি পরিচিত ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা করা হয়েছে। বিষয়টা নিয়ে আগে আলোকপাত করেছি। ভবিষ্যতেও করব। আজ তবে এইটুকু থাক। বাকি কথা পরে হবে।

বাঙালি অস্মিতা আজ আর সক্রিয় হয়ে ওঠে না!

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলাদেশে সনাতনী হিন্দুধর্মের উপরে মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষের কথা আজ ঘটনাপরম্পরায় প্রকাশ্যে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ । বর্তমানে শুধু তাই নয়, অহিন্দু বাউল, সুফি মতবাদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের প্রতিও যে মৌলবাদী ধর্মীয় বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে,তাও সামনে চলে এলো । অর্থাৎ সে দেশ যে ইসলাম ধর্মের দেশ,সেখানে অন্য ধর্মের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হবে না,তা ক্রমশ ধর্মীয় জিগির ও উগ্র ধর্মান্ধতায় প্রকাশিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় বিভাজনে একদা দেশভাগ হয়েছিল, এখন বাংলার বাঙালিত্বই বিপন্ন হতে চলেছে। সেখানে বাঙালির অস্মিতা বোধের বালাই নেই। অন্যদিকে আজ যখন মাতৃভাষা থেকে তার প্রাণের গান নিয়ে বাঙালির অস্তিত্ব সংকটে প্রতিবাদী কণ্ঠে নতুন করে অস্মিতাবোধ জাগিয়ে তোলার সচেতন প্রয়াস চলছে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরানো জরুরি। সেখানে বাঙালির অস্মিতাবোধের জাগরণ আজকের থেকে অনেক বেশি সরব ছিল,ছিল জেগে ওঠার, জাগিয়ে তোলার হরেক আয়োজন । তাতে এখনকার মতো রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে ভোটের রাজনীতি ছিল না, তার প্রাণের টান ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এজন্য ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনই বাঙালির কাছে স্বদেশি আন্দোলন হয়ে উঠেছিল, বাংলাভাগের মধ্যেই গড়ে তুলেছিল বাঙালির জাতির সাংস্কৃতিক ঐক্য, জেগে উঠেছিল আত্মানুসন্ধানের সন্ধিক্ষণ। আসলে মানুষের জীবনে কখনও এমন একটা বিশেষ মুহূর্ত আসে যখন একদিকে অস্তিত্বের তীব্র সংকট দেখা দেয়, অন্যদিকে জীবনের আবশ্যিক পালাবদলের নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। যখন সেটা ব্যক্তি থেকে সমষ্টি তথা সমাজ-গোষ্ঠী-জাতির জীবনে উপস্থিত হয়, তখন সেই সময়টি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে পরিণত হয়। ১৯০৫ সাল সেই অর্থে বাঙালিজীবনের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। সেই সময়ে বাংলার আপামর বাঙালির নিজেদের অস্তিত্বের মূল্যায়ন করার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। তাই ১৯০৫ সাল শুধুমাত্র বঙ্গবিভাগবিরোধী আন্দোলনের জন্যেই স্মরণীয় নয়, এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বাঙালি জীবনের আত্মানুসন্ধান। আজ তার সেই বাতাবরণ নেই। শুধু মাত্র রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে কাজে লাগিয়ে বাঙালি বিদ্বেষের বিরোধিতা করে বাঙালি অস্মিতা জাগিয়ে তোলা আর সম্ভবপরও নয়।

ভারতের বড়লাট (১৮৯৯-১৯০৫) লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই হোক আর রাজনৈতিক অভিসন্ধির জন্যই হোক, কিংবা উভয় কারণেই হোক ১৯০৩ সালে বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো স্বরাষ্ট্রসচিব এইচ্ এইচ্ রিজলে বঙ্গবিভাগের ঘোষণা করেন এবং এটি ১৯০৩-এর ৩ ডিসেম্বর কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। ১৯০৪-এর ফেব্রুয়ারিতে কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়ে বঙ্গবিভাগের সপক্ষে বেশ কয়েকটি সভায় বক্তব্য রাখেন। এরপর তিনি বেশ কিছুদিন ইংল্যান্ডে কাটিয়ে ফিরে এসে ১৯০৫ এর ২ ফেব্রুয়ারি ভারত সচিবকে বঙ্গবিভাগ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রস্তাব পাঠান। ভারত সচিবের সম্মতিক্রমে (১ জুন) ১৯ জুলাই ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবিভাজন ঘোষণা করে এবং ১৬ অক্টোবর তা কার্যকর হয়। বঙ্গের পূর্বাংশ থেকে বিভাজিত অংশ তথা ১৫টি জেলা আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। নতুন নাম হয় ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’। আর নতুন প্রদেশটির বঙ্গীয় প্রাণকেন্দ্র হয় ঢাকা। আসাম ছাড়া প্রদেশটির মধ্যে ছিল পার্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী বিভাগ ও মালদা। আয়তন দাঁড়াল ১০৬,৫৮০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ (১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান, ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু)। অবিভাজ্য বঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয় সম্বলপুর-সহ উড়িয়া অঞ্চল। ফলে আয়তন হল ১৪০,৫৮০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা দাঁড়াল ৫ কোটি ৪০ লক্ষ (৪ কোটি ২ লক্ষ হিন্দু ও ৯০ লক্ষ মুসুলমান)। কলকাতাই রাজধানী রইল।

১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলন চললেও ১৯০৫-এর জুন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে আপামর বাঙালি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে নিমজ্জিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে হাজার তিনেক সভা সমাবেশের কথা জানা যায়। কিন্তু তখনও বাঙালির স্বপ্ন ভেঙে যায়নি। ১৯০৫ এর ৭ জুলাই জানা যায় স্বরাষ্ট্রসচিব বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা করেছেন। পুরো পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হয় ২০ জুলাই। এরপরেই বাঙালির আশার বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ায় আন্দোলনের চেহারা পাল্টে যায়। অবশেষে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ আন্দোলনের মুখে পড়ে ব্রিটিশ সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর পঞ্চম জর্জ বঙ্গবিভাগ রোধের কথা ঘোষণা করেন। বিভাজিত বঙ্গ আবার সংযুক্ত হল ঠিকই কিন্তু বাঙালিসত্তার বিভেদ-রেখা অমলিন হয়েই রইল। শুধু তাই নয়, বালোর প্রাণকেন্দ্র কলকাতার রাজধানীর আভিজাত্য চলে যাওয়ায় বাঙালির শক্তি অনেকটা কমে যায়।

এখন কতগুলি বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন। প্রথম কথা, ১৯০৫-এর আগে ১৮৭৪ সালেও বঙ্গবিভাগ হয়েছিল। অবশ্য ১৮৭৪-এর বঙ্গবিভাগকে বঙ্গবিচ্ছেদ বলাই শ্রেয়। বঙ্গের উত্তর সীমান্তের তিনটি অঞ্চল কাছাড়, গোয়ালপাড়া ও শ্রীহট্ট আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন কিন্তু বঙ্গ জুড়ে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ হয়নি। আজও আসামের ঐ তিনটি অঞ্চলের বাঙালিরা অবহেলিত। যদি ধরে নেওয়া হয় ১৮৭৪-এর বঙ্গবিচ্ছেদ নিতান্তই প্রশাসনিক কারণে করা হয়েছিল এবং ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগে ব্রিটিশ প্রশাসনের রাজনৈতিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহলেও কিন্তু একটা বিষয়ের মীমাংসা করা যায় না। তা’হল বাঙালির ঐক্য তথা বাঙালির অস্মিতা। সেদিন তিনটি জেলা বিচ্ছেদে যে বাঙালি সমাজের কোনওরকম উচ্চবাচ্য ছিল না, সেই বাঙালিসমাজের মধ্যেই স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনবিঘা অঞ্চল নিয়ে দড়ি টানাটানি খেলা শুরু হয়েছিল। ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস, ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগের ফলে যে তীব্র ঐক্য দেখা দিয়েছিল, ১৯৪৭-এ তা বিচ্ছেদে পরিণত হয়। আবার ১৯৭১-এ বাঙালিসত্তা জেগে উঠল, তৈরি হল স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। কেন বারবার বাঙালিসত্তার মধ্যে দোলাচল মনোবৃত্তি কাজ করেছিল, কেন এখনও বিচ্ছিন্ন বাঙালি সমাজের মধ্যে অসার, আবেগসর্বস্ব, প্রেমহীন ও সন্দেহবাতিক ঐক্যভাবনা কাজ করে, কীসের জন্যই বা ‘আমরা বাঙালি’ বলতে পিছুটান অনুভব করি, এসব প্রশ্ন অনেকসময় মাথা চাড়া দেয়। এই দেওয়াটাও স্বাভাবিক, ইতিহাস তাই বলে। ব্রিটিশাধীন এবং ব্রিটিশমুক্ত বাঙালি ঐক্যের পটপরিবর্তন বাঙালিসত্তার মধ্যে সংগুপ্ত ছিল। কার্জনের বঙ্গবিভাগ থেকে সেই সত্তা প্রকট হয়ে ওঠে।

বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সহজেই যুক্ত হয়েছিল। অবশ্য বঙ্গের এই প্রাদেশিক আন্দোলনটিকে কংগ্রেস অধিবেশনে জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে গৃহীত হয়নি। কিন্তু বঙ্গীয় নেতৃত্ব প্রাদেশিক আন্দোলনকে জাতীয় স্তরে সামিল করায় তৎপর হয়েছিলেন। এই তৎপরতার একটি মস্তবড় হাতিয়ার ছিল, ‘স্বদেশী আন্দোলন’।

কিন্তু নামে ‘স্বদেশী’ হলেও মূল লক্ষ্য ছিল স্ব-দেশ তথা অখণ্ড প্রদেশ। সেজন্য একালের একজন ঐতিহাসিকের (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, এ যুগের বাঙালি’, দেশ ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৯) মনে হয়েছে, ‘বৃদ্ধির পথে বাঙালি মনের একার্ধ ভারতীয় জাতীয়তার বৃহত্তর ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হলেও অপরাধের হৃদয়ের আকর্ষণ ছিল বঙ্গমাতার প্রতিমার প্রতি। অর্থাৎ যুক্তি-তর্কের মণ্ডপে ভারতীয়ত্বের প্রতি একটা প্রণাম ঠুকে, গর্ভগৃহে ঢুকে বঙ্গমাতার প্রতিমাকেই হৃদয় সমর্পণ করতে উৎসুক ছিল।’ কিন্তু বঙ্গবিভাগবিরোধী আন্দোলনের প্রক্রিয়াগত কৃত্রিমতা থাকলেও প্রতিবাদের ভাষা অকৃত্রিম ছিল। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ‘এবারে কিন্তু দুর্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই---প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা সোজা কথা কহিয়াছেন।’ (‘বঙ্গবিভাগ’,১৩১১) এই সোজা কথা বলার বিষয়টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ‘অপূর্বত্ব’ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি অভিনবও বটে। কারণ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’র ভাষায় ‘সেকালের নেতারা ভাজিতেন ঝিঙ্গা, আর বলিতেন পটোল। যখন Self-Government সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, তখন তাহার পিছনে Colonial কথাটা জুড়িয়া দিয়া শ্যাম ও কুল দুই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাতে আইনও বাঁচিত, হাততালিও পড়িত।’ রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনে বাঙালির ছলাকলাহীন বাগভঙ্গির কারণ হিসাবে বাঙালিদের মধ্যে অবিশ্বাস করার অক্ষমতায় ইংরেজদের প্রতি গভীর আস্থা জ্ঞাপনের ফলে হিতে বিপরীত হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু কার্জনের বঙ্গবিভাগে অনেক বাঙালির আশাভঙ্গ হলেও অনেকের আশা জেগে উঠেছিল। সেজন্য প্রতিবাদমুখর বাঙালির মুখোশ খুলে কথা বলার মূল কারণ কিন্তু বাঙালিসত্তাকে বিপন্ন করে তোলায় নয়, বরং বলা ভালো বাঙালিসত্তাকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার মধ্যেই রয়েছে। এতদিন বাঙালিসমাজে বিভেদের যে সুপ্ত প্রাচীর তৈরি হচ্ছিল, বঙ্গবিভাগে তা জেগে উঠল। ইংরেজ শাসকদেরও বিষয়টি অজানা ছিল না। লর্ড কার্জন নিজেও পূর্ববঙ্গে গিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষয়টিকে তুলে ধরেছিলেন। শুধু তাই নয়, অন্ত্যজ হিন্দুদের বিশেষ করে নমঃশূদ্রদের মধ্যে বঙ্গবিভাগ সমর্থন পেয়েছিল। আসলে কার্জনের বঙ্গবিভাগের পরাভব শক্তি বাঙালিসত্তাকে ভাঙতে পারেনি, বরং জুড়তে সাহায্য করেছিল। বাঙালিসত্তায় যে ফাঁকগুলি সুপ্ত ছিল, সেগুলি লুপ্ত করার জন্যই আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই আত্মসমীক্ষার কাজে কার্জনের বঙ্গবিভাগ সিদ্ধান্ত বিশেষ সহায়তা করেছিল।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাঙালিসত্তাকে নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তিনি একাধিক প্রবন্ধে বাঙালি জাতির ঐতিহ্য তুলে ধরার প্রয়াসী হয়েছিলেন। বাঙালির নিজস্ব কোনো ইতিহাস না থাকায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন (’বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’) ‘বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।’ বিদ্যাসাগর মহাশয় ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ (১৮৪৮) লিখেছেন। কিন্তু তাও অনুবাদ এবং অসম্পূর্ণ। জানা যায়, তিনি বাঙালির পুরো ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন। অবশ্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৯০ পৃষ্ঠার ছোটদের জন্য লেখা ‘প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস’ (১৮৭৪) লিখে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুটা আশা পুরণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা, আর্য, অনার্য হিন্দু, আর্যানার্য হিন্দু ও মুসলমান। শেষোক্ত শ্রেণি তথা মুসলমানকে নিয়েই বিতর্কের শেষ নেই। বাংলার মুসলমানেরা আগে বাঙালি না আগে মুসলমান এ প্রশ্ন আজও তোলা হয়। তা নিয়েই বাঙালির রাজনীতি এখনও উত্তপ্ত ও মুখর। বিষয়টি এতটাই স্পর্শকাতর যে তাঁদেরও অনেক সময় অস্বস্তিতে পড়তে হয়। বাংলার মুসলমানেরা বাঙালির অন্যান্য সম্প্রদায়ের মূল স্রোতে মিশতে পারেনি। বাঙালি হিন্দুদের লেখনীতে মুসলিম সম্প্রদায় অনেকটাই অবহেলিত। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির ঐতিহ্যসূত্রে যাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সকলেই বাঙালি হিন্দু কিন্তু বাঙালির অস্তিত্ব শুধুমাত্র অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না, কার্জনের বঙ্গবিভাগ তা প্রমাণ করে দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন, বাঙালির বাহুবল নেই। তিনি বাহুবল বলতে উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়ের একত্রিত শক্তিকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক গতির বলে এই চারটি শক্তি বাঙালি চরিত্রে সমবেত হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেননি। কার্জনের বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্তে বাঙালির বাহুবল প্রদর্শনের সময় এসেছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার মূল কারণই হচ্ছে বাঙালির ঐক্যসত্তার গোড়ায় গলদ। বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-সংকটের পরাভব শক্তির প্রভাব সেদিন শুধু নয়, আজও সহজ লভ্য। এখনও উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ একে অপরের উপর আস্থা রাখতে পারে না। তবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যচেতনার বিকাশ ঘটেছে। সেজন্যেই কার্জনকে স্মরণ করতে হয়। নীরদচন্দ্র চৌধুরী ‘আত্মঘাতী বাঙালী’ (১৯৮৮)-তে জানিয়েছেন বাঙালি জাতির দুইবার নবজন্ম হয়েছিল। একবার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে চৈতন্যদেবের জন্য, অন্যবার ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুটি নবজন্মের আলো থেকে মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। যাইহোক, বইটিতে নীরদচন্দ্র জোর দিয়ে বলেছেন, ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন মেনে নেওয়ার মাধ্যমে বাঙালি আত্মঘাতী হয়েছে। কিন্তু বাঙালি কবে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে সে সম্পর্কে তিনি তেমন কিছু বলেননি। অবশ্য বইটির ভূমিকায় তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেছেন, ‘পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালীর স্থান থাকিবে সেই লুপ্ত জীবনের উৎকর্ষের জন্যেই।’ অথচ তাঁর আলোচিত লুপ্ত জীবনেও মুসলিম সম্প্রদায়ের বাঙালিত্ব অনুপস্থিত।

মধুসূদন হানিফকে, দীনবন্ধু তোরাফকে দেখিয়েছেন; বঙ্কিমচন্দ্র পরাণ মণ্ডল, রামা কৈবর্তের পাশাপাশি হসিম শেখের কথা বলেছেন। কিন্তু হানিফ, তোরাফ, পরাণ মণ্ডল, রামা কৈবর্ত, হসিম শেখরা আনুগত্য প্রদর্শনভিন্ন উচ্চবর্ণের স্নেহস্পর্শ পায়নি। নিম্নবিত্তজীবী অন্ত্যজ হিন্দু মুসলমানেরা সামাজিক মর্যাদায় আজীবন ব্রাত্যই ছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে তাঁদের উন্নতি হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই জানিয়েছেন (‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা’), ‘ইংরেজ শাসনে ব্রাহ্মাণ, ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণির অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।’ কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে নিম্নবিত্তজীবী একটু উন্নত হলেও তাদের সামাজিক জীবনের বিশেষ কোনও হেরফের হয়নি, বরং আরও বেশি চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ বাঙালিসমাজের দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি ১৯০৪-এর ২২ জুলাই ‘স্বদেশী সমাজ’ ভাষণে গ্রামকে দেশের প্রাণশক্তি বলে অভিহিত করে গ্রামের সংঘশক্তি জাগানোর কথা বলেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে। কিন্তু ‘সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু।’ ফলে ভাষণের শেষে প্রকারান্তরে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্যকে মেনে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বাঙালিসমাজে ঐক্য-সংকট দূর করার জন্য ‘রাখীবন্ধন উৎসব’ করেছিলেন। কিন্তু তিনি শেষরক্ষা করতে পারেননি। এমনকি ‘রাখীবন্ধন উৎসব’ হিন্দুদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আসলে বাঙালিসমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অন্ত্যজ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়কে বঙ্গকে মা ভাবার অবকাশই দেয়নি। ফলে বিপদে ভাই সম্বোধনে প্রাণে টান না লাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা এসবের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়। বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনে বাঙালিসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই হয় নেতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল, নয়তো নীরবতা পালন করেছিল। আন্দোলনকারীদের মধ্যেও বিষয়টি গোপন ছিল না। কিন্তু তারা বাঙালিসত্তায় ফাঁক পূরণের সময় ও পথ কোনওটাই খুঁজে পায়নি। ফলে বিপথে চালিত হয়ে যখন স্বদেশিরা বিদেশি কায়দায় অনিচ্ছুকদের বাগে আনার চেষ্টা করল, তখনই ঘটল বিপত্তি। এজন্য ১৯০৫ সালে নভেম্বর মাসে একমাত্র বরিশালেই ৬০ টি ঘটনায় স্বদেশি আন্দোলনকারীদের দ্বারা মুসলিম নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে।

বাঙালিসত্তায় বিচ্ছিন্নতাবোধ সুস্পষ্ট হতে বেশি সময় লাগেনি। ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর অর্থাৎ যেদিন সরকারিভাবে বঙ্গবিভাগ কার্যকর হল, সেদিনই ‘মহমেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন’ গঠিত হয়। আবার ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘অল ইন্ডিয়া মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স’-এর অব্যবহিত পরেই (৩০ ডিসেম্বর) ‘অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে স্বদেশি আন্দোলনকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ১৯০৬ সালে ঢাকায় ‘মহামেডান ভিজিলেন্স অ্যাসোসিয়েশন’ গঠিত হয়। ১৯০৭ সালের মার্চে মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর ও কুমিল্লা শহরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধেছিল। বছর কয়েক পরেই ১৯১০ সালে এলাহাবাদে ‘হিন্দু মহাসভা’র গঠনের তৎপরতা চলে। তার সঙ্গে যে ‘মুসলিম লীগ’-এর সম্পর্ক বিদ্যমান, তা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলন শেষের দিকে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। এর জন্য ইংরেজ শাসকের দমনমূলক নীতিই দায়ী নয়, অন্য একাধিক কারণও ছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল বাঙালিসত্তায় বিচ্ছিন্নতাবোধ। এই বোধও কার্জনের বঙ্গবিভাগে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সমাজের ব্যাধিটি ধরতে পেরেছিলেন। সেজন্য তিনি ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ (১৩১৪)-এ বলেছেন ‘হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনোমতেই নিষ্কৃতি নাই।’ অনেকভাবেই এই পাপ স্থালনের চেষ্টা করা হয়েছিল, তাতে কোনো ফল হয়নি। অশোক, শিবাজী ও রানা প্রতাপের পাশে সিরাজদৌল্লা, মীরকাশিমকে তুলে ধরেও কোনও লাভ হয়নি। ‘বন্দে মাতরম’-এর পাশাপাশি বরিশালে ‘আল্লা হো আকবর’, ‘পরিষঙ্গে ভ্রাতরম্’ (ভাইকে আলিঙ্গন করি), মৈমনসিংহের মুক্তগাছায় ‘আল্লাহ আল্লাহ’ ধ্বনি দিয়েও ঐকতান সৃষ্টি করা যায়নি।

‘বঙ্গ’, ‘বাংলা’, ‘পূর্ব পাকিস্থান’, ‘জয় বাংলা’, ‘পূর্ব বাংলা’, ‘বাংলাদেশ’ প্রভৃতি বাঙালির সাকিন ঠিকানার মধ্যে ঐতিহ্যবাহী বাঙালিসত্তার আদ্যন্ত পরিচয় পেতে হলে বঙ্গবিভাগের ঐতিহাসিক সমকালকে স্মরণ করতেই হবে। বাঙালিজাতির আত্মিক পরিচয়ের ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগের মত আত্মঘাতী আঘাতের প্রয়োজন ছিল। ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করতে গিয়ে পরোক্ষে বাঙালির বিশেষ উপকারই করেছিল। সেইজন্য বিদেশি শাসকেরা দেশীয় জাতির বিভেদরেখাকে লক্ষণরেখায় সীমায়িত করে বাঙালির অস্তিত্বকে নাড়া দিয়েছিল। ফলে বঙ্গবিভাগের চেতনা দ্বিধাবিভক্ত বাঙালিকে ইতিহাসবোধ জাগ্রত করতে যেমন সহায়তা করেছে, তেমনই ইতিহাস গড়তেও সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ‘উনিশ শ’ পাঁচ (১৩৫৬)-তে যথার্থই বলেছেন, ‘আমাদের জাতির, আমাদের সভ্যতার, আমাদের সাহিত্য ও সমাজের প্রাণকেন্দ্র উনিশ শ’ পাঁচের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে।’ সেজন্য ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টিতে যা ছিল বঙ্গবিভাগ মাত্র, বাঙালির হৃদয়ে তাই বঙ্গভঙ্গে পরিণত হয়েছিল। ফলে কার্জনের বঙ্গবিভাগ বাঙালির আত্মখণ্ডনের সামিল মনে হলেও তা ছিল আত্মাবিষ্কারের পরম আঘাত বিশেষ। সেই আঘাতের ক্ষরণেই আজকের রাজ্য সঙ্গীত ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’র জন্ম হয়েছিল । সেক্ষেত্রে একালের মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিভাজনকে অস্বীকার করে রাজনীতিসর্বস্ব বাঙালি অস্মিতার কৃত্রিম আড়ম্বরের আলো লোকদেখানো পথেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে, জাতীয় চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি করে না। সেই স্বদেশি আন্দোলনের গানে ঠোঁট মেলানো যায়, বাঙালির অস্মিতার চেতনা জেগে ওঠে না।

বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে যে এত হইচই, তার ভিত্তি Representation of the People Act, ১৯৫০।

— *কলমবীর*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফর্ম জি (সংশোধিত) এইচ এস মার্কেন্টাইল লিমিটেড-বস্ত্র শিল্প পরিচালনকারী-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান (২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)		
ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	এইচ এস মার্কেন্টাইল লিমিটেড (পূর্বতন একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি) U51109WB1998PLC087477
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১৬৫/১, যোগেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড কলকাতা, বাঁধাঘাট হাওড়া, বালি জগাছা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭১১১০৬
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রাপ্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	লিজহোল্ড সম্পত্তি অবস্থিত সনন্দ, গুজরাত কেবলমাত্র এই বিস্তারিত গৃহীত হয়েছে, নিয়ন্ত্রণ এবং হেফাজত এখনও পর্যন্ত পূর্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হস্তান্তরিত হয়নি
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রাপ্ত নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	প্রাপ্ত নয়
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল :	cirp.hsmpl@gmail.com ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে https://ibbi.gov.in/en/claims/claim-process/U51109WB1998PLC087477
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	cirp.hsmpl@gmail.com ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১২.১২.২০২৫
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২০.১২.২০২৫
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৬.১২.২০২৫
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৩.০১.২০২৬
১৪	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	০৮.০১.২০২৬
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৭.০২.২০২৬
১৬	আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.hsmpl@gmail.com

নীরজ কুমার সুরেকা
প্রস্তাব পেশাদার -
এইচ এস মার্কেন্টাইল লিমিটেড
তারিখ : ২৭.১১.২০২৫ রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01539/2019-2020/12517
স্থান : কলকাতা ইমেল : ipneerajsureka@gmail.com / cirp.hsmpl@gmail.com

চোখ চুরির ঘটনায় তিন সদস্যের কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পর তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে তদন্ত শুরু হল বিতর্কিত চোখ চুরির ঘটনার। এদিন বিকেলে ডাঃ অরিন্দম চক্রবর্তী নেতৃত্বে তিন চিকিৎসক ময়নাতদন্ত করেন দুর্ঘটনায় মৃত প্রীতম ঘোষের। ডাঃ অরিন্দম চক্রবর্তী জানান, 'আমরা নির্দেশ মতো আইন মোতাবেক ভিডিওগ্রাফি ও অডিও সমেত দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করেছি। আমরা যা যা পেয়েছি, তা খামবন্দী রিপোর্টে জমা দেব। একটি কপি পরিবারকেও দেওয়া হবে।' এর বেশি তারা কিছুই বলতে চাননি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় মৃতের মায়ের চাকরি দেওয়া হবে। তার জন্য মায়ের বায়োডাটা পুলিশকে দিতে নির্দেশ দেন। বারাসাত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতিশ বিশ্বাস জানান, 'পরিবারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই একটি আবেদন ও বায়োডাটা বারাসাত থানায় জমা পড়েছে। সেটাই ফরোয়ার্ড করা হয়েছে।' এই ঘটনার তদন্ত চলছে। এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। মায়ের নাম, যার চাকরির কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি কৃষ্ণা দাস। বাঁদিকের চোখ নেই।'

অপরাধ থেকে সুরক্ষিত রাখতে পুলিশের স্বয়ংসিদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: এদিন পূর্ব বর্ধমান তালিত গৌড়েশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের মহিলা থানার পক্ষ থেকে এবং বর্ধমান সহযোদ্ধার ব্যবস্থাপনায় সংঘঠিত হল জেলা পুলিশের বিশেষ কর্মসূচি স্বয়ংসিদ্ধা। বাল্যবিবাহ রোধ করতে গেলে নিজেদের সতর্ক হতে হবে, কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা নিরাপদে রাখ তে পারবে বিভিন্ন সমস্যা থেকে, এককেকটা গ্রুপে নিজেদের এলাকায় দলবদ্ধভাবে কিভাবে তারা চলবে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য মতো মোবাইল ফোনের ব্যবহার ঠিক কেমন ভাবে করা উচিত, পকসো আইন কি? মানব পাচারের থেকে কিভাবে নিজেকে বাঁচানো যাবে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ সচেতনতামূলক পাঠ দান করেন বর্ধমান মহিলা থানার পুলিশ অফিসার ইতু ঘোষ এবং মধুমিতা কুণ্ডু। এদিনের এই কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিখিল কুমার খাঁ এবং সহযোদ্ধার প্রতিনিধি মহিলা থানার পুলিশ কর্মী এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

শাহজাহানের ডান হাত দুরন্ত মোল্লা সিবিআই-এর হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার নেজাট থানার সরবেড়িয়া এলাকার দুরন্ত মোল্লা শাহজাহান ঘনিষ্ঠ ছিল। সবসময় তার ছায়া সঙ্গী ছিল সে। মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় প্রথমে তাকে আটক করে সিবিআই। এরপর তদন্তকারীরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় দুরন্ত মোল্লার কথায় অসঙ্গতি পান। পাশাপাশি শাহজাহানের সঙ্গে তার একাধিক লিঙ্ক পান। সে অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত এই দুরন্ত মোল্লা বলে দাবি তদন্তকারীদের। দীর্ঘ জেরার পর গভীর রাতে গ্রেপ্তার করা হয় দুরন্তকে। বুধবার বসিরহাটে মহকুমা আদালতে তোলা হয়। দুরন্ত মোল্লার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা নেজাট থানার সরবেড়িয়া, ডুগলি পাড়া এলাকায়। অনেকদিন ধরেই তদন্তকারীরা তাকে খুঁজছিলেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি শাখা অফিস স্থানান্তর

বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেডের নিবন্ধিত অফিস, মুম্বাই-পুনে রোড, আকুর্দি, পুনে ৪১১ ০৩৫ এবং কর্পোরেট অফিস ৪র্থ তলা, বাজাজ ফিনসার্ভ হাউস, বিমান নগর, পুনের বাইরে – আহমেদনগর রোড, পুনে, মহারাষ্ট্র ৪১১ ০১৪, এতদ্বারা তার গ্রাহক এবং সংশ্লিষ্টদের অবহিত করছে যে, **আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়ালের উপরে, রঘুনাথপুর, ঝাড়গ্রাম - ৭২১৫০৭-এ অবস্থিত দ্বিতীয় তলা অফিসটি ২রা মার্চ ২০২৬ থেকে স্থানান্তরিত হবে।** উন্নত গ্রাহক সুবিধার জন্য, **১ম তলা, সালতলা, ক্রেতা সুরক্ষা অফিসের কাছে, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৫০৭-এ স্থানান্তরিত শাখায় সমস্ত বিদ্যমান পরিষেবা অব্যাহত থাকবে।** সমস্ত গ্রাহক এবং সংশ্লিষ্টদের ঠিকানা পরিবর্তনের বিষয়টি নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং এরপর থেকে আমাদের **১ম তলা, সালতলা, ক্রেতা সুরক্ষা অফিসের কাছে, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৫০৭-এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।**

বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড
৫ম তল, বাজাজ ফিনসার্ভ হাউস, বিমান নগর, অফ পুনে – আহমেদনগর রোড, পুনে, মহারাষ্ট্র–৪১১০১৪ ফোন: ০২০ ৭১৫০ ৫০৫০
তারিখ : ২৭ নভেম্বর, ২০২৫

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কালনা শাখা** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.০৮.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী মহম্মদ হাফিজুর রহমান এবং শ্রীমতী ফৌজিআমানারা রহমান** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৪২২১২৭ টাকা ইউসিআই সহ ২৯.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে (চোদ্দ লাখ বাইশ হাজার একশ সাতাশ টাকা ইউসিআই সহ ২৯.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৪২২১২৭ টাকা এবং ২৯.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জেএল নং ১৬৫, এলআর খতিয়ান নং ২৩৬২, এলআর প্লট নং ৪৩১, মৌজা : রামেশ্বরপুর, থানা : কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পরিমাপ এরিয়া ৭২৪.৩৫ বর্গফুট (কমবেশি) শ্রেণি : বাস্তু, হাট কালনা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন।
চৌহদ্দি : উত্তরে : গ্রাম পঞ্চায়েত রোড এবং ব্যাঙ্ক, দক্ষিণে : সোহেল রানা এর সম্পত্তি, পূর্বে : তারক শীল এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ।

তারিখ- ২১.১১.২০২৫, স্থান : কালনা **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া**

IDBI BANK — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নীচের অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাররা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের, বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের, বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডকে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ চার্জ করা হবে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২. অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	শ্রী দেবজিৎ গুপ্ত (ঋণগ্রহীতা) লোন এ/সি : ০৩৫৮৬৭৫১০০০০৬৫১৪	১. ০৪.০৯.২০২৫ ২. ২১.১১.২০২৫ ৩. ২৬,০৪,১৩২.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ চার হাজার একশ বত্রিশ টাকা) ১১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.০৭.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ১০.০৭.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ই, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৪৭৬ বর্গফুট কমবেশি ৯মতলে, টাওয়ার/ব্লক -৩, এবং এক মাঝারি মাপের একতলায় ঢাকা ভেহিকেল পার্কিং স্পেস সংশ্লিষ্ট ভবনে নাম জেনেক্স এক্সোটিকা, নির্মিত প্লট জমির পরিমাপ আনুমানিক এরিয়া কমবেশি ৯.২৬ একর, অবস্থিত আরএস প্লট নং ১৭৪৬(অংশ) থেকে ১৭৪৮ (অংশ), ১৭৪৮/২১৪৬ থেকে ১৭৫৬/২১৫৫, এলআর প্লট নং ১০৪৯ থেকে ১০১২, আরএস খতিয়ান নং ৫২৫ এবং ১৪, এলআর খতিয়ান নং ১১১৩ থেকে ১১২৮, জেএল নং ৯, মৌজা : নরসামুদা (পূর্বতন কালিকাপুর) থানা : আসানসোল (দক্ষিণ), সাব রেজিস্ট্রি অফিস আসানসোল, পরগনা শেরগড়, পো/থানা : আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা বর্ধমান, পিন ৭১৩৩০৪। সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে : ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং বিদ্যাসাগর সরণি, পশ্চিমে : মেসার্স এমসি ডাউয়েল অ্যান্ড কোম্পানি লি. এবং আনমেটালিক রোড; দক্ষিণে : মেসার্স এমসি ডাউয়েল অ্যান্ড কোম্পানি লি এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; উত্তরে : মেসার্স এমসি ডাউয়েল অ্যান্ড কোম্পানি লি. এর সম্পত্তি।
২	শ্রী চিরদীপ দত্ত (ঋণগ্রহীতা) শ্রীমতি সুস্মিতা দত্ত (সহ ঋণগ্রহীতা) লোন এ/সি নং ৩৫৮৬৭৫১০০০০০৫৫০, ০২৫৬৬৭৫১০০০১১৪৬৮ এবং ০৩৫৮৬৭৫১০০০০৭০৫৪	১. ৩০ নভেম্বর ২০২৪ ২. ২১.১১.২০২৫ ৩. ১৩,১৫,৪৭৭.৭৬ টাকা (তেরো লাখ পনের হাজার চারশ সাতাত্তর টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা) ১৪.০৮.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া এবং ১০.০৮.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ বা ৬ কাঠা ৪১২ বর্গফুট মৌজা : আসানসোল, জেএল -৩৫ প্লট নং আরএস ১৩৪, খতিয়ান নং আরএস ২১৭ , পুরসভা আসানসোল পুরসভা , ওয়ার্ড নং ১৯, থানা : আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা : বর্ধমান, ফ্ল্যাট উল্লেখ্য ডি-৩, ৪র্থতল, পরিমাপ ৮৫০ বর্গ ফুট, শাইলা অ্যাপার্টমেন্ট। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ডি/৩, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট আনুমানিক , ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, এক ব্যালকনি সংশ্লিষ্ট সকল ফিটিংস, ফিক্সচার সংযোগ ইত্যাদি এবং দুইচক্র যান পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ এরিয়া ২০ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ চিহ্নিত এরিয়ার ফ্ল্যাটের। চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী চাকি এর ভবন, দক্ষিণে : শ্রী ভট্টাচার্যর ভবন, পূর্বে : শ্রী ভদ্র এর ভবন, পশ্চিমে : ৩০ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ : ২৭.১১.২০২৫, স্থান : দুর্গাপুর
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড
শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/35/2024 **19.11.2025**
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
জারিনা বিবি এবং অন্যান্য
প্রতি,
(সিডি)
১. জারিনা বিবি, স্বামী রফিকুল ইসলাম, গ্রাম - দুর্লভপুর, পো - দুর্লভপুর, থানা - ইসলামপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০৪
২. রফিকুল ইসলাম, পিতা মুনতাজ আলি, গ্রাম - দুর্লভপুর, পো - দুর্লভপুর, থানা - ইসলামপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০৪
৩. রাবিয়া বিবি ওরফে নেগার বিবি, স্বামী মমতাজ আলি, গ্রাম - দুর্লভপুর, পো - দুর্লভপুর, থানা - ইসলামপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০৪
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/6/2020** অনুযায়ী পরিমাণ **৩৮৯২৭১৯.০০ টাকা (আটত্রিশ লাখ বিরানব্বই হাজার সাতশ উনিশ টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১৩.২৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **২০.০২.২০২০** থেকে সমুদয় শুল্ক **৪১০০০ টাকা (একচল্লিশ হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **২২.১২.২০২৫** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ১৯.১১.২০২৫
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি

SBI — এসবিআই এসএমই কৃষ্ণনগর (৬৪২৬২)

৫বি, ডি এল রায় রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া, পিন - ৭৪১১০১
ইমেল - sbi.64262@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

Loan A/c No.- (C.C): 42884039802, (T.L):42187913094, (BG):42601872626

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমই কৃষ্ণনগর শাখা, ২য় তল, ৫বি, ডি এল রায় রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ ০২.০৯.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণ **মেসার্স সাহা পলিমার, অংশীদারগণ এবং জামিনদাতাগণ শ্রী অভিষেক সাহা এবং শ্রীমতী সুচরিতা সাহা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,৮০,৫৯,৬৭০ টাকা (এক কোটি আশি লাখ উনষাট হাজার ছশো সত্তর টাকা) ২৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/অংশীদারগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/অংশীদারগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/অংশীদারগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমই কৃষ্ণনগর শাখার** নিকট বকেয়া **১,৮০,৫৯,৬৭০ টাকা (এক কোটি আশি লাখ উনষাট হাজার ছশো সত্তর টাকা) ২৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ ফ্যাক্টরি জমি ভবন সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক প্লট এবং ভবন এবং শেড এরিয়া পরিমাপ ২৯ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : শিমূলগাছি, জেএল নং ২৩, খতিয়ান নং (আরএস ২১১, ১৩৩ এবং এলআর ১৭১৩, ১৬০৭), দাগ নং (আরএস এবং এলআর ৫৬২,৫৬৩), এলআর পর্চা /নথি এলআর খতিয়ান নং ২৩৮৬, ২৩৮৭ এবং এলআর দাগ নং ৫৬২, ৫৬৩ অনুযায়ী, থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, সম্পত্তি **শ্রী অভিষেক সাহা এবং শ্রীমতি সুচরিতা সাহা এর নামে।**
স্বত্ব দলিল নং উল্লেখ্য নং ১/১৩০১০০৯০০ এবং ১/১৩০১০০৯০১ তারিখ ২২.০১.২০২১। জমির শ্রেণি কারখানা। জমির এরিয়া : ২৯.০০ ডেসিমেল।
(স্বত্বাধিকারী শ্রী মতি সুচরিতা সাহা ১৬.৫৫ ডেসিমেল এবং শ্রী অভিষেক সাহা -১২.৪৫ ডেসিমেল)।
চৌহদ্দি : উত্তরে : নন্দ মডল, সন্ধ্যা রক্ষিত এবং জয়ন্ত বিশ্বাসের কৃষি জমি, **দক্ষিণে :** শঙ্কর চন্দ্র সরকার এবং ধনঞ্জয় ভাদুড়ী এর কৃষি জমি, **পূর্বে :** পিডব্লুডি রোড, **পশ্চিমে :** তারক গোস্বামী এবং অন্যান্যর জমি।

তারিখ - ২৫.১১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - কৃষ্ণনগর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম এ সাধারণ ঘোষণা (২০১৭ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৪ অধীনে) বাউলোপিডিয়া রেস্টুর‍্যান্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য		
১.	কর্পোরেট সংস্থার নাম	বাউলোপিডিয়া রেস্টুর‍্যান্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড
২.	কর্পোরেট সংস্থার গঠনের তারিখ	৩মে ২০১৭
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট সংস্থা গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট সংস্থার কর্পোরেট আইডেন্টি নাম্বার/লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নাম্বার	U55209WB2017PLC220862
৫.	কর্পোরেট সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, ২য় তল ডানকান হাউস কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০০১
৬.	কর্পোরেট সংস্থার লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	২৪ নভেম্বর ২০২৫
৭.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	নাম - অরুণ কুমার গুপ্তা রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00013/2016-2017/10037 এএফএ বৈধ : ৩০.০৬.২০২৬ ঠিকানা - পি - ১৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ ফোন নং - ৯৮৩০১ ২৪৪৮১ ইমেল আইডি : guptaarunkumar2001@yahoo.com
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে বাউলোপিডিয়া রেস্টুর‍্যান্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ভলান্টারি লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ২৪ নভেম্বর ২০২৫।
বাউলোপিডিয়া রেস্টুর‍্যান্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বা তার পূর্বে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ৭ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ হাতে হাতে, পোস্ট বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
লিকুইডেটরের নাম এবং স্বাক্ষর : অরুণ কুমার গুপ্তা
তারিখ এবং স্থান : ২৭ নভেম্বর, ২০২৫ কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৬(২)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৬(২) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বেলিয়াঘাটা (আইবিজিএ-কে৭৪৩) শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ৩১.১২.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বেলিয়াঘাটা (আইবিজিএ-কে৭৪৩) শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৭,৯৮,১০,২০৮.০০ টাকা (সাত কোটি আটানব্বই লাখ দশ হাজার দুশো আট টাকা) ২৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ আদায়ের জন্য **মেসার্স বারসাসে অ্যাপারেলস প্রা লি.** রিজেন্ট গারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, ব্লক-২, ইউনিট নং ১০১, যশোর রোড (পূ), পো : বামনগাছি, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০১২৪, পশ্চিমবঙ্গ কাছ থেকে।
নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. মেসার্স বারসাসে অ্যাপারেলস প্রা লি.** রিজেন্ট গারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, ব্লক-২, ইউনিট নং ১০১, যশোর রোড (পূ), পো : বামনগাছি, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০১২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **২. অমিত খৈতান (ডিরেক্টর- মেসার্স বারসাসে অ্যাপারেলস প্রা লি.)** পিতা শ্রী বিজয় প্রকাশ খৈতান, ফ্ল্যাট ৬ষ্ঠতল, ইউনিট নং ৩এল/বি৪, টাওয়ার ১, ১০৫৪, সিলভার ওক এস্টেট, কালিপার্ক হাজারহাট, কলকাতা -৭০০১৩৬। **আরও ঠিকানা :** রিজেন্ট গারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, ব্লক -২, ইউনিট নং ১০১, যশোর রোড (পূর্ব), পো বামনগাছি, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **৩. অজিতা খৈতান (মেসার্স বারসাসে অ্যাপারেলস প্রা লি.)** স্বামী শ্রী অমিত খৈতান, ফ্ল্যাট ৬ষ্ঠতল, ইউনিট নং ৩এল/বি৪, টাওয়ার ১, ১০৫৪, সিলভার ওক এস্টেট, কালিপার্ক হাজারহাট, কলকাতা -৭০০১৩৬। **আরও ঠিকানা :** রিজেন্ট গারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, ব্লক -২, ইউনিট নং ১০১, যশোর রোড (পূর্ব), পো বামনগাছি, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **৪. মেসার্স ম্যাটস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** **রেজি. অফিস :** ফ্ল্যাট ৬ষ্ঠতল, ইউনিট নং ৩এল/বি৪, টাওয়ার ১, ১০৫৪, সিলভার ওক এস্টেট, কালিপার্ক হাজারহাট, কলকাতা -৭০০১৩৬। **আরও ঠিকানা :** রিজেন্ট গারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, ব্লক -২, ইউনিট নং ১০১, যশোর রোড (পূর্ব), পো বামনগাছি, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) বেলিয়াঘাটা (আইবিজিএ-কে৭৪৩) শাখা।**	**সম্পত্তি ক :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৭ কাঠা ৭ ছটাক ২৬ বর্গফুট কমবেশি তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত অংশ দাগ নং ১১৫৮, আরএস খতিয়ান নং ২৩৬২, মৌজা : বড়িশা, জেএল নং ২৩, তৌজি নং ২৩৯, থানা : ঠাকুরপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৩ অধীন, পূর্বতন প্রেমিসেস নং ৪৭/১৭/৬, কৈলাশ ঘোষ রোড, বর্তমানে ৮৪৯ এবং ৮৫০ কৈলাশ ঘোষ রোড। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া কে জি রোড, পূর্বে : দাগ নং ১১৫৭, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৮৫০, কৈলাশ ঘোষ রোডের অংশ, পশ্চিমে : ১৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **মালিক : মেসার্স ম্যাটস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি.** (শ্রী অমিত খৈতান, পিতা বিজয় প্রকাশ)। **সম্পত্তি খ :** সমপরিমাপ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ইউনিট নং ৩এল/বি৪, বিক্রয়যোগ্য এরিয়া (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ১৬৬০ বর্গফুট কমবেশি ষষ্ঠতলে, টাওয়ার -১ , সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবহারযোগ্য কক্ষের নং ইউআর-০২ (কর্মী কোয়ার্টার) বিক্রয়যোগ্য এরিয়া (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৮৪ বর্গফুট (আনুমানিক), কমবেশি ষষ্ঠতলে, টাওয়ার-১ এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং ৫৪ (আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট), বেসমেন্টে জি-৮ তলা ভবনে পরিচিত সিলভারওক এস্টেট, এবং অবিভক্ত যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ উক্ত টাওয়ার নং ১ নির্মিত সকল অংশ জমির রেয়া ৪১৪ কাউয়াস সমপরিমাণ ৬৮৪.২৯ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মর্ন সালুয়া, জেএল নং ৩, এলআর দাগ নং ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০১, ৫০২, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২৯, ৫৩৫,৫৩৮,৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮ এবং ৫৩৫/৫৫৮। এলআর খতিয়ান নং ১১৬৮, ১১৬৯, ১১৭০, ১১৭১, ১১৭২, ১১৭৩, ১১৭৪, ১১৭৫, ১২৬২, ১২৬৩, ১২৬৪, ১২৬৫, ১২৬৬, ১২৬৭. ১২৬৮, ১২৮২, ১২৮৩, ১২৮৪, ১২৮৫, ১১৭৬, ১১৭৭, ১১৭৮, ১১৭৯, ১১৮০, ১১৮১, ১১৮২. ১১৮৩, ১১৮৪, ১৩০৩, ১৩০৪, ১৩০৫, ১৩০৬, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩০৯, ১২৩০, ১২৩১, ১২৩২, ১২৩৩, ১২৩৪, ১২৩৫, ১২৩৬, ১২৩৭, ১২৩৮, ১২৩৯, ১২৪০. ১২৪১, ১২৪২, ১২৪৩, ১২৪৪, ১২৪৫, ১২৪৬, ১২৪৭, ১২৪৮, ১২৪৯, ১২৫০, ১২৫৮, ১২৫৯, ১২৬০, ১২৬১, ১১৮৫, ১১৮৬, ১১৮৭, ১১৮৮. ১১৮৯, ১১৯০, ১১৯১. ১১৯২, ১১৯৩, ১১৯৪, ১১৯৫, ১১৯৬, ১১৯৭, ১১৯৮, ১১৯৯, ১২০০, ১২০১, ১২০২, ১২০৩, ১২০৪, ১২০৫, ১২০৬, ১২০৭, ১২০৮, ১২০৯, ১২১০, ১২১১, ১২১২, ১২১৩, ১২১৪, ১২১৫, ১২১৬, ১২১৭, ১২১৮, ১২১৯, ১২২০, ১২২১, ১২২২, ১২২৩, ১২২৪, ১২২৫, ১২২৬, ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৩, ১২৭৪, ১২৭৫, ১২৭৬, ১২৭৭ এবং ১২৭৮ থানা : এয়ারপোর্ট, পো অফিস : রাজারহাট, ওয়ার্ড নং ৫ এবং ৭ বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন (পূর্বতন রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভা), জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৩৬, **সম্পত্তি অজিতা খৈতান এবং অমিত খৈতান এর নামে।** **সম্পত্তি গ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক ইউনিট ১০১ পরিমাপ ৬০০৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দোতলায় ব্লক ২ অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ জমির উক্ত ইউনিটে অবস্থিত সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ সংশ্লিষ্ট নির্মাণ জমির পরিমাপ ১৯.৮১ একর কমবেশি অবস্থিত মৌজা : সিথি, জেএল নং ১০১,আরএস খতিয়ান নং ১৮৮৪,থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত পুরসভা ওয়ার্ড নং ১ অধীন, হোল্ডিং নং ৬৪/১/১, এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস কদম্বগাছি এবং জেলা রেজিস্টেশন অফিস বারাসত। **মালিক : মেসার্স বারসাসে অ্যাপারেলস প্রা লি.** **সম্পত্তি ঘ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট নং ১০২ পরিমাপ ৬০০৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দোতায় ব্লক ২ অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ জমির উক্ত নির্মাণ অবস্থিত সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থায়ীভাবে সংযুক্ত অবস্থিত সকল সুবিধা এবং পরিষেবা অন্যান্য সকল সুবিধা এবং অধিকার ভোগ দখলের অধিকার সহ জমির পরিমাপ ১৬.০০ একর কমবেশি অবস্থিত মৌজা : সিথি, জেএল নং ১০১, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ১ অধীন, হোল্ডিং নং ৬৪/১/১, এবং অতিরিক্ত জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিস কদম্বগাছি, জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিস বারাসত। **মালিক : মেসার্স রারসাসে অ্যাপারেলস প্রা লি.**	**৭,৯৮,১০,২০৮.০০ টাকা (সাত কোটি আটানব্বই লাখ দশ হাজার দুশো আট টাকা) ২৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**সম্পত্তি এ :** ১,১৪,৩৪,০০০.০০ টাকা (*) (এক কোটি চোদ্দ লাখ চৌত্রিশ হাজার টাকা) **সম্পত্তি বি :** ৯৪,৪২,০০০.০০ টাকা (*) (চুরানব্বই লাখ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা) **সম্পত্তি সি :** ১,৫৯,৫৫,০০০.০০ টাকা (*) (এক কোটি উনষাট লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকা) **সম্পত্তি ডি :** ১,৫৯,৫৫,০০০.০০ টাকা (*) (এক কোটি উনষাট লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকা) **খ) সম্পত্তি এ :** ১১,৪৩,৪০০.০০ টাকা (এগার লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ টাকা) **সম্পত্তি বি :** ৯,৪৪,২০০.০০ টাকা (নয় লাখ চুয়াল্লিশ হাজার দুশো টাকা) **সম্পত্তি সি :** ১৫,৯৫,৫০০.০০ টাকা (পনের লাখ পাঁচানব্বই হাজার পাঁচশ টাকা) **সম্পত্তি ডি :** ১৫,৯৫,৫০০.০০ টাকা (পনের লাখ পাঁচানব্বই হাজার পাঁচশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ২৫,০০০.০০ টাকা (পঁচিশ হাজার টাকা) (প্রত্যেক সম্পত্তির জন্য) ঘ) সম্পত্তি এ : IDIB 50285903549A সম্পত্তি বি : IDIB 50285903549B সম্পত্তি সি : IDIB 50285903549C সম্পত্তি ডি : IDIB 50285903549D ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.১২.২০২৫ থেকে ৩০.১২.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩১.১২.২০২৫ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের **https://baanknet.com**-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/ডিরেক্টর(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৫.১১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান- কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দত্তফুলিয়া শাখা
দত্তফুলিয়া রোড, পো. এবং থানা - দত্তফুলিয়া
জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৫০৪

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দত্তফুলিয়া শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৯.১২.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দত্তফুলিয়া শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৩০,৯৩,৯০৩.০০ টাকা (তিরিশ লাখ তিরানব্বই হাজার নশো তিন টাকা)** (বিবি ১২,৮৬,৪০৫.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ১৮,০৭,৪৯৮.০০ টাকা) **২৫.১১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ আদায় করা হবে **শ্রী জয়ন্ত ঘোষ (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী দীপক ঘোষ, গ্রাম এবং পো - দত্তফুলিয়া, থানা - ধানতলা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৫০১, পব কাছ থেকে।
নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/ বন্ধকদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) শ্রী জয়ন্ত ঘোষ (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** পিতা শ্রী দীপক ঘোষ, গ্রাম এবং পো : দত্তফুলিয়া, থানা : ধানতলা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৫০১, প.ব.। **২. শ্রীমতি মৌসুমী ঘোষ (জামিনদাতা),** স্বামী শ্রী জয়ন্ত ঘোষ, গ্রাম এবং পো : দত্তফুলিয়া, থানা : ধানতলা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৫০১, প.ব.। **খ) দত্তফুলিয়া শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, মৌজা : দত্তফুলিয়া, জেএল নং ৮৪, খতিয়ান নং এলআর ৫০৮/১ এবং আরএস ২৬৬, বর্তমান খতিয়ান নং ২৪৪৫, প্লট নং ১১৩৮, দত্তফুলিয়া জিপি অধীন, পো : দত্তফুলিয়া, থানা : ধানতলা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৫০১, পশ্চিমবঙ্গ, মোট এরিয়া ১.০০ ডেসিমেল শ্রেণি ভিটা, দলিল নং ৪৬০০/২০০৯, তারিখ ০৪.১১.২০০৯ , রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও -রানাঘাট ২, নদিয়া,পশ্চিমবঙ্গ, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৪, **সম্পত্তি শ্রী জয়ন্ত ঘোষ** , পিতা শ্রী দীপক ঘোষ এর নামে। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে : সাধারণ চলার পত মেন রোডের দিকে, দক্ষিণে : ভীমচন্দ্র সাধুখাঁ এর গুদাম, পূর্বে : ভীমচন্দ্র সাদুখাঁ এর গুদাম, পশ্চিমে : ফিস মার্কেটের জমি এবং পিডব্লুডি রোড।	**৩০,৯৩,৯০৩.০০ টাকা (তিরিশ লাখ তিরানব্বই হাজার নশো তিন টাকা)** (বিবি ১২,৮৬,৪০৫.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ১৮,০৭,৪৯৮.০০ টাকা) **২৫.১১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) ১০,৬৪,০০০.০০ টাকা (*) (দশ লাখ চৌষট্টি হাজার টাকা) খ) ১,০৬,৪০০.০০ টাকা (এক লাখ ছয় হাজার চারশ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB 11474014296 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৯.১২.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের **https://baanknet.com**-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৫.১১.২০২৫/স্থান - দত্তফুলিয়া অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এসআইআর-এর কাজে তৃণমূলের বুথ লেভেলের এজেন্ট-ই বাংলাদেশি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজনৈতিক চাপানউতোরের পর বাংলায় শুরু হয়েছে এসআইআর। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি বিএলও-রা এনুমারেশনের ফর্ম বিলিও করে দিয়েছেন। এমনকি সেই ফর্ম জমা নেওয়ার কাজও চলছে জোর কদমে।এরই মাঝে তৃণমূলের বুথ লেভেলের এজেন্ট বাংলাদেশি এবং

অবৈধ ভাবে কাঁকসায় বসবাস করছেন বলে অভিযোগ উঠল। এমনকি তাঁর পরিবার বাংলাদেশে আছে বলেও অভিযোগ সামনে এসেছে। এই অভিযোগ তুলেছেন কাঁকসার ৩নম্বর কলোনির বাসিন্দা অজয় মজুমদার। এই বিষয়ে তিনি ইমেলের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগও জানিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই কাঁকসা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ উঠেছে, ওই তৃণমূলের বুথ লেভেল এজেন্ট একই নাম হওয়ার সুবাদে অন্য জনের এপিক নম্বর ব্যবহার করেছে। গলসি বিধান সভার কাঁকসা ক্যাম্প এলাকার ৫৬ নম্বর বুথের বিএলএ (২) হয়েছেন তপন দাস। তিনি তৃণমূলের বিএলএ। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ থেকে তিনি চলে এসেছেন পরিবারকে ছেড়ে। তার স্ত্রী কন্যা এখন ও বাংলা দেশের নোয়াখালিতে বসবাস করছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নেই। তাই তিনি ২৬৭ বিধানসভার আউসগ্রাম বিধানসভার ছোড়া এলাকার এক ব্যক্তির নাম ও তার বাবার নাম এক হওয়ার কারণে সেই এপিক নম্বর ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। যার নাম ব্যবহার করা হয়েছে সেই তপন দাসের তখন বয়স ছিল ৫২ বছর। এবং তৃণমূল বুথ এজেন্টের তখন বয়স ছিল ২২ বছর। আউশগ্রামের তপন দাস এখন মৃত।

তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁর বয়স হতো এখন ৭৫বছর। কাঁকসার তপন দাসের বয়স ২০২৫ সালে ৪৪ বছর। এই জালিয়াতি করার পর ও তার এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপের পর সাবমিশনও হয়ে গেছে।

কাঁকসার ব্লক উন্নয়ন অধিকারিক সৌরভ গুপ্তা জানিয়েছেন, যেহেতু একই নাম ব্যবহার করেছেন। সেই কারণে সাবমিশন হতে পারে। তবে খসরা তালিকা বের হলে, তখন যদি ওনার নাম থাকে, তখন তদন্ত করা হবে।' বিজেপি নেতা রমন শর্মার অভিযোগ,'এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। অবিলম্বে তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যাবস্থা নেওয়া উচিত।' অভিযোগ কারী অজয় মজুমদার জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে আগাম খবর ছিল বিএলও-কে সাবধান করাও হয়েছিল। বিএলও কথার কোনো গুরুত্ব দেননি। পরে বিএলও জানান, ফর্ম সাবমিশন হয়ে গেছে তপন দাসের। তার পরেই তিনি ইমেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানান।

পণের লোভে স্ত্রীকে খুন! যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: পণ না পেয়ে স্ত্রী কে কুড়ুলের কোপ মারে স্বামী।স্বামীর নিশংসতার স্বীকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছিল স্ত্রী। ঘটনার ৫ বছর পর যাবজ্জীবন সাজা দিল আদালত। খুশি পরিবার।

জানা গিয়েছে ২০২০ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদের সোনামণি কিস্কুর সাথে বিয়ে হয় বুদবদের ভাতকুন্ডার সুনীল কিস্কুর। পণ দিতে পারেনি সোনামনির পরিবার। তাই লাগাতার স্বামীর অত্যাচারের শিকার হয় সে। শেষ পর্যন্ত সুনীল ধারালো কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করে স্ত্রীকে। প্রাণ হারায় আদিবাসী বধূ। বুদবুদ থানায় অভিযোগ দায়ের করে মৃতার পরিবার। দু' মাস ধরে তল্লাশি চালানোর পর গ্রেফতার হয় সুনীল। দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে শুরু হয় মামলা। পাঁচ বছর ধরে মামলা চলার পর মঙ্গলবার দোষী সাব্যস্ত করে দুর্গাপুর মহকুমা আদালত। বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারক প্রশান্ত চৌধুরী সাজা ঘোষণা করেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সাথে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায় আরো ছয় মাস জেল ঘোষণা করেন। দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী সুজিত রায় বলেন, 'পাঁচ বছর ধরে মামলা চলেছে। শেষ পর্যন্ত সাজা ঘোষণা হল। সোনামনির পরিবার বিচার পেল।'

ঠাকুরবাড়ি থেকে সন্দেহভাজন যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি থেকে সন্দেহভাজন যুবক আটক। আতঙ্কিত ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা। ঠাকুরবাড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ঠাকুরবাড়ির কামনা সাগরের পাড়ে এক যুবক ল্যাপটপ নিয়ে বসেছিল। তার গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী সোমা ঠাকুরের। তিনি বিষয়টি জানান ঠাকুরবাড়ির দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে। তারা এসে যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার কাছ থেকে ল্যাপটপ-সহ একাধিক নথি উদ্ধার হয়। পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় গাইঘাটা থানায়। খবর পেয়ে গাইঘাটা থানার পুলিশ এসে তাকে আটক করে নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম এম ডি আফ্রিদি। মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বাসিন্দা। শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী সোমা ঠাকুর জানান, 'ওই যুবকের কাছ থেকে যে সমস্ত নথি উদ্ধার হয়েছে তা থেকে সন্দেহ বাড়ছে। আমরা বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত আছি। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখুক।' একইসঙ্গে সুব্রত ঠাকুর জানান, 'দিল্লিতে যে হামলা হল সেখানেও প্রথমে কিভাবে রেইকি করেছে জানা যায়নি। ঠাকুরবাড়িতে সমস্ত কিছু খোলামেলা। অসংখ্য ভক্তরা প্রতিদিন আসেন। এরমধ্যে কার মনে কি আছে, আমরা কেউ জানিনা। পুলিশ প্রশাসনকে বলবো গুরুত্ব সহকারে দেখতে। তবে বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত এবং আতঙ্কিত আছি।' অন্যদিকে মমতা ঠাকুর বলেন, 'শুনেছি ওই যুবকের কাছে আমার এবং মধুপর্নার গাড়ির নম্বর পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন সময় ঠাকুরবাড়িতে বিভিন্ন লোক আসেন। ওই যুবক কি উদ্দেশ্যে এসেছিল পুলিশ তা খতিয়ে দেখুক।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবক মানসিকভাবে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত চলছে। যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালনায় 'বিনোদিনী নাট্য উৎসব' শুরু হল সিউড়িতে। বর্ধমান বিভাগের এই নাট্য উৎসবে রবীন্দ্র সদনে বিনোদিনী নাট্য উৎসবের শুভ সূচনা করেন বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নাট্য একাডেমির সদস্য রাজেশ ঘোষ, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী। হুগলি পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমানের নাট্যদলগুলি পরিবেশন করবেন নাটক। পাঁচ দিনব্যাপী চলা এই উৎসবে মোট ১০টি নাটক মঞ্চস্থ হবে।

প্রান্তিক কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় মন্ত্রীকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অক্টোবরের শেষদিকে আকস্মিক বৃষ্টিপাত ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বন্যাজনিত কারণে আলু রোপণে বিলম্ব হওয়ায় বর্তমানে নতুন আলুর যোগান সীমিত। ফলে রাজ্যবাসী এখনও সংরক্ষিত আলুর ওপরেই নির্ভর করছেন। এই পরিস্থিতিতে কোল্ড স্টোরেজগুলিতে এখনও প্রায় ১২ লাখ মেট্রিক টন আলু মজুত রয়েছে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এই আলু যদি ৩০ নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে বাজারজাত করতে হয়, তাহলে হঠাৎ অতিরিক্ত যোগানের কারণে আলুর দামে অস্বাভাবিক পতন ঘটার আশঙ্কা থাকবে, যা চাষিদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিকে বাধাগ্রস্ত করবে। একই সঙ্গে ডিসেম্বর মাসে বাজারে আলুর সম্ভাব্য অপ্রতুলতা ও বাইরের রাজ্যের আলুর ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ার পরিস্থিতিও সৃষ্টি হতে পারে। প্রসঙ্গত, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বার্থরক্ষা এবং তাঁদের উৎপাদিত আলুর অভাবী বিক্রি রোধের লক্ষ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রগ্রেসিভ পটেটো গ্রোয়ার্স অ্যান্ড ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যের হিমঘরগুলোতে আলু সংরক্ষণের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানিয়ে বিভাগীয় মন্ত্রী ও বিভাগীয় প্রধান সচিবের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন।

কিশলয় নাট্যগোষ্ঠীর নাট্য উৎসব সিউড়িতে

মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি

পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জের সিয়ারশোল কিশলয় নাট্যগোষ্ঠীর ৪৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হল সিউড়ির রবীন্দ্র সদনে। বুধবার সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আননায়ুধ পত্রিকার সম্পাদক স্বপন রায়, থিয়াটার অভিযান গোষ্ঠীর কর্ণধার সুবিনয় দাস আয়োজক সংস্থার সুবীর লাল চ্যাটার্জি প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির সহযোগিতায় এই নাট্য উৎসবে ইলোরা নাট্য দলের প্রযোজনায় নাটক 'পাশ ফেল' সিউড়ি আননের প্রযোজনা নাটক 'মহাজ্ঞানী' এবং ভদ্রেশ্বর সহমনিয়া নাট্যদলের নাটক পিঞ্জর মঞ্চস্থ হয়।

অভিষেকের নির্দেশে তৃণমূলের এসআইআর নজরদারিতে তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাজ্যে অবৈধ ভোটার শনাক্তকরণ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে শুরু হওয়া এসআইআর নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিতে বুধবার দুপুরে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ঝাড়গ্রাম শহরের একটি বেসরকারি রিসর্টে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরেই তড়িঘড়ি এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সভায় ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ কালীপদ সরেন, জেলার বিধায়ক, কাউন্সিলর এবং দলীয় নেতৃত্ব। সভায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'এসআইআরের কারণে যাতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ না পড়ে সে জন্য দলের সবাইকে সতর্ক থেকে পুরো বিষয়টিতে নজরদারি চালাতে হবে।'

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) -এর অধীনে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়।

লটে সম্পত্তি (নিম্নে বর্ণিত)	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	যে সময় পর্যন্ত
ক্র. নং. ১ থেকে ১১	অনলাইন: ১৭.১২.২০২৫	দুপুর ১.০০ টে পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ [উক্ত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলে আছে]

ক্র. নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ক) ই-অকশনের তারিখ এবং সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিশদ
১.	**শাখার নাম: লালগোলা (১৫৩২১০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: কাজু ঘোষ** **কাজু ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- জ্ঞাননাথ ঘোষ, গ্রাম- পাহাড়পুর, পো. ও থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮	পাহাড়পুর মৌজায় অবস্থিত জমি ও একতলা আবাসিক বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল. নং ৯, প্লট নং আর.এস. ৮৬৩, এল.আর. ১০৭৬, খতিয়ান নং এল.আর. ৬৯৪১৯, জমির পরিমাণ ৪ **ডেসিমেল,** জমির প্রকার- ভিটি, ৫ নং বাহাদুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পো. ও থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮, এডিএসআর ভগবানগোলা-এ নিবন্ধিত **২০১৫ সালের ৮২৩৫ নং দানপত্র দলিল** অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: কাজু ঘোষ,** পিতা- জ্ঞাননাথ ঘোষ **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ১৬.০৮.২০২২ খ) ২১.১০.২০২২ গ) ২,০৩,৩৪২.০০ টাকা **(দুই লক্ষ তিন হাজার তিনশত বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র)** ১৬.০৮.২০২২ **অনুযায়ী,**তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও অন্যান্য চার্জ সহ।	ক) ৩,৬৯,৯০০.০০ টাকা খ) ৩৬,৯৯০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA37766981	ক) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২.	**শাখার নাম: জগন্নাথপুর (১৮০৩২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: সাইয়েদ ফার্টিলাইজার** **মেসার্স সাইয়েদ ফার্টিলাইজার (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বাধিকারী- সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম- তাজপুর, পো.- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫ **সিরাজুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আবদুর রহমান, গ্রাম- তাজপুর, পো.- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫ **মার্জিনা বিবি (জামিনদার)** স্বামী- সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম- তাজপুর, পো.- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫	জগন্নাথপুর মৌজায় অবস্থিত জমি ও একতলা বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জে.এল. নং ২৬, এল.আর. প্লট নং ২৩৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৪৮৬, জমির পরিমাণ **৫ ডেসিমেল,** জমির প্রকার- বাড়ি, হুমায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ডিএসআর-১, মুর্শিদাবাদ -এ নিবন্ধিত ২০১১ সালের ৪৮৫৫ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: সিরাজুল ইসলাম,** পিতা- আবদুর রহমান **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ২৭.০৯.২০২২ খ) ২৮.১২.২০২২ গ) ৫,১১,৩২৩.৩৫ টাকা **(পাঁচ লক্ষ এগারো হাজার তিনশত তেইশ টাকা এবং পয়ত্রিশ পয়সা মাত্র)** তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও অন্যান্য চার্জ সহ।	ক) ৬,২৫,০০০.০০ টাকা খ) ৬২,৫০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40433035	ক) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩.	**শাখার নাম: বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: আব্দুল খালেক শেখ** **আব্দুল খালেক শেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- কছিবুদ্দিন শেখ গ্রাম- বেলডাঙ্গা, তমালতলা, পোস্ট ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩ **জাহেদা বিবি (জামিনদার)** স্বামী-আব্দুল খালেক শেখ গ্রাম- বেলডাঙ্গা, তমালতলা, পোস্ট এবং থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং দোতলা আবাসিক ভবন যা বেলডাঙ্গা মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৫১, আরএস প্লট নং ২৭৬৪, এলআর প্লট নং ৪০৩৫, এলআর খতিয়ান নং ৭৪৭৯, জমির ধরন- ভিটি, ৪ ডেসিমেল পরিমাপের এলাকা, বেলডাঙ্গা পৌরসভার অধীনে, বেলডাঙ্গা, বাগদিপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৩, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৩, বিক্রয় দলিল নং ২১৪২ সাল- ২০১৬ অনুযায়ী এডিএসআর বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী: জাহেদা বিবি,** স্বামী- আব্দুল খালেক শেখ **-এর নামে রেজিস্টার্ড।** **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৫.০১.২০২২ খ) ২০.০৪.২০২২ গ) ১০,২৩,৭৮৭.৪০ টাকা **(দশ লক্ষ তেইশ হাজার সাতশত সাতাশি টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) ২৫.০১.২০২২ অনুযায়ী** ৩১.০৫.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৭,৭৩,৯০০.০০ টাকা খ) ১,৭৭,৩৯০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০০ টাকা ঘ) PUNBU72349864	ক) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৪.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্টের নাম- মেসার্স গ্লসি গার্মেন্টস** **মেসার্স গ্লসি গার্মেন্টস (ঋণগ্রহীতা),** স্বত্বাধিকারী- মহঃ তারিফ হোসেন, এনএইচ ৩৪, বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩। **মহঃ তারিফ হোসেন (জামিনদার),** পিতা- জহিরউদ্দিন শেখ, গ্রাম- পূর্বপাড়া, পোঃ- ঝুনকা, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৪।	জমি ও দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- ঝুনকা, জেএল নং ৪৮, এলআর প্লট নং ২৬৪৪, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৮৩, যার পরিমাপ ২.৮৩ ডেসিমেল। জমির ধরন- বাড়ি। ভাবতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৭ সালের ৭২৯৭ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর বেলডাঙা-তে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মোঃ তারিফ হোসেন,** পিতা- জহিরউদ্দিন শেখ। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ১৯.০৯.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ৫,৩৩,৯৮৫.০০ টাকা **(পাঁচ লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শো পঁচাশি টাকা মাত্র) ১৯.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী,** ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ, তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	ক) ৯,৪৪,১০০.০০ টাকা খ) ৯৪,৪১০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU74672154	ক) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৫.	**শাখার নাম: লালগোলা (১৫৩২১০)** **অ্যাকাউন্টের নাম- মহঃ এমদাদুর রহমান** **মহঃ এমদাদুর রহমান (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- মহঃ আরশাদ আলী, গ্রাম- বালিগ্রাম, পোঃ ও থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮।	জমি ও দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- লালগোলা, জেএল নং ৮০, প্লট নং আরএস ২৯৮০, এলআর ৫১০১, এলআর খতিয়ান নং ১২৫৬৮, যার পরিমাপ ২.৮৭ ডেসিমেল। জমির ধরন- বাড়ি। লালগোলা গ্রাম পঞ্চায়েত, বালিগ্রাম, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮ -এর অধীন। ২০১৮ সালের ৫৬৭ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, ডিএসআর-১, মুর্শিদাবাদ-এ নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মোঃ এমদাদুর রহমান,** পিতা- মোঃ আরশাদ আলী। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ১২.০৮.২০২২ খ) ২১.১০.২০২২ গ) ৯,১২,৪৩০.০৫ টাকা **(নয় লক্ষ বারো হাজার চারশো ত্রিশ টাকা এবং পাঁচ পয়সা মাত্র)** ১৩/২ নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে অতিরিক্ত সুদ, তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ১১,২৯,৫০০.০০ টাকা খ) ১,১২,৯৫০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU74081137	ক) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৬.	**শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: এম জি ফুড প্রোডাক্ট** **মেসার্স এম জি ফুড প্রোডাক্ট** **স্বত্বাধিকারী- নাজবুর রহমান (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- এলাহীগঞ্জ, রায়তনবাগ, ডাকঘর- দহাপাড়া, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬০। **নাজবুর রহমান (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত গোলাপ রহমান গ্রাম- এলাহীগঞ্জ, রায়তনবাগ, ডাকঘর- ডি এল এস এস জে ধাম, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৪।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং একতলা ইট নির্মিত আবাসিক কাম বাণিজ্যিক বিল্ডিং যা রায়তনবাগ মৌজা, জে.এল. নং ০৭, আর.এস. প্লট নং ৬৬/১/১৯, এল.আর. প্লট নং ২১২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৪৩, এলাকা ৫ ডেসিমেল, জমির প্রকার- বাড়ি, দহাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, এডিএসআর লালবাগ-এ নিবন্ধিত ২০০১ সালের গিফ্ট ডিড নং ১৪৬৫ অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: নাজবুর রহমান,** পিতা- প্রয়াত গোলাপ রহমান। **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ২৪.০৫.২০২২ খ) ০৭.০৯.২০২২ গ) ৭,৪০,৫০৫.০০ টাকা **(সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশো পাঁচ টাকা মাত্র)** ১৩/২ নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে অতিরিক্ত সুদ, তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ১৩,২৪,৮০০.০০ টাকা খ) ১,৩২,৪৮০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU47532639	ক) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৭.	**শাখার নাম: দৌলতাবাদ (০৭৮৩২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: প্রবোধ পাল** **প্রবোধ পাল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত নিধু পাল, গ্রাম ও ডাকঘর- দৌলতাবাদ, থানা- দৌলতাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ পিন- ৭৪২৩০২ **দুলাল চন্দ্র পাল (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত নিধু পাল, গ্রাম ও ডাকঘর- দৌলতাবাদ, থানা- দৌলতাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ পিন- ৭৪২৩০২। **সুখদেব চন্দ্র পাল (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত নিধু পাল, গ্রাম ও ডাকঘর- দৌলতাবাদ, থানা- দৌলতাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ পিন- ৭৪২৩০২। **সুবোধ চন্দ্র পাল (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত নিধু পাল, গ্রাম ও ডাকঘর- দৌলতাবাদ, থানা- দৌলতাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ পিন- ৭৪২৩০২।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং একতলা বিল্ডিং যা দৌলতাবাদ মৌজা, জে.এল. নং ১২৯, এল.আর. প্লট নং ১৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ২০৪৮, ২০৪৯, ২০৫০, ২০৫১, এলাকা যথাক্রমে ১.৫ ডেসিমেল, ৩ ডেসিমেল, ১.৫ ডেসিমেল, ৩ ডেসিমেল, দুলাল চন্দ্র পাল, সুখদেব চন্দ্র পাল, সুবোধ চন্দ্র পাল, প্রবোধ পাল-এর নামে, মোট এলাকা ৯.২৫ ডেসিমেল, জমির প্রকার- ভিটি, দৌলতাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- দৌলতাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, এডিএসআর সদর জেলা মুর্শিদাবাদ -এ নিবন্ধিত ১৯৮৩ সালের বিক্রয় দলিল নং ৬৪৩৩ এবং ১৯৯০ সালের ৬৪১৫ অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: ১. প্রবোধ পাল ২. দুলাল চন্দ্র পাল ৩. সুখদেব চন্দ্র পাল ৪. সুবোধ চন্দ্র পাল, সকলেরই** পিতা- প্রয়াত নিধু পাল। **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ২২.০৯.২০২২ খ) ০৬.০১.২০২৩ গ) ১,৮৯,২৭৭.১৬ টাকা **(এক লক্ষ উননব্বই হাজার দুইশো সাতাত্তর টাকা এবং ষোলো পয়সা মাত্র) যা ২২.০৯.২০২২ তারিখের হিসাবে,** ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ এবং পুঞ্জীভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ১৮,২৪,৩০০.০০ টাকা খ) ১,৮২,৪৩০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU42675258	ক) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৮.	**শাখার নাম: বহরমপুর (৪৪৬৬০০)** **অ্যাকাউন্ট নাম-কৃষি বন্ধু ফার্টিলাইজার** **মেসার্স কৃষি বন্ধু ফার্টিলাইজার,** **স্বত্বাধিকারী- মহঃ আব্বাসউদ্দিন শেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত নামজি শেখ গ্রাম- সারগাছি, ডাকঘর- সারগাছি আশরা, বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৪। **বিলকিস বেগম (জামিনদার)** স্বামী- লুৎফর রহমান **মহঃ আব্বাসউদ্দিন শেখ** পিতা- প্রয়াত নামজি শেখ গ্রাম- সারগাছি, ডাকঘর- সারগাছি আশরা, বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৪।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি পরিমাপ ০.০৫ একর, যা বারুয়া মৌজা, জে.এল. নং ৬০, খতিয়ান নং এল.আর.- ২৮৪১, প্লট নং আর.এস. - ১৯০১, এল.আর. ৩২০৫, জমির প্রকার - বাড়ি, এডিএসআর বেলডাঙ্গা-তে নিবন্ধিত। স্বত্বাধিকারী: মহঃ আব্বাসউদ্দিন শেখ, পিতা- প্রয়াত নামজি শেখ, গ্রাম- সারগাছি, ডাকঘর- সারগাছি আশরা, বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৪। চৌহদ্দি- উত্তরে ৩ ফুট রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে পূর্ণা শেখের বাড়ি দ্বারা, পূর্বে ৮ ফুট রাস্তা দ্বারা এবং পশ্চিমে পুকুর দ্বারা বেষ্টিত। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ আব্বাসউদ্দিন শেখ,** পিতা- প্রয়াত নামজি শেখ। **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ০১.০৬.২০২১ খ) ২৮.১০.২০২১ গ) ১৫,২৪,৪১৯.৭৮ টাকা **(পনেরো লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশো উনিশ টাকা এবং আটাত্তর পয়সা মাত্র)** উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত অতিরিক্ত সুদ সহ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ব্যয়িত অদ্যাবধি সুদ ও খরচ সহ এবং পুঞ্জীভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ৩৪,১১,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৪১,১০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBO39899209	ক) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৯.	**শাখার নাম: পাঁচথুপি (০৬১৮২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: তিলোত্তমা ফরেন লিকার অন শপ** **তিলোত্তমা ফরেন লিকার অন শপ** স্বত্বাধিকারী- তিলোত্তমা চন্দ্র দে, গ্রাম ও পো.- কালেশ্বর, থানা- ময়ূরেশ্বর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২১৮ **তিলোত্তমা চন্দ্র দে (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- রাজ কুমার চন্দ্র, গ্রাম- মির্জাপুর, পো.- ফতেপুর, থানা- বুড়োয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২ **জামিনদার (গণ): ১) রাজ কুমার চন্দ্র** পিতা- কীর্তি চন্দ্র, গ্রাম- মির্জাপুর, পো.- ফতেপুর, থানা- বুড়োয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২ **২) সাথী ঘোষ** স্বামী- কেশব চন্দ্র, গ্রাম- মির্জাপুর, পো.- ফতেপুর, থানা- বুড়োয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২	মির্জাপুর মৌজায় অবস্থিত জমি ও একতলা আবাসিক বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল. নং ১১৫, এল.আর. প্লট নং ৯৫২, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৩১, জমির পরিমাণ ৬ ডেসিমেল, জমির প্রকার- ভিটি, বুড়োয়ান-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- বুড়োয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, এডিএসআর পাঁচথুপি-তে নিবন্ধিত **২০১৭ সালের ৪৬৩৩ নং দানপত্র দলিল** অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: রাজ কুমার চন্দ্র,** পিতা- কীর্তি চন্দ্র **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ০৩.১২.২০২২ খ) ২৮.০৩.২০২৩ গ) ১০,০৮,৩৬৪.৭২ টাকা **(দশ লক্ষ আট হাজার তিনশত চৌষট্টি টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র) ০৩.১২.২০২২ অনুযায়ী** ২৬.০৪.২০২২ পর্যন্ত অর্জিত সুদ, তদুপরি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ সহ।	ক) ৯,৮১,৯০০.০০ টাকা খ) ৯৮,১৯০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBKZT004949	ক) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১০.	**শাখার নাম: লালগোলা (১৫৩২১০)** **অ্যাকাউন্ট নাম-কবীর** **কবীর (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- এহসান আলী গ্রাম- নব্যপল্লী, ডাকঘর- কৃষ্ণপুর, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮ **আলীআরা বিবি (জামিনদার)** স্বামী- মহঃ এহসান আলী গ্রাম- নব্যপল্লী, চাঁমাপাড়া, ডাকঘর- কৃষ্ণপুর, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং একতলা আরসিসি ছাদযুক্ত ইট নির্মিত আবাসিক বিল্ডিং যা লালগোলা মৌজা, জে.এল. নং ৮০, আর.এস. প্লট নং ২৯১৪, এল.আর. প্লট নং ৪৩১৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩৭১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১২৪৫০, এলাকা ১ ডেসিমেল, জমির প্রকার- বাড়ি, লালগোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, চাঁমাপাড়া, লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮, এডিএসআর ভগবানগোলা-এ নিবন্ধিত ২০১৩ সালের গিফ্ট ডিড নং ১১৫২৮ অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী- আলীআরা বিবি,** স্বামী- মহঃ এহসান আলী। **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ৩০.০৪.২০২২ খ) ০৭.০৯.২০২২ গ) ২,৫৭,৪৯৯.৬২ টাকা **(দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশো নিরানব্বই টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র) যা ৩০.০৪.২০২২ তারিখের হিসাবে,** ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ তদুপরি পুঞ্জীভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ৪,১৯,৫০০.০০ টাকা খ) ৪১,৯৫০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU72243796	ক) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১১.	**শাখার নাম: কুমারদাহঘাট (১৩৫১২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: সায়রা খাতুন** **সায়রা খাতুন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত আবুল শেখ গ্রাম- হুমাইপুর, ডাকঘর- নওপাড়া শিমুলিয়া, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৪। **মানারুল হক (জামিনদার)** পিতা- মানসার আলী গ্রাম- জগন্নাথপুর, ডাকঘর- প্রদীপডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং দোতলা আবাসিক বিল্ডিং যা লালনগর মৌজা, জে.এল. নং ২০, এল.আর. প্লট নং ৬৮৩৫, ৬৮৪৪, ৬৮৪৫, এলাকা যথাক্রমে ০.০২৮৩, ০.০২৬৬, ০.০১৬৬ একর, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৯৩৭ এর অধীনে, মোট এলাকা (০.০২৮৩+০.০২৬৬+০.০১৬৬) = ০.০৭১৫ একর, জমির প্রকার- ভিটি, হুমাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৪, ডিএসআর মুর্শিদাবাদ-এ নিবন্ধিত ২০১৫ সালের গিফ্ট ডিড নং ২৫৭ অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: সায়রা খাতুন,** পিতা- প্রয়াত আবুল শেখ। **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ৩০.০৪.২০২২ খ) ১১.০৮.২০২২ গ) ৯,৩৪,৪৯০.০০ টাকা **(নয় লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো নব্বই টাকা মাত্র) যা ৩০.০৪.২০২২ তারিখের হিসাবে,** উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ এবং অদ্যাবধি সুদ ও নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ব্যয়িত খরচ এবং অতিরিক্ত চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ২১,০২,৪০০.০০ টাকা খ) ২,১০,২৪০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB0U60683738	ক) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :

১. সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে" এবং "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে।

২. অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।

৩. অনুমোদিত কর্মকর্তা কোনো কারণ না দেখিয়েই যেকোনো সময় নিলামের শর্তাবলী গ্রহণ বা সব নিলামের ডাক প্রত্যাখ্যান করার, যদি তা গ্রহণযোগ্য না হয়, অথবা নিলাম স্থগিত/বাতিল/মুলতবি/বন্ধ বা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং এই বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪. ক্রেতাকে রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সহ সমস্ত বিধিবদ্ধ বকেয়া / আনুষঙ্গিক খরচ/ অন্যান্য বকেয়া বহন করতে হবে।

৫. নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে এই বিক্রয় হবে। নিলামটি ১৭.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত https://baanknet.com ওয়েবসাইটে অনুষ্ঠিত হবে।

৬. বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://baanknet.com এবং https://www.pnbindia.in/EAuction.aspx দেখুন।

৭. বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য, আগ্রহী ক্রেতারা শ্রী নীল মণি (সিএম এবং অনুমোদিত অফিসার) মোবাইল: ৯১৬৩১৭৬১৯২ -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুযায়ী বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৬.১১.২০২৫
স্থান: বহরমপুর

শ্রী নীল মণি
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

২৬/১১-র ১৭ বছর পূর্তি, শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর: আতঙ্কের স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি মুম্বই তথা গোটা দেশবাসীর মন থেকে। ২৬/১১-র সেই ক্ষত এখনও তরতাজা সকলের মনে। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা কেড়ে নিয়েছিল ১৬৬ জনের প্রাণ। পাকিস্তানি জঙ্গিদের এলোপাথাড়ি গুলিতে রক্তাক্ত হয়েছিল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। ২৬/১১ হামলায় নিহতদের বুধবার স্মরণ করল মুম্বই তথা গোটা দেশ। মুম্বইয়ে ২৬/১১-র ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন সকালে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, মন্ত্রী আশিস শেলার, মঙ্গল প্রভাত লোধা প্রমুখও।

শাহ জানিয়েছেন, 'সন্ত্রাসবাদ শুধুমাত্র একটি দেশের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য অভিশাপ।' বুধবার সকালে এক্স মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, '২০০৮ সালের এই দিনেই সন্ত্রাসীরা মুম্বইয়ে কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়ে জঘন্য ও অমানবিক কাজ করেছিল। এই কাপুরুষোচিত হামলায় প্রাণ হারানো সকলকে শ্রদ্ধা জানাই।' সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে এক্স মাধ্যমে অমিত শাহ জানান, 'সন্ত্রাসবাদ কেবল একটি দেশের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য অভিশাপ। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মোদী সরকারের শূন্য-সহনশীলতা নীতি স্পষ্ট, যা সমগ্র বিশ্ব প্রশংসা করছে এবং ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানকে ব্যাপক সমর্থন দিচ্ছে।'

সংবিধান দিবসে শুভেচ্ছা শাহের

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: ভারতীয় সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে সমান সুযোগ প্রদানের পথ প্রশস্ত করে। সংবিধান দিবসে এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার এক্স মাধ্যমে অমিত শাহ জানান, 'সংবিধান দিবসে আমি বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং গণপরিষদের সমস্ত মহান সদস্যকে প্রণাম জানাই এবং এই দিনে দেশবাসীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।' অমিত শাহ এও জানান, 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের সংবিধান, প্রতিটি নাগরিককে সমান সুযোগ, মর্যাদাপূর্ণ জীবন, জাতীয় কর্তব্য এবং অধিকার প্রদানের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী দেশ গঠনের পথ প্রশস্ত করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আরও সচেতন করার জন্য 'সংবিধান দিবস' শুরু করেছেন।'

মমতার সরকারের সমালোচনায় সরব অনুরাগ ঠাকুর ও গিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি ও কাংড়া, ২৬ নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ এখন দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ ও অপরাধে জর্জরিত। বুধবার সকালে হিমাচল প্রদেশের কাংড়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ বলেন, 'জনগণ তাঁদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে প্রস্তুত।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্যের নিন্দা করে অনুরাগ বলেন, 'আসন্ন নির্বাচনে পরাজয়ের আগে এই বক্তব্যকে হতাশা হিসেবে দেখা যেতে পারে। বাংলা এখন দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ এবং অপরাধে জর্জরিত। আমরা তৃণমূলের নেতাদের কাছ থেকে এই ধরনের মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই আশা করতে পারি না। রাহুল গান্ধির অভিযোগ সত্ত্বেও, এনডিএ বিহারে জনাদেশ নিশ্চিত করেছে এবং এখন বাংলার পালা।' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিংও। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশি ও অনুপ্রবেশকারীদের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে। তাদের পরিচয়পত্র এবং অন্যান্য নথিপত্র দেওয়া হয়েছে, যার ফলে তারা অবৈধভাবে থাকতে পারে।'

গিরিরাজ এ-ও বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস এই অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংকের উপর নির্ভরশীল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের খুশি করার জন্য অসাংবিধানিক এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে সব কিছু করেন। তৃণমূল বিধায়কদের বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণের দাবি দুর্ভাগ্যজনক। যারা নিজেদের বাবর এবং ঔরঙ্গজেবের পুত্র বলে দাবি করে তাদের ভারতে থাকার কোনও অধিকার নেই।'

ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ ৪১ মাওবাদীর

রায়পুর, ২৬ নভেম্বর: নকশাল-মুক্ত হচ্ছে ছত্তিশগড়। নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে আবারও মিলল সাফল্য। বুধবার একসঙ্গে ৪১ জন মাওবাদী অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিল। এর মধ্যে ১২ জন মহিলা ও ২৯ জন পুরুষ রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩২ জনের মাথার সর্বমোট দাম ধার্য করা হয়েছিল এক কোটি ১৯ লক্ষ টাকা।

বুধবার ছত্তিশগড় পুলিশ জানিয়েছে, কেন্দ্র এবং রাজ্যের মিলিত প্রচেষ্টা এবং পুনর্বাসন নীতির ফলেই বহু মাওবাদী সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে চাইছেন। আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীরা মূলত পিএলজিএ , মিলিশিয়া এবং এরিয়া কমিটির ছিল। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত জেলায় ৫২৮ জন মাওবাদী গ্রেপ্তার, ৫৬০ জন মূলস্রোতে ফিরে এসেছে এবং ১৪৪ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে।

হাসিনার লকারে সাড়ে ৯ কেজির বেশি সোনা

ঢাকা, ২৬ নভেম্বর: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা হয়েছে সম্প্রতি। তারপরেই শুরু হয়েছে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রক্রিয়া। সেই প্রেক্ষিতেই পদক্ষেপ নিল অন্তর্বর্তী সরকার।

বুধবার জানা গেছে, বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স বিভাগ সোমবার মোতিঝিলের অগ্রণী ব্যাংকের দু'টি লকার খুলে ৮৩২.৫১ ভরি, অর্থাৎ ৯.৭০৪ কেজি সোনার গয়না উদ্ধার করেছে। সঙ্গে মিলেছে বিদেশ থেকে পাওয়া বেশ কিছু উপহার সামগ্রী। পূবালি ব্যাংকে হাসিনার নামে থাকা আরও একটি লকার খোলা হয়েছিল, যদিও সেখানে কিছু পাওয়া যায়নি। বুধবার তদন্তকারী সংস্থার এক আধিকারিক দাবি করেছেন, এটি বাজেয়াপ্ত প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ। আরও সম্পদের খোঁজে চলছে তল্লাশি।

অন্য দিকে, হাসিনাকে সাজা রদে আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে উচ্চ আদালতে আপিল করতে হবে। বুধবার বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল পূর্ণাঙ্গ রায়ে এই নির্দেশের কথা জানিয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর শেখ হাসিনা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ওই ট্রাইবুনাল। বুধবার পুরো রায় প্রকাশ করেছে তারা।

প্রশ্ন হল, শেখ হাসিনা কি ফাঁসির সাজার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন? নিয়ম হল, উচ্চ আদালতে আপিল করতে হলে নিম্ন আদালতের রায় মেনে প্রথমে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। অথবা পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করবে। তারপর তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারবেন। হাসিনা ও কামাল দু'জনের কারও এই মুহূর্তে দেশে ফেরার সম্ভাবনা নেই। তবে আইনজীবী মারফত তাঁরা আবেদন করার সুযোগ পেতে পারেন। তবে আবেদন করবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

দিল্লি বিস্ফোরণে সপ্তম গ্রেপ্তারি

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় এই নিয়ে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করল এনআইএ। দিল্লিতে বোমা বিস্ফোরণের ঠিক আগে সন্ত্রাসী উমর উন নবিকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে ফরিদাবাদের এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। বুধবার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, এই মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া সপ্তম অভিযুক্ত হল হরিয়ানার ফরিদাবাদের ধৌজের বাসিন্দা সোয়েব। এনআইএ তদন্তে জানা গেছে, ১০ নভেম্বর লালকেল্লার কাছে গাড়ি বোমা হামলার আগে সন্ত্রাসী উমরকে লজিস্টিক সহায়তা করেছিল সোয়েব। তদন্তের সময় এনআইএ এর আগে গাড়ি বোমা হামলাকারী উমরের আরও ৬ জন প্রধান সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে।

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II DEV/ Enit-2/2025-26
Dated 24/11/2025
E-Tender is hereby invited by the Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Dev. Block. Last date for bid submission is **23.12.2025.**
Details are available on www.wbtenders.gov.in
Sd/- Block Dev. Officer,
Suri-II Dev. Block, Birbhum

Abridged form of e-NIT-08/SARANG/2025-26
Circulations memo **no-84(3)/Sar/20254, dated-14.11.2025**. Applications are hereby invited from intending bidders for 1 (One) no work under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **12.12.2025 at 9.55 AM.** Other details may be seen from the website https://wbtenders.gov.in & office Notice Board.
(M) 9734013308
Sd/- Prodhan,
Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, দঃপূঃ রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ও ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের বিবরণ; আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ (১) টিআরডি-এডিএ-ই-টেন্ডার-২৮-২০২৫, তারিখ ২২.১১.২০২৫;** বার্ণপুরে লাইন নং ১ এবং ২-এর সম্প্রসারণের জন্য ওএইচই পরিবর্তন, সঙ্গে লাইন নং ১-এ কমন লুপ করা; ১,৭২,৮৭,৮৯৫.০৮ টাকা। **(২) টিআরডি-এডিএ-ই-টেন্ডার-২৯-২০২৫, তারিখ ২২.১১.২০২৫;** আপ লুপ লাইন ও আইল্যান্ড পাসের ব্যবস্থা করা দ্বারা ডাউন মেন কাম আপ লুপ সুবিধার অপসারণের জন্য ওএইচই কাজ। গড়বেতা স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম; ১,৩৯,২২,২২৩.৮৬ টাকা। উপরোক্ত কাজগুলির জন্য **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৫.১২.২০২৫-এ দুপুর ৩টা এবং উপরোক্ত কাজগুলির **ই-টেন্ডার খোলা** হবে ১৫.১২.২০২৫-এ দুপুর ৩টার পর। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **(PR-881)**

E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online/offline submission for tender reference no:
(1). **NIT 21/KDGP/PLC/2025-2026, Date 21.11.2025**
(2). **NIT MEMO NO. 195/KDGP/ 2025 Date 14.11.2025**
At different place within at KANPUR DHANBERIA GRAM PANCHAYAT under DIAMOND HARBOR-I Block, South 24 pgs WB. Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in** And Panchayat Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Kanpur Dhanberia Gram Panchayat
Diamond Harbour-I
24 Pgs. (South)

TENDER
E- Tenders are invited by The Prodhan, **Chhitka Gram Panchayat** (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill & P.O- Chhitkadaspara, Nadia. **NIET No- 22 of Chhitka GP of 2025-2026/15th/ CFC/Untied, 23 of Chhitka GP of 2025-2026/15th/ CFC/ Tied**. Last Date of submission - **24.12.2025 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Chhitka Gram Panchayat.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-46/2025-26 Dated 31.10.2025
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 29.12.2025 in place of 24.11.2025 for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_935200_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Electrical.)ADDA **Sd/- Exe. Engr. (Elect.), ADDA**

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টিআইবি-সিআইবি-কেজেআরএ-বিজিএনএ২৫, তারিখ ২৫.১১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টিআইবি- সিআইবি-কেজেআরএ-বিজিএনএ২৫-এর প্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে শহরতলির স্টেশনগুলির মধ্যে বলগোনা, কর্জনা, শ্রীপাটশ্রীখণ্ড, নেগুন, বনকাপাসী স্টেশনে টিআইবি-র ব্যবস্থা করার কাজ। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ২,৩৩,৩৪,৫৬৯.৯৭ টাকা। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২,৬৬,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.১১.২০২৫ বিকেল ৩টে ৬ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু ঃ** ০৩.১২.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।
HWH-416/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/29/2025-26, dated 25.11.2025. Fund: APAS.** Bid submission Start Date: **26.11.2025 at 09.00 AM.** Last Date of Bid Submission: **24.12.2025 up to 10.00 AM.** Date of Opening : **26.12.2025 at 10.00 AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, **Natidanga-I Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Natidanga, Nadia. NIET NO. **10-NATI - I - BEUP - FUND -2025-26,** Last date of submission **26.12.2025 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Natidanga- I Gram Panchayat.

Abridged form of e-NIT-07/SARANG/ 2025-26, 09/SARANG/2025-26,
Circulations memo **no-83(3)/Sar/2025, 85(3)/Sar/2025,** All dated- **14.11.2025**. Applications are hereby invited from intending bidders for 10 (Ten) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **13.12.2025 at 4.55 PM.** Other details may be seen from the website https://wbtenders.gov.in & office Notice Board.
(M) 9734013308
Sd/- Prodhan,
Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of Work	NIT No	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF THE WATER BODY FANCING OF WARD NO-05 UNDER BIRNAGAR MUNICIPALITY, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. Group-A	WBMAD/BM/ 18e/2025-26(2nd Call) Memo. No.: 745/PWD Dated: 21.11.202	24.11.2025 at 11.00AM	22.12.2025 at 11.55AM
2.	ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF THE PROPOSED DRAIN COVER NET AT SARBAGEYA PARA TO SANI MANDIR OF WARD NO-05 UNDER BIRNAGAR MUNICIPALITY, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. Group-B			
3.	ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF THE PROPOSED DRAIN COVER NET AT MOHITOSH HALDAR HOUSE OF WARD NO-05 UNDER BIRNAGAR MUNICIPALITY, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. Group-C			

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/1255/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Ranajit Das towards Asit Gayen at Khudirampally in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 142 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,71,916.00
WBMAD/ULB/ RSM/1256/25-26 Dated 01.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Sona Pal towards Kumaresh Baidya via Tumpa Mili Gayen at Baguipara Santi Unnayan Club in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 142 (Proposal Serial No - 02), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 6,06,692.00

Bid Submission end date is being extended from **25.11.2025 at 11-00 hrs to 25.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.: SAINTHIA,DIST.:BIRBHUM
NOTICE INVITING TENDER NO- e-NIT NO: WBMAD/SM/Engg.Sec/ SBM/14 of 2025-26
The Chairman of Sainthia Municipality invited tenders for the work of - Construction of toilet in different part of area under Sainthia Municipality.
Tenders Submission closing date: - 1) 29.12.2025 at 11.00 A.M
For further details please contact the mentioned office.
Sd/-Chairman
Sainthia Municipality
Sainthia,Birbhum

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(1) WBMAD/ULB/ BM/PW/Own Fund/ NIT- 21(2nd Call)/2025-2026
Memo No:-3208/PWD/BM/2025-2026, Dated- 20.11.2025
Number of Work :- 1 (One) Sl. No. 1
Supply, Erection and Installation of 25 mtr. Flag-Mast with Indian National Flag & Illuminated with 4 nos 350 w Led flood Light fixing on 4 nos 6 mtr MS Pole.
(2) WBMAD/ULB/ BM/PW/Own Fund/ NIT- 24(2nd Call)/2025-2026
Memo No:-3207/PWD/BM/2025-2026, Dated- 20.11.2025
Number of Work :- 1 (One) Sl. No. 1
Upgradation of kacah road by Jhama metal & Stone Dust from i) H/O Kashi Thandar to Sadhan Bayen via Sanjib Mahatoh (90.0) (ii) Sadhan Bayen to Somiran Gayen (52.0m) (iii) H/O Somiran Gayen to Tapati Saha via Prabhas das (215.0m) at Dakshinpally in ward no 05 under Bolpur Municipality.
(3) WBMAD/ULB/ BM/PW/Own Fund/ NIQ- 05(2nd Call)/2025-2026
Memo No:-3209/PWD/BM/2025-2026, Dated- 20.11.2025
Number of Work :- 1 (One) Sl. No. 1
Upgradation of kacah road by Jhama metal & Stone Dust from i) H/O Kashi Thandar to Sadhan Bayen via Sanjib Mahatoh (90.0) (ii) Sadhan Bayen to Somiran Gayen (52.0m) (iii) H/O Somiran Gayen to Tapati Saha via Prabhas das (215.0m) at Dakshinpally in ward no 05 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission **26.12.2025 at 9.00 A.M.** for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/1980/25-26 Dated 25.11.2025	Installation of 1(ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Canel side Road,AT WARD NO_29 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.1,07, 295.37/-
WBMAD/ULB/ RSM/1981/25-26 Dated 25.11.2025	Installation of 1(ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Ramkrishna Nagar Play Ground, AT WARD NO.30 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.1,07,295.37/-
WBMAD/ULB/ RSM/1982/25-26 Dated 25.11.2025	Installation of 1(ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Pravat Pally More Kali Mandir , AT WARD NO.35 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.1,07,295.37/-

Bid Submission end date: **29.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II DEV/ Enit-2/2025-26
Dated 24/11/2025
E-Tender is hereby invited by the Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Dev. Block. Last date for bid submission is **23.12.2025.**
Details are available on www.wbtenders.gov.in
Sd/- Block Dev. Officer,
Suri-II Dev. Block, Birbhum

ময়দান

পঞ্চমে ভারত

দুবাই, ২৬ নভেম্বর: বুধবার গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৪০৮ রানে পরাজিত হওয়ার পর ভারত আইসিসি টেস্ট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-২৭ স্ট্যান্ডিংয়ে পঞ্চম স্থানে নেমে গেছে। গৌতম গম্ভীরের ভারত বর্তমান চক্রে এখন পর্যন্ত চারটি ম্যাচ জিতেছে, চারটিতে হেরেছে এবং একটি ড্র করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা চার ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, এই বছরের শুরুতে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাত্র একবার হেরেছে। অস্ট্রেলিয়া তাদের চারটি ম্যাচ জিতে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে।

বাইচুংয়ের প্রদর্শনী ম্যাচে শুভ সূচনা টাটা স্টিল ম্যারাথনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: টাটা স্টিল ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারীদের সাড়া মিলছে ব্যাপক। ভারতের অন্যতম বৃহৎ ও প্রধান ক্রীড়া ইভেন্টের এই বছরের সংস্করণের কাউন্টডাউন শুরু হল এক প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ 'ভাইচুং'স ১০' দিয়ে। ভারতের ফুটবল আইকন বাইচুং ভুটিয়া নয়জন ভাগ্যবান অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে একটি পাঁচ জনের দলের প্রদর্শনী ম্যাচ খেললেন। 'বাইচুং'স ১০-এর নেতৃত্ব দেওয়া এবং টাটা স্টিল বিশ্ব ২৫ কিমি ম্যারাথন কলকাতার দশম বার্ষিকী উদযাপনের সূচনা করা আমার জন্য সৌভাগ্যের।

ঘরের মাঠে লজ্জার চুনকাম, পন্থদের হতাশা তবু 'লিটল'

গুয়াহাটি, ২৬ নভেম্বর: ৫৪৮ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে মধ্যাহ্নভোজনের আগেই ১৪০ রানে শেষ ভারতের ইনিংস। ঘরের মাঠে ৪০৮ রানের বিশাল ব্যবধানে লজ্জাজনক হারের পরও ভারতীয় ক্রিকেট দলে হতাশার বিশেষ ছাপ দেখা গেল না। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিপর্যয়ের পর দক্ষিণ আফ্রিকার হাতেও একইভাবে চুনকাম হওয়ায় সমর্থক এবং বিশেষজ্ঞদের ক্ষোভ বেড়েছে। এমন সময়ে অধিনায়ক ঋষভ পন্থের ম্যাচ-পরবর্তী মন্তব্য আরও বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। টেস্ট ইতিহাসে ভারতের অন্যতম বড় ব্যবধানে হারের পর তিনি বলেন, এই হার 'লিটল ডিসঅ্যাপয়েন্টিং'। টেস্টে সর্বোচ্চ ব্যবধানে লজ্জাজনক পরাজয়ের পরও কী ভাবে হতাশার মাত্রা 'একটু', তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে ক্রিকেটমহলে। ম্যাচ শেষে পন্থ যদিও পরাজয়ের দায় স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা সমালোচকদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ভারতের অধিনায়ক জানান, দক্ষিণ আফ্রিকা গোটা সিরিজ জুড়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং ভারতকে দাঁড়াতে দেয়নি। তাঁর বক্তব্য, 'দল হিসাবে আমাদের আরও ভাল খেলতে হবে। হার থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বিপক্ষকে কৃতিত্ব দিতেই হবে।' তিনি আরও বলেন, ক্রিকেটে সুযোগ কাজে লাগানোই সবচেয়ে বড় বিষয়, আর ভারতীয় দল ঘরের মাঠেও সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। ফলে সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো হাতছাড়া হয় এবং ম্যাচের গতিপথ প্রতিপক্ষের হাতে চলে যায়। পন্থ স্বীকার করেছেন, শুধু দক্ষতা নয়, মানসিকতাও ছিল দুর্বল। তাঁর কথায়, ম্যাচ পাঁচ দিন গড়ালেও জয়ী হওয়ার মানসিকতা দলের মধ্যে দেখা যায়নি। প্রতিটি সেশনে চাপ প্রয়োগের ইচ্ছা এবং জয়ের ক্ষুধা ফুটে ওঠেনি। তিনি মনে করেন, ভবিষ্যতে বিজয়ের মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামতে হবে, নইলে ঘরের মাঠ হোক বা বিদেশ; ফল একই থাকবে। এই সিরিজে ভারতীয় দলের কিছু স্পষ্ট দুর্বলতা সামনে এসেছে। ব্যাটিং ব্যর্থতা, ম্যাচ পরিস্থিতির ভুল মূল্যায়ন, বোলারদের ধারহীনতা এবং ফিল্ডিংয়ে অনিশ্চয়তা দলের পরাজয়ের মূল কারণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আত্মতুষ্টি এবং প্রস্তুতির ঘাটতি প্রকট ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগিয়েছে, বিপরীতে ভারত সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করার খেসারত দিয়েছে। পন্থ বলেছেন, দল এখন পরিকল্পনায় মন দেবে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে উন্নতির পথে এগোবে। তবে সমালোচকদের যুক্তি; কথা নয়, মাঠেই প্রমাণ প্রয়োজন। ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রশ্ন, ঘরের মাঠে টানা হারের পরেও কেন দলের মধ্যে জরুরি পরিস্থিতির অনুভূতি নেই? এত বড় পরাজয়ের পরও 'লিটল ডিসঅ্যাপয়েন্টিং'

বলাটা কি ব্যর্থতাকে স্বাভাবিক করে দেখার ইঙ্গিত নয়? ভারতীয় দল এখন কঠিন মোড়ের সামনে দাঁড়িয়ে। ঘরের মাঠের প্রতাপ ভাঙতে শুরু করেছে, আর প্রতিপক্ষরা ভারতকে আগের মতো ভয় পাচ্ছে না। তাই এই সিরিজ শুধু পরাজয় নয়, আত্মসমালোচনার অ্যালার্মও। ঋষভ পন্থ ও কোচিং স্টাফের সামনে এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষা; এই লজ্জাজনক পরাজয়কে বদলের অনুপ্রেরণা হিসাবে ব্যবহার করা। নইলে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট আরও গভীর সঙ্কটে পড়ে যেতে পারে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

‘ভারতে অনেক প্রতিভা আছে, কিন্তু তা ধরে রাখার ব্যবস্থার অভাব’

বিট্টু দত্ত

ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের উজ্জ্বল ইতিহাসে অঞ্জু ববি জর্জ এক অনন্য নাম। দীর্ঘ লাফে দেশের প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পদকজয়ী হিসেবে তিনি ভারতকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নতুন পরিচিতি দিয়েছিলেন। শুধু সফল অ্যাথলিট হিসেবেই নয়, আজ তিনি প্রশাসক হিসেবেও ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। মাঠে তাঁর জয়ের মনোভাব, কঠোর পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা এবার নতুন প্রজন্মের অ্যাথলিটদের পথপ্রদর্শক। তাঁর যাত্রা কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয়, বরং ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের গল্প। সেই স্বপ্ন, চ্যালেঞ্জ এবং আগামী দিনের লক্ষ্য নিয়েই এক খোলামেলা কথোপকথনে প্রাক্তন অ্যাথলিট **অঞ্জু ববি জর্জ** মুখোমুখি হলেন ‘**একদিন**’-এর।

প্রশ্ন: বর্তমান ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে কী ভাবে দেখেন? আমাদের অ্যাথলিটরা কি বিশ্ব প্রতিযোগিতায় উন্নতি করছে?

অঞ্জু: আজকের ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স অনেকটাই বদলে গেছে। আগের তুলনায় এখন খেলার প্রতি পেশাদার মনোভাব তৈরি হয়েছে। অ্যাথলিটরা ফিটনেস, পুষ্টি, মনস্তত্ত্ব, আধুনিক প্রযুক্তি- সব ক্ষেত্রে উন্নত সুযোগ পাচ্ছে। নীরজ চোপড়া, প্রজ্ঞা মণ্ডল, অন্নু রানি-সহ বেশ কয়েকজন অ্যাথলিট আন্তর্জাতিক মঞ্চে ধারাবাহিক সাফল্য আনছেন। অলিম্পিক, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ও ডায়মন্ড লিগে ভারতের অংশগ্রহণ এবং পারফরম্যান্স দেখেই বোঝা যায় আমরা উন্নতির পথে আছি। অবশ্য এখনও লম্বা পথ যেতে হবে, কিন্তু মানসিকতা বদলেছে; এটাই বড় প্রাপ্তি। এখন ভারত শুধু অংশগ্রহণ করতে নয়, পদক জিততে মাঠে নামে। তাই আমার চোখে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল।

প্রশ্ন: আপনার সময়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কেমন ছিল? আর এখন কী পরিবর্তন দেখছেন?

অঞ্জু: আমাদের সময় প্রশিক্ষণ খুব কঠোর হলেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অভাব ছিল। বিদেশে গিয়ে ট্রেনিং বা আন্তর্জাতিক কোচের সাহায্য নেওয়ার সুযোগ সীমিত ছিল। পুষ্টি, ফিজিওথেরাপি, স্পোর্টস সায়েন্স, মানসিক প্রশিক্ষণ; এসব বিষয় তখন ততটা গুরুত্ব পেত না। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অ্যাথলিটরা ছোটবেলা থেকেই স্পেশ্যালাইজড কোচ পাচ্ছে, উচ্চমানের সরঞ্জাম, জিম ও ট্র্যাক সুবিধা রয়েছে। আর্চারি থেকে জ্যাভলিন; প্রতিটি বিভাগে আলাদা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়েছে। বিদেশে ট্রেনিং ও প্রতিযোগিতার সুযোগও বেড়েছে। আজকের অ্যাথলিটরা প্রাথমিক পর্যায় থেকেই বিশ্বমানের প্রস্তুতি পায়। এটাই সবচেয়ে বড় পরিবর্তন।

প্রশ্ন: একসময় বাংলা বহু মহান অ্যাথলিট তৈরি করেছিল, কিন্তু এখন সেই ধারা কেন কমে গেছে? সমস্যা কি প্রশিক্ষণে নাকি উৎসাহে?

অঞ্জু: এটা শুধু একক কোনও সমস্যার ফল নয়। আগে বাংলায় খেলাধূলা ছিল সমাজের সংস্কৃতির অংশ। স্কুল, ক্লাব, কলেজ; সব জায়গায় অ্যাথলেটিক্সের যত্ন নেওয়া হত। এখন পড়াশোনার চাপ, চাকরির চিন্তা ও খেলাকে পেশা হিসেবে অস্বীকার করার মানসিকতা অনেক অ্যাথলিটকে পিছিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া যদি সত্যি কথা বলি, তা হলে আমার মনে হয় এখানে অনেক আছে, কিন্তু তা ধরে রাখার ব্যবস্থা নেই। প্রশিক্ষণের পরিকাঠামো আছে, কিন্তু পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা

ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেই। প্রতিভা আছে, তবে তাদের ধরে রাখার জন্য সঠিক ব্যবস্থা জরুরি। মোটিভেশন, আর্থিক নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সুযোগ বাড়লে বাংলা আবার বহু চ্যাম্পিয়ন তৈরি করতে পারবে।

প্রশ্ন: অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আরও কী করলে অলিম্পিক ও বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বেশি পদক আনা যাবে?

অঞ্জু: প্রথমত, প্রতিভা শনাক্তকরণকে গ্রাসরুট স্তরে আরও শক্তিশালী করতে হবে। স্কুল ও জেলা পর্যায়ের অ্যাথলিটদের নিয়মিত স্কাউটিং জরুরি। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি অ্যাথলিটের জন্য ব্যক্তিগত কোচ, পুষ্টিবিদ, ফিজিও ও মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শদাতার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তৃতীয়ত, বিদেশে নিয়মিত প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ালে আত্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা দুটোই বাড়বে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা; এক-দুই বছর নয়, পাঁচ-ছয় বছরের প্রস্তুতি দরকার। অ্যাথলিটদের আর্থিক নিরাপত্তা ও পেশা হিসেবে সম্মান দেওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে টানা কাজ করলে ভারত ভবিষ্যতে বহু অলিম্পিক ও বিশ্ব পদক জিততে পারবে।

প্রশ্ন: একজন সাবেক লং জাম্পার হিসেবে ভবিষ্যতে কোচ বা মেন্টরের ভূমিকা নিতে চান? ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে আপনার লক্ষ্য কী?

অঞ্জু: হ্যাঁ, আমি সবসময়ই চাই তরুণ প্রজন্মের অ্যাথলিটদের পাশে থাকতে। আমার অভিজ্ঞতা, ভুল, সঠিক সিদ্ধান্তের শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা তাদের সাহায্য করতে পারে। আমি চাই ভারত যেন শুধু কয়েকটি ইভেন্টে নয়, বিভিন্ন ট্র্যাক ও ফিল্ড বিভাগে বিশ্বমানের অ্যাথলিট তৈরি করে। ভবিষ্যতে কোচ, মেন্টর বা প্রশাসনের মাধ্যমে যে ভাবেই হোক, ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করতে চাই। আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন; ভারত যেন নিয়মিত ভাবে অলিম্পিকে একাধিক পদক জেতে এবং বিশ্বের সেরা অ্যাথলেটিক্স জাতিগুলির মধ্যে স্থান করে নেয়।

কলকাতার ক্লাবে কোচিং করানো আমার স্বপ্ন: র‍্যামিরেজ ব্যারেটো

ঋতিকা চক্রবর্তী

মোহনবাগান সমর্থকদের কাছে তিনি প্রিয় ‘সবুজ তোতা’। সেই নস্ট্যালজিক ব্যারেটো আবার কলকাতা তথা বাংলার ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বেঙ্গল সুপার লিগের (বিএসএল) দল হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন জোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো। আইএফএ ও শ্রাচী স্পোর্টসের যৌথ উদ্যোগে বাংলার ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শুরু হতে চলেছে বেঙ্গল সুপার লিগ (বিএসএল)। তরুণ ফুটবলারদের জন্য যা হতে চলেছে এক বড় মঞ্চ। সেই লিগেরই একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্ব নিয়েছেন প্রাক্তন মোহনবাগানী ব্রাজিলিয়ান ব্যারেটো।

কোচ ব্যারেটোর নেতৃত্বেই এই ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিভাবান ফুটবলারদের বেছে নিচ্ছে। ব্যারেটোও চাইছেন নতুন দায়িত্ব মন দিয়ে পালন করতে। কলকাতায় মোহনবাগান সমর্থক তথা আপামর ফুটবলপ্রেমীরা যেমন খেলোয়াড় ব্যারেটোকে আপন করে নিয়েছিলেন, তিনি চান সমর্থকরা কোচ ব্যারেটোকেও যেন আপন করে নেন। ব্যারেটো বলেন, ‘খেলোয়াড় হিসেবে কলকাতায় আমার অনেক স্মৃতি রয়েছে, এবার নতুন দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। আপনারা জানেন আমি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি, তাই আমার মনে হয় এটা আমার কাছে একটা বড় সুযোগ। কলকাতার ক্লাবে কোচিং করানো আমার কাছে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমায় মোহনবাগানের কিছু সমর্থক এসে ক্লাবের কথা বলে। তারা আমায় সমর্থন করে। আমি ওই ক্লাবে খেলেছি। কিন্তু এখন নতুন দায়িত্ব। আমি এখানেও নিজের সেরাটাই দেব। আমি চাই তারা আমাকে সমর্থন করুক। এই দলকে সমর্থন করুক।’ আইএসএল ও আই লিগ নিয়ে আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। তখন বিএসএল বাংলা ফুটবলকে থমকে থাকতে দিচ্ছে না। হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স ফ্র্যাঞ্চাইজির গোলকিপার কোচ একসময়ে ব্যারেটোরই সতীর্থ সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়। দলের মেন্টর শিশির ঘোষ। জার্মানি ও উরুগুয়ের দুই বিদেশির সঙ্গে রয়েছেন ব্রাজিলের পাবলো সিজার।

হাওড়া-হুগলি টিমের অন্যতম কর্ণধার নিখিল শাহের কথায়, ‘বিএসএলে আমরা ছাপ রাখতে চাই। আমরা ভালো করলে হাওড়া-হুগলিরই নাম বেশি হবে। তাই আমাদের সমর্থন করুন। আমরা এগিয়ে যেতে পারব। কোচিং নিয়ে ব্যারেটো খুবই সিরিয়াস। এতটাই যে, প্র্যাক্টিসের সময়ে আমাদেরও মাঠে ঢোকা বারণ। তিনটে সেশনে ভাগ করা হয়েছে প্র্যাক্টিস। গা ছাড়া দেওয়ার কোনও জায়গাই নেই।’

গোর্খাদের মন জয় করে পাহাড়ে এগিয়ে বিজেপি

শুভাশিস বিশ্বাস

পাহাড় যেমন রূপ বদলায় ঠিক তেমনই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদল দেখা যায় দার্জিলিং লোকসভায়।দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিশেষত্ব হলো পাহাড়ি ও সমতল অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং রাজনৈতিকভাবে এটি সবসময়ই রয়ে গেছে বঙ্গ রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে পাহাড়ি আন্দোলন, গোখর্াল্যান্ড দাবি এবং দলবদল। এই সব কারণে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ও অস্থির এখানকার রাজনৈতিক চিত্র। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর গোর্খাল্যান্ড দাবি এই আসনের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। পাশাপাশি চা শিল্প ও পর্যটন দার্জিলিংয়ের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। এই খাতগুলিতে উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি ভোটারদের খুব বেশি পরিমাণে প্রভাবিত করে। এছাড়াও পাহাড়ি অঞ্চলে কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন ইস্যু সবসময়-ই গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা নিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দার্জিলিং আসনকে বলা হয় ‘পাহাড় বনাম সমতল’ রাজনীতির প্রতিফলন। পাহাড়ি অঞ্চলে গোর্খা সম্প্রদায়ের দলগুলি প্রভাবশালী, তবে তারা প্রায়ই জাতীয় দলের সঙ্গে জোট করে। তবে গত দুই দশকে বিজেপি ধারাবাহিকভাবে পাহাড়ি রাজনীতিতে এক শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে।দার্জিলিংয়ের মতো এক গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় আসনে ২০১৯-এর পরে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও জয়ী হন রাজু বিস্তা।

পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং এবং উত্তর দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে দার্জিলিং লোকসভা তৈরি হয় ১৯৫৭ সালে। কোনও সংরক্ষণ না থাকায় এটি সাধারণ আসন হিসেবেই পরিগণিত হয়। ২০১১-এর আদমশুমারি অনুসারে মোট জনসংখ্যা প্রায় ২২.০২ লক্ষ। এর মধ্যে গ্রামীণ জনসংখ্যা প্রায় ৬৬.৬৮ শতাংশ। শহুরে জনসংখ্যা প্রায় ৩৩.৩২ শতাংশ। জাতিগত হিসেবে দেখতে গেলে গোর্খা সম্প্রদায় এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এঁরা নেপালি ভাষাভাষী। আর বাঙালি সম্প্রদায় সমতল অঞ্চলে প্রধান। পাশাপাশি রয়েছে লেপচা, ভুটিয়া ও অন্যান্য পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীরও উপস্থিত। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস করলে এখানে তফশিলি জাতি প্রায়

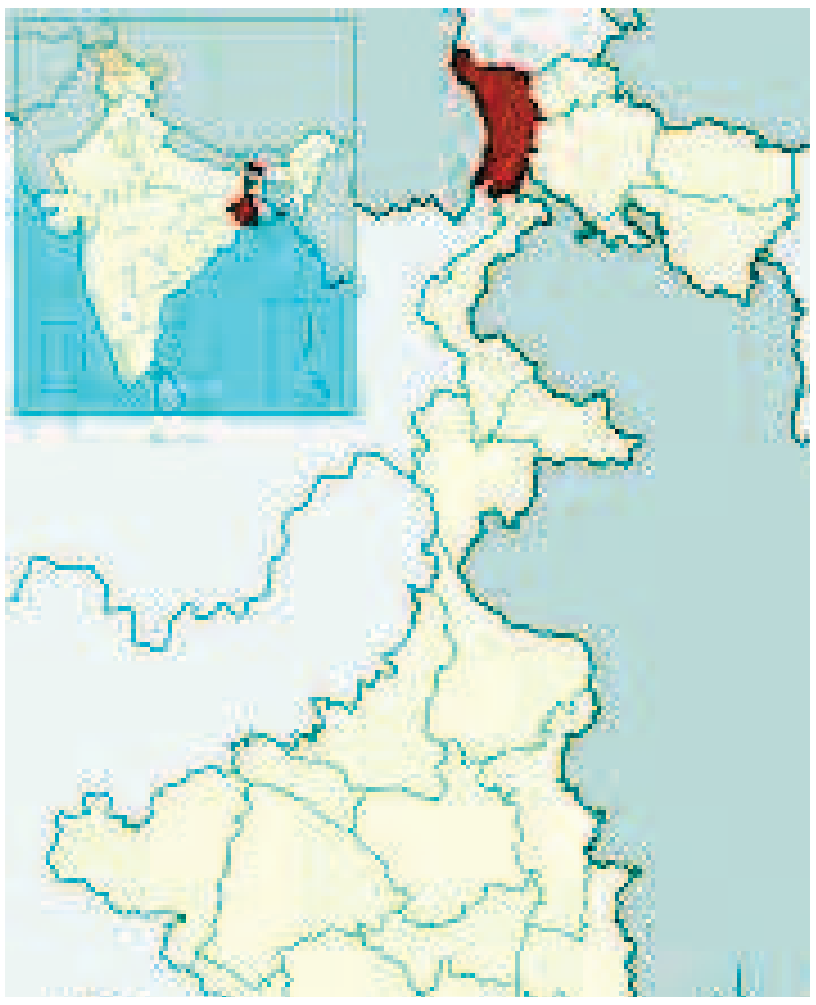

১৭ শতাংশ। তফশিলি উপজাতি প্রায় ১৮.৯৯ শতাংশ। এই দুই শ্রেণি মিলিয়ে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকেও ছাপিয়ে যায়।

এই লোকসভার মোট ভোটার প্রায় ১৪.৩৭ লক্ষ।কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্শিয়ং, মাটিগাড়া-নক্সালবাড়ি, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া আর চোপড়া এই সাতটি বিধানসভা এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। পাহাড়ি অঞ্চলে গোর্খা সম্প্রদায় (নেপালি বংশোদ্ভূত) সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে সমতল অঞ্চলে দেখা যায় বাঙালি ও অন্যান্য সম্প্রদায় বসবাস। তবে সমতল অঞ্চলের ভোটাররা (শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া, চোপড়া) বাঙালি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত, তারা সাধারণত তৃণমূল বা কংগ্রেসকে সমর্থন করে।

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক ইতিহাস দেখতে গেলে আমাদের নজরে আসে প্রথমদিকে এখানে ছিল কংগ্রেসের আধিপত্য। এরপর পাহাড়ি অঞ্চলে গোর্খা সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এরপর ১৯৮০-এর দশকে গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বা জিএনএলএফ-এর উত্থান হয়।গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে কেন্দ্র করে দার্জিলিং লোকসভা আসন পাহাড়ি রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গাও নিয়ে নেয় এই সময় থেকেই। ফলে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের প্রভাব নজরকাড়া ভাবে কমে। এরপর ২০০৪ সালে দার্জিলিং থেকে মানঘষা সুভাষ ঘিসিং-এর জিএনএলএফ দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর ২০০৯ সালে আসে আরও এক রাজনৈতিক পরিবর্তন। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা বিজেপিকে সমর্থন করার ফলে যশবন্ত সিং এই দার্জিলিংয়ে জয়ী হন।

এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়., এটি ছিল পাহাড়ি রাজনীতিতে বড় মোড়, কারণ প্রথমবার পাহাড়ি দল জাতীয় দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এরপর ২০১৪ সালে বিজেপির এস.এস. আহলুওয়ালিয়া জয়ী হন, আবারও আবারও জিজেএম-এর সমর্থনে।আর ২০১৯ সালে বিজেপির রাজু বিস্তা জয়ী হন, পাহাড়ি ভোটে বড় ব্যবধান তৈরি করে। এরপর এই জয়ের ট্রেন্ড বজায় রেখে ২০২৪ সালে ফের জয়ী হন সেই রাজু বিস্তাই প্রায় ৬.৭৫ লক্ষ ভোট পেয়ে। বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তার ঝুলিতে যায় মোট ভোটের প্রায় ৪৬ শতাংশ। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস তার দৌড় শেষ করে দ্বিতীয় স্থানে থেকে। বাংলার শাসকদলের পক্ষে ভোট পড়ে প্রায় ৩৪ শতাংশ। আর কংগ্রেসের প্রভাব ছিল নগণ্য, তারা পায় মাত্র ৮৩ হাজার ভোট। এই প্রসঙ্গে আরও একটা তথ্য না দিলেই নয়। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল প্রায় ৭৪.৭৬ শতাংশ।

এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, পাহাড়ি অঞ্চলে গোর্খা সম্প্রদায়ের ভোট বিজেপির দিকে যাওয়াই তাদের জয়ের মূল কারণ। সমতল অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস শক্তিশালী হলেও পাহাড়ি ভোটের ব্যবধান পূরণ তারা কোনও ভাবেই করতে পারেনি। আর এই ফলাফল থেকে আরও প্রমাণ হয়েছে যে, দার্জিলিং আসন গোর্খাল্যান্ড দাবি পাহাড়ি রাজনীতিতে বড় ভূমিকা রাখে।

পাশাপাশি তাঁরা এও জানান, ২০০৯ সাল থেকে দার্জিলিং লোকসভা আসনে বিজেপির ধারাবাহিক উত্থান মূলত পাহাড়ি রাজনীতির পরিবর্তন ও আঞ্চলিক দলগুলির কৌশলগত সমর্থনের ফল। যেমন আমরা দেখতে পাই ২০০৯-এ। প্রথমবার বিজেপির জয়। জয়ী হন যশবন্ত সিং।এটি সম্ভব হয়েছিল কারণ গোরখা জনমুক্তি মোর্চা পাহাড়ি ভোটকে বিজেপির দিকে ঠেলে দেয়।

এর পিছনে বড় কারণ হল, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর গোর্খাল্যান্ড দাবিকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। যা বিজেপিকে পাহাড়বাসীর কাছে জনপ্রিয় করে তোলে। এরপর ২০১৪ সালেও জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন বিজেপি প্রার্থী এস.এস. আহলুওয়ালিয়া। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ও প্রাক্তন ফুটবলার ভাইচুং ভুটিয়াকে পরাজিত করেন। বিজেপি আবারও পাহাড়ি ভোটে বড় ব্যবধান তৈরি করে, যদিও সেই সময় সমতল অঞ্চলে জোড়া ফুল ঝড় তুলেছে। তারই মাঝে জয় আনেন বিজেপি প্রার্থী এস.এস. আহলুওয়ালিয়া। এরপর ২০১৯-এ রাজু বিস্তা বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রথমবার দার্জিলিং থেকে সাংসদ হন। কারণ, তাঁর তরুণ্যে ভরা উপস্থিতি পাহাড়ি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয়দের মন কাড়ে। এরই মধ্যে দিয়ে বিজেপি পাহাড়ি ভোটে নিজেদের শিকড় আরও গভীরভাবে গেড়ে ফেলে। এরপর ২০২৪-এও রাজু বিস্তা আবারও জয়ী হন, এবার প্রায় ১.৭৮ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে। কারণ, তৃণমূল কংগ্রেস পাহাড়ি অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়।

বিজেপির এই উত্থানের কারণ গোর্খাল্যান্ড দাবিকে জাতীয় রাজনীতিতে তুলে ধরা। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী মনে করে বিজেপি তাদের দাবিকে সংসদে তুলে ধরতে সক্ষম। পাশাপাশি জিজেএম ও অন্যান্য স্থানীয় পাহাড়ি দল প্রায়ই বিজেপিকে সমর্থন করেছে। উল্টোদিকে সমতল অঞ্চলে শক্তিশালী হলেও পাহাড়ি ভোটে তৃণমূল কখনওই প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অর্থাৎ, খুব সহজ কথায় বলতে গেলে ২০০৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত দার্জিলিং আসনে বিজেপির উত্থান হলো পাহাড়ি রাজনীতির আঞ্চলিক দাবিকে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার ফলাফল। বিজেপি এখন টানা চারবার এই আসন ধরে রেখেছে, যা পশ্চিমবঙ্গে তাদের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি।